নাছরোল মোজতাহেদীন
বা
মাছায়েল খণ্ড

দ্বিতীয় ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন ইমামুল
হুদা হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী খ্যাতনামা
পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ্‌ শাহ্‌সুফী
আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্‌সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
বশিরহাট 'নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ সন ১৪০৮ সাল

সাহায্য মূল্য ৪৫ টাকা মাত্র।

সুচীপত্র।

—:•:—

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

ভ্রম সংশোধন।

—:০:—

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	২১	ইমানদের	ইমানদারদের
৭	১৬	রফাইয়া	রফাইয়াদাএন
৮	১৯	আনি	আমি
৯	২৫	العد ين	العيد ين
১৫	১৫	মলেকে	মালেকে
১৮	১৬	আলি	আলি
২১	৭	চিরসুখী	চিরসঙ্গী
২৪	৮।১০	الاعرابي - রেকায়া	لاعرابي - রেকায়া
৪৪	১২	المعرب	المغرب
৪৫	২২	শাকাকের	শাকাকের
৫০	১৬	কাতায়বা	কোতায়বা
৫৩	৯	لقاطع	القاطع
৫৪	৫	আসে	আছে
৫৬	১৪	الشاء - المغر	العشاء - المغرب
ঐ	১২।২৬	اخرير - অৎপরে	اخرجه - তৎপরে
৫৯	৪।৫	مثل - فتال	امثل - نقال
৬১	৫	عضو	عضوا
৬৩	১৭।২৪	ذوم - الميز - زجد	نوم - المهزر - وجد
৬৪	২০	পরিকের	শরিকের
৬৫	৩।১৩	ضعيف - اذا	ضعف - اذا
৬৬	১০।১১	المشركة	المشتركة

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৭	১১	হিহ	সহিহ
৯১	২	بالجهالية	بالجاهلية
৯৪	২২	নিষেধ,	নিষেধ
৯৬	১২।২১	তকবির, কোন	তক্বির, কোন
১০২	৮।২০	বাদাশাহ, গম	বাদশাহ, গমন
১০৭	১৬	আব	আর
১০৯	৩	افكار	انكار
১১৪	২০	اكتر	اكثر
১১৫	৫	বলে না	বলেন না
১১৮	২১	তকরিবে	তকবিরে
১২২	৬	المنقيدة	المقيدة
১২৩	১৪	তায়াম্মোম	তায়াম্মোমে
১২৪	২২।২৩	মোক্তাবের, আছনা	মোক্তাদের, আছলা
ঐ	১৫	মর্ম্মের	মর্ম্মের দিকে
১২৭	১২	علية	عليه

৪ পৃষ্ঠায় ১৮ ছত্রে 'নামাজে' শব্দের পরে 'একমাস' এবং ৫৫ পৃষ্ঠায় ১৯ ছত্রে 'মগরেব' শব্দের পূর্ব্বের 'শেষ' শব্দ উহার পরে বসিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم *

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله

محمد و آله و صحبه اجمعين *

নাছরোল-মোজতাহেদিন

বা

মাছায়েল খণ্ড ।

দ্বিতীয় ভাগ।

ফজর, মগরেব বা অন্যান্য অক্তিয়া নামাজে দোয়া কনুত মনছুখ হইবার দলীল।

ফৎহোল কদির, ১৮০।১৮১ পৃষ্ঠা :—

عن عبد الله قال، لم يقنت رسول الله صلعم فى الصبح الا شهرا ثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده رواه البزاز و ابن ابي شيبة و الطبراني و الطحاوي الخ *

এমাম বাজ্জাজ, এবনে আবি শায়বা, তেবরানি ও তাহাবি আ'লকামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, "হজরত এব্নে মছউদ (রা) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) এক মাস কেবল ফজরের নামাজে দোয়া কনুত পড়িয়াছিলেন, তৎপরে উহা ত্যাগ

করিয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্বে বা পরে আর (ফজরে) কনুত পড়েন নাই।"

আছেম বলিয়াছেন, আমি (হজরত) আনাছ বেনে মালেক (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম. একদল লোক ধারণা করেন যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) সর্ব্বদা ফজরের নামাজে কনুত পড়িতেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তাহারা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন; (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) একদল মোশরেকের প্রতি বদ দোয়া করিবার জন্য কেবল একমাস (ফজরে) কনুত পড়িয়াছিলেন।

খতিব, হজরত কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, (হজরত) আনাছ (রাঃ) বলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) কেবল কোন দলের প্রতি নেক কি বদ দোয়া করিবার জন্য (ফজরে) কনুত পড়িতেন। তনকিহ লেখক বলেন, এই (হাদিছটীর) ছনদ ছহিহ।

(এমাম) আবু হানিফা (র) বর্ণনা করিয়াছেন, (হজরত) এবনে মছউদ (রাজিঃ) বলিলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) একমাস ভিন্ন কখনও ফজরের নামাজে কনুত পড়েন নাই. তিনি ইহার পূর্ব্বে বা পরে (ফজরে তাঁহাকে কনুত পড়িতে) দেখেন নাই। এবনোল-হোমাম বলেন, এই হাদিছটী নির্দ্দোষ।

(এমাম) তেবরানি বর্ণনা করিয়াছেন, গালেব বলেন, আমি (হজরত) আনাছের (রাজিঃ) নিকট দুই মাস কাল ছিলাম, কিন্তু তিনি ফজরে কনুত পড়েন নাই।

ছহিহ নাছায়ী, এবনে মাজা ও তেরমজিতে আছে;—হজরত আবু মালেক তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, (তিনি বলেন), আমি (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ), হজরত আবুবকর, ওমার ওছমান এবং আলির (রাঃ) পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছি, তাঁহারা (ফজর বা অক্তিয়া নামাজে) কনুত পড়িতেন না, তৎপরে তিনি

বলিলেন, হে পুত্র, (ফজর বা অক্তিয়া নামাজে) কনুত পড়া বেদয়াত কার্য্য। এমাম তেরমেজি বলেন, এই হাদিছটী সহিহ ও হাছান।

এব্‌নে মাজাতে আছে, হজরত মালেক, বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, পিতঃ, নিশ্চয় আপনি (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) ও চারি খলিফার পশ্চাতে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল নামাজ পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা কি ফজরে কনুত পড়িতেন ? তিনি বলিলেন, না। হে পুত্র, ফজরে কনুত পড়া বেদয়াত কার্য্য।

এব্‌নে আবি শায়বা বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত আবুবকর, ওমার, ওছমান, এবনে আব্বাছ, এব্‌নে মছউদ, এব্‌নে ওমার ও এব্‌নে জোবাএর (রাঃ) ফজরের নামাজে কনুত পড়িতেন না।

মোহাম্মদিদিগের প্রশ্ন :—

দারকুৎনি প্রভৃতি এমামগণ আবু জাফর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ;—(হজরত) আনাছ (রাঃ) বলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) এন্তেকালের সময় পর্য্যন্ত ফজরের নামাজে কনুত পড়িতেন।

ছহিহ্‌ বোখারিতে আছে, হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, 'ফজর ও মগরেবে কনুত পড়া ছিল। আরও উক্ত কেতাবে আছে, (হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) জোহর, এসা ও ফজরের শেষ রাকায়া'তে কনুত পড়িতেন এবং ইমানদের জন্য নেক দোয়া ও কাফেরদের জন্য বদ দোয়া (লা'নত) করিতেন।

হানাফিদের উত্তর :--

নাছ্‌বোর-রায়াহ্‌ গ্রন্থের ২৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

আল্লামা জয়লয়ী বলিয়াছেন, এমাম এবনে জওজি 'তহকিক' ও 'এলাল' কেতাবদ্বয়ে লিখিয়াছেন, দারকুৎনি বর্ণিত আবু জাফর (রাজির) হাদিছটী ছহিহ নহে ; কেন না তাহার অন্য নাম ইছা, ইনি হামানের পুত্র। এমাম আলি মদিনি, এহিয়া, আহমদ বেনে হাম্বল আবু জোরয়া ও এবনে হাব্বান তাঁহাকে ভ্রমকারী, অযোগ্য ও জইফ বলিয়াছেন, অতএব উক্ত হাদিছটী বাতীল। আর উহাকে ছহিহ্‌ স্বীকার করিলেও হাদিছের মর্ম্ম এইরূপ হইবে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ফজরের নামাজে অনেকক্ষণ দাড়াইয়া থাকিতেন ; কেন না কন্মুতের এক অর্থ দাড়ানও আছে।

আয়নি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হজরত আনাছের হাদিছের (রাঃ) মর্ম্ম এই যে; প্রথম ইসলামে ফজর ও মগরেবে এক মাসের জন্য কন্মুত পড়া হইয়াছিল, তৎপরে উহা মনছুখ হইয়া গিয়াছে।

আবু দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

عن انس ان النبي صلعم قنت شهرا ثم تركه •

"(হজরত) আনাছ বলেন, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ((ফজর কি অক্তিয়া নামাজে) কন্মুত পড়িয়াছিলেন, তৎপরে উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন।" ইহাতে প্রমাণিত হইল যে অক্তিয়া নামাজে কন্মুত পড়া মনছুখ হইয়াছে।

(এমাম) এবনে হাব্বান বর্ণনা করিয়াছেন, (হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) কেবল কোন দলের প্রতি দোয়া করার জন্যই কন্মুত পড়িতেন। এই হাদিছটী ছহিহ্‌, ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বিনা কারণে অক্তিয়া নামাজে কন্মুত পড়ার ব্যবস্থা ছহিহ নহে।

(এমাম) তাহাবি বর্ণনা করিয়াছেন, (হজরত) এবনে ওমার ও আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) কাফেরদের প্রতি বদ দোয়া করিবার জন্য কনুত পড়িতেন, তৎপরে খোদাতায়ালা কোরাণ শরিফের একটী আয়ত নাজিল করিয়া তাঁহাকে কাফেরদের উপর বদ দোয়া করিতে নিষেধ করেন, সেই অবধি তিনি আর অক্তিয়া নামাজে কাফেরদের প্রতি বদ দোয়া করিবার জন্য কনুত পড়েন নাই। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এই সংবাদ অজ্ঞাত থাকায় কাফেরদের প্রতি লানতের জন্য জোহর, এশা, ও ফজরে কুনুত পড়িতেন, অতএব এই মত ছহিহ নহে।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কাফেরদের প্রতি বদ দোয়া করিবার জন্য এক মাস অক্তিয়া নামাজে কনুত পড়িয়াছিলেন, তৎপরে খোদাতায়ালার নিষেধাজ্ঞা নাজিল হওয়ায় আর উহা করেন নাই। কেবল বেতেরে কনুত পড়া শেষ নিয়ম ছিল, তাহাই এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। মাছায়েলে-জরুরিয়ার ১০৮ পৃষ্ঠায় যে মগরেব ও ফজরের দোয়া কনুত পড়িবার ফৎওয়া আছে, উহা মনছুখ (পরিত্যক্ত) মত।

কনুত পড়িবার সময় রফাইয়াদাএন করিবার (দুই হাত উঠাইবার) দলীল।

মিছরি ছাপা ছহিহ বোখারি ৬৫ পৃষ্ঠা :—

قال ابو موسى الاشعري دعا النبي صلعم ثم رفع يديه *

"হজরত আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত)

নবি করিম (ছাঃ) দোয়া করিতে দুই হাত উঠাইয়াছিলেন।" এইরূপ হজরত আবু হোমায়েদ ও আনাছ (রাঃ) হইতে সেহাহ ছেত্তার মধ্যে অনেক হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) দোয়া করিবার সময় দুই হাত উঠাইতেন। ইহাতে প্রমাণি[illegible] দোয়া করিবার সময় দুই হাত উঠান হজরত নবি করিমের ([illegible]) ছুন্নত। কনুত একটী দোয়া, এই হাদিছ অনুযায়ী কনুত পড়িবার সময় দুই হাত উঠান ছুন্নত হইবে।

আল্লামা বাহ্‌রুল উলুম 'আরকান-আরবায়ার ২৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ثم عند الامام احمد و الامام الشافعي ان يرفع اليدين عند القنوت لانه سنة الدعاء مطلقا ٭

এমাম আহমদ ও শাফিয়ির (রাঃ) মতে কনুত পড়িবার সময় দুই হাত উঠাইতে হইবে; কেন না প্রত্যেক দোয়ার সময় হাত উঠান ছুন্নত।

এমাম বোখারি 'রফয়োল-ইয়াদাএন' পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قَالَ كَانَ عُمَرُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الْقُنُوتِ ٭

আবু ওছমান বলেন, (হজরত) ওমার (রাঃ) দোয়া কনুত পড়িতে দুই হাত উঠাইতেন।

আরও উক্ত পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে ;—

عَنْ عَبْدِ اللهِ اَنَّهُ يَقْرَأُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ

قُلْ هُوَ اللهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ ٭

হজরত আবদুল্লাহ বেতেরের শেষ রাকয়াতে ছুরা এখলাছ পড়িতেন, রুকুর অগ্রে কনুত পড়িতেন এবং (কনুত পড়িতে) দুই হাত উঠাইতেন।

মায়ানিয়োল আছার, ৫৯১ পৃষ্ঠা ;—

عن ابراهيم النخعي قال ترفع الايدي في سبع مواطن (الى) وفى التكبير للقنوت فى الوتر *

(এমাম) এবরাহিম নখয়ী বলিয়াছেন, সাত স্থানে দুই হাত উঠাইতে হইবে, তন্মধ্যে বেতেরে কনুত পড়িবার সময় দুই হাত উঠাইতে হইবে।

কেতাবোল আছার, ৭৮ পৃষ্ঠা :—

عن ابراهيم ان القنوت فى الوتر واجب في شهر رمضان وغيره قبل الركوع فاذا اردت ان تقنت فكبر *

(এমাম) এবরাহিম বলেন ;—কি রমজান, কি অন্য মাসে বেতেরের নামাজে দোওয়া কুনুত পড়া ওয়াজেব, (কিন্তু) উহা রুকুর অগ্রে পড়িবে, এবং কুনুত পড়িতে ইচ্ছা করিলে, তকবির পড়িবে (রফাইদা করিবার জন্য)।

মানইয়ার টীকা, ৩১৭ পৃষ্ঠা :—

رفع تكبيرات القنوت مروي عن عمر و علي و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و البراء بن عازب ذكره الاثرم و البيهقي في سننه الكبرى *

(এমাম) বয়হকি ও আছরাম বর্ণনা করিয়াছেন, (হজরত) ওমার আলি, এবনে মছউদ, এবনে আব্বাছ, এবনে ওমার ও বারা (রাঃ) কনুত পড়িতে দুই হাত উঠাইতেন।

পাঠক, (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) হাদিস অনুযায়ী

ও প্রধান প্রধান ছাহাবাদের তরিকা অনুযায়ী দোয়া কনুতের সময় দুই হাত উঠান ছুন্নত সাব্যস্ত হইল। মোহাম্মদিগণ এই ছুন্নতকে এনকার করিয়া থাকেন, কিন্তু ঈদের গোছল করা (জনাব হজরত) নবি করিমের কোন ছহিহ হাদিছে সাব্যস্ত হয় নাই, কেবল (হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) উহা করিয়াছেন, সেই হেতু মৌলবি আব্বাছ আলি ছাহেব মাসায়েলে জরুরিয়ায় উক্ত গোছলকে ছুন্নত বলিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বহু ছাহাবা কনুতের সময় হাত উঠাইতেন এবং হাদিছ হইতেও উহা সপ্রমাণ হইল, ওরূপ কার্য্য ছুন্নত হইল না এবং এক জন ছাহাবা যাহা করিলেন তাহাই ছুন্নত হইল, ইহা কিরূপ এজতেহাদ ও কিরূপ বিচার?

দুই ঈদের নামাজে ছয় তকবির পড়িবার দলীল।

মেশকাতের ১২৬ পৃষ্ঠায়, ছহিহ আবু দাউদ হইতে বর্ণিত আছে:—

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا مُوْسٰى وَ حُذَيْفَةَ

كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم يُكَبِّرُ فِي الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ

اَبُوْ مُوْسٰى كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرَةً عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ

حُذَيْفَةُ صَدَقَ *

(হজরত) ছয়ীদ বেনেল আছ বলেন, আমি (হজরত) আবু মুছা

ও হোজায়ফা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) দুই ঈদের নামাজে কিরূপ তকবির পড়িতেন? তদুত্তরে (হজরত) আবু মুছা (রাঃ) বলিলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) জানাজা নামাজের ন্যায় (উহার প্রত্যেক রাকয়াতে) চারি তকবির পড়িতেন, তৎপরে হজরত হোজায়ফা বলিলেন, ইনি সত্য কথা বলিয়াছেন।"

হাদিছের সার মর্ম্ম এই যে প্রথম রাকায়াতে নামাজ আরম্ভ করিতে এক তকবির, তৎপরে বেশী তিন তকবির পড়িতেন। আর শেষ রাকয়াতে রুকু করিতে এক তকবির এবং বেশী তিন তকবির পড়িতেন। অতএব এই হাদিছে দুই ঈদের ছয় তকবির পড়া সাব্যস্ত হইল।

এমাম আবু দাউদ ও মোনজারি এই হাদিছ বর্ণনা করিয়া কোন প্রকার দোষারোপ করেন নাই, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে এই হাদিছটী ছহিহ।

এবনে জওজি এই হাদিছের রাবি আবদুর রহমানের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন এবং এবনে কাত্তান ইহার অন্য রাবি আবু আএশাকে অপরিচিত ব্যক্তি বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত মত নহে, কেননা তহকিক লেখক বলিয়াছেন, অনেক বিদ্বান—বিশেষতঃ এমাম এহিয়া, আব্দুর রহমানকে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন এবং এমাম হাকেম বলিয়াছেন, আবু আএশা একজন পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ছয়ীদের গোলাম (ক্রীতদাস) ছিলেন, হজরত আবু মুছা, আবু হোরায়রা ও হোজায়ফার শিষ্য ও এমাম মকহুলের শিক্ষক ছিলেন, অতএব উপরোক্ত হাদিছটী নিশ্চয় ছহিহ।

ফৎহোল কাদির, ২০৯ পৃষ্ঠা :—

عن علقمة و الاسودان ابن مسعود كان يكبر فى العيدين تسعا

اربعا قبل القرأة ثم يكبر فيركع وفي الثانية يقرأ فاذا فرغ كبر اربعا ثم ركع اخرجه عبد الرزاق ٭

আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করিয়াছেন (এমাম) আলকামা ও আছওয়াদ হইতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় (হজরত) এবনে মছউদ (রা) ঈদের প্রথম রাকয়াতে নামাজ আরম্ভ করিতে এক তকবির ও বেশী তিন তকবির পড়িয়া কেরাত পড়িতেন এবং অবশেষে রুকু করিতে আর এক তকবির পড়িতেন। দ্বিতীয় রাকয়াতে প্রথম কেরাত পড়িতেন, তৎপরে বেশী তিন তকবির এবং শেষ রুকুর জন্য আর এক তকবির পড়িতেন।" মূল কথা এই যে; দুই ঈদে ছয় তকবির পড়িতেন।

عن علقمة و الاسود قالا كان ابن مسعود رض جالسا و عنده حذيفة و ابو موسى الاشعري فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلوة العيد فقال حذيفة سل الاشعري فقال الاشعري سل عبد الله اقدمنا اعلمنا فسألهم فقال ابن مسعود يكبر اربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم الى الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا بعد القرأة ٭

আরও উক্ত কেতাবে উক্ত দুই ব্যক্তি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, "(হজরত) এবনে মছউদ (রাঃ) বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হজরত আবু হোজায়ফা ও আবু মুছা আশয়ারি (রাঃ) ছিলেন তৎপরে হজরত ছয়ীদ বেনে আছ (রাঃ) তাঁহাদের নিকট ঈদের তকবিরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে হজরত হোজায়ফা (রাঃ) বলিলেন, আপনি হজরত আবু মুছা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি বলিলেন, হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করুন তিনি আমাদের মধ্যে বহুদর্শী ও প্রধান বিদ্বান, তখন (হজরত) ছয়ীদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, প্রথমে নামাজের তকবির তৎপরে তিন তকবির, তৎপরে কেরাত ও অবশেষে রুকুর

তকবির পড়িতে হইবে। দ্বিতীয় রাকয়াতে দাড়াইয়া প্রথমে কেরাত তৎপরে তিন তকবির ও শেষে রুকুর তকবির পড়িতে হইবে।"

এইরূপ এবনে আবি শায়বা ও এমাম মোহাম্মদ নিজ নিজ গ্রন্থে হজরত এবনে মছউদ (রা) হইতে দুই ঈদের ছয় তকবিরের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

قال الترمذي وقد روي عن ابن مسعود رض انه قال فى التكبير فى العيد تسع تكبيرات فى الاولى خمسا قبل القرأة و في الثانية يبدأ بالقرأة ثم يكبر اربعا مع تكبيرة الركوع و قد روي عن غير واحد من الصحابة نحو هذا و هذا اثر صحيح قاله بحضرة جماعة من الصحابة و مثل هذا يحمل على الرفع ●

(এমাম) তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন, এবনো মছউদ (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, "ঈদের প্রথম রাকয়াতে নামাজ আরম্ভ করিতে এক তকবির, তৎপরে বেশী তিন তকবির, অবশেষে রুকু করিতে এক তকবির পড়িতে হইবে, কিন্তু তিন তকবির কেরাতের অগ্রে পড়িতে হইবে। দ্বিতীয় রাকয়াতে প্রথম কেরাত, তৎপরে বেশী তিন তকবির, অবশেষে রুকুর তকবির পড়িতে হইবে। সহিহ হাদিছ।

এবনো হোমাম বলেন, (হজরত) এবনে মছউদ এক দল ছাহাবার সাক্ষাতে এইরূপ ছয় তকবিরের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহা ছহিহ হাদিছ। ইহা (জনাব হজরত) নবি করিমের মরফু হাদিছ বলিয়া গণ্য হইবে, (কেননা যদি তিনি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে ইহা না শুনিতেন, তবে কখনও নিজে এরূপ ফৎওয়া দিতেন না।)

নাছবোর রায়াহ, ৩২২ পৃষ্ঠা :—

عن انس انه كان يكبر في العيد تسعا فذكر مثل حديث ابن مسعود اخرجه ابن ابي شيبة عن عبد الله بن حرث قال شهدت ابن عباس كبر في صلوة العيد بالبصرة تسع تكبيرات اخرجه عبد الرزاق قال و شهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك ايضاً فسألت خالدا كيف كان فعل ابن عباس ففسر لنا كما صنع ابن مسعود اخرجه ايضاً *

এবনে আবি শায়বা, হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে এবং আব-দুর রাজ্জাক, হজরত এবনে আব্বাছ, মোগিরা ও খালেদ হইতে ইদের ছয় তকবিরের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত সার।

মনইয়ার টীকা, ৫১৬ পৃষ্ঠা :—

و هو قول ابن مسعود و ابي موسى الاشعري و حذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر و ابن الزبير و ابي مسعود البدري و الحسن و ابن سيرين و الثوري و هو رواية عن احمد و حكاه البخاري مذهبا لابن عباس و في التحرير جعله قول عمر بن الخطاب و زاد المرغيناني ابا سعيد و البراء *

ইদের নামাজে ছয় তকবির পড়া (হজরত) এবনে মছউদ, আবু মুছা, হোজায়ফা, আকাবা এবনে জোবাএর, আবু মছউদ, হাছান, এবনে ছিরিন, ছুফিয়ান ছওরির মত। ইহা আহমদের এক রেওয়াএত। বোখারি-ইহা এবনে আব্বাছের মত, তহরিরে উহা ওমার বেনে খাত্তাবের মত। ওমোরগিনানি উহা আবু ছইদ ও বারার মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মূল কথা এই যে জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) হাদিছ

হইতে ইদের ছয় তকবির প্রমাণিত হইল এবং অনেক ছাহাবার তরিকা হইতেও প্রমাণিত হইল।

ঈদের বার তকবিরের সমস্ত হাদিছ জইফ।

মাচায়েলে-জরুরিয়ার ১২৮ পৃষ্ঠায় হেদায়েতল মোকাল্লেদীনের ৮৯।৯০ পৃষ্ঠায় ও বোরহানে-হকের ২৬।২৭।২৮ পৃষ্ঠায় ঈদের বার তকবিরের সম্বন্ধে কয়েকটী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উহার একটীও ছহিহ নহে।

১ম, আবু দাউদ ও এবনে মাজা, আমর বেনে শোয়ায়বের ছনদে বার তকবিরের একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম তেরমেজি বলেন, এমাম বোখারি এই হাদিছটি ছহিহ বলিয়াছেন। নাছবোর রায়াহ ইত্যাদি কেতাবে আছে, এমাম ছয়াদ কাত্তান বলিয়াছেন, এমাম বোখারীর মত যুক্তিযুক্ত নহে, কেন না এই হাদিছের এক জন রাবির নাম আবদুর রহমান তায়িফি, এমাম এহিয়াময়ীন আহমদ নাছায়ী ও আবু হাতেম প্রভৃতি বিদ্বানগণ উক্ত রাবিকে জইফ বলিয়াছেন, অতএব এই হাদিছটী জইফ।

আরও এই হাদিছটী এমাম বোখারীর মতেও ছহিহ হইতে পারে না, কেন না ইহার ছনদে আছে, রাবি আমর তাঁহার পিতা শোয়াএব হইতে, শোয়াএব তাঁহার পিতা মোহাম্মদ হইতে, এবং মোহাম্মদ জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে এই হাদিছ শুনিয়াছেন, কিম্বা শোয়াএব তাঁহার পিতামহ আবদুল্লাহ হইতে শুনিয়াছেন, কিন্তু আমরের পিতামহ মোহাম্মদ জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে

দেখেন নাই, এবং শোয়াএব তাঁহার পিতামহ আবদুল্লাহকে দেখেন নাই, তাহা হইলে এই হাদিছটী মোরছাল কিম্বা মোনকাতা হইবে, এই হেতু এমাম বোখারি ও মোছলেম এই ছনদকে ছহিহ গ্রন্থে গ্রহণ করেন নাই, এক্ষণে এই হাদিছ এমাম বোখারির মতেও ছহিহ হইতেই পারে না।

২য়, তেরমেজি ও এবনে মাজা, আমর বেনে আওফের ছনদে ইদের বার তকবিরের একটা হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, এমাম তেরমেজি বলেন, এই হাদিছটী হাছান (উত্তম) এবং এমাম বোখারি উহাকে সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন।

নাছবোর রায়াহ ইত্যাদি কেতাবে বর্ণিত আছে;—"এমাম ছয়ীদ কাত্তান বলিয়াছেন, এমাম বোখারির কথার মর্ম্ম এই যে, উহা অতিরিক্ত জয়ীফ নহে, কিন্তু ইহাতে উহার ছহিহ হওয়া প্রমাণিত হয় না। এই হাদিছের এক জন রাবির নাম কছির বেনে আবদুল্লাহ এমাম আহমদ, এহিয়া ময়ীন, নাছায়ী, দারকুৎনি, আবু জোরয়া, শাফিয়ি ও এবনে হাব্বান, উক্ত রাবিকে মিথ্যাবাদী, পরিত্যক্ত, বাতীল ও জাল হাদিছ প্রকাশক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবনে দাহইয়া বলিয়াছেন, এমাম তেরমেজি অনেক বাতীল ও জাল হাদিছকে হাছান (উত্তম) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও একটী জাল হাদিছ।" ইহাতে প্রমাণিত হইল যে হাদিসটী সহিহ নহে।

৩য়, আবু দাউদ ও এবনে মাজা হজরত আএশার (রাঃ) সনদে ঈদের বার তকবিরের একটা হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। নাছবোর রায়াহ কেতাবে আছে;—এমাম দারকুৎনি এই হাদিছটী মোজতারেব (১) বলিয়াছেন। এমাম তেরমেজি ও বোখারি উহাকে জইফ বলিয়াছেন।

(১) যে হাদিছটী কয়েক ছনদে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথম ছনদে

৪র্থ, এমাম শাফিয়ি, এমাম জাফরের ছনদে বার তকবিরের একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উহা মোরছাল। এই হাদিছের ছনদে মধ্যবর্ত্তী ছাহাবার নাম উল্লেখ নাই, এক জন তাবিয়ী— যিনি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে দেখেন নাই, তিনি (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ হাদিছকে মোরছাল বলে। মোহাম্মদিগণও এইরূপ হাদিছকে ছহিহ বলেন না, তবে ইহা তাহাদের পক্ষে কিরূপ দলীল হইবে?

৫ম, এবনে মাজা ছাদের ছনদে বার তকবিরের একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম আবু হাতেম এই হাদিছটি বাতীল বলিয়াছেন।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে ঈদের বার তকবিরের কোন হাদিছ ছহিহ্ নহে।

অবশ্য মোয়াত্তা মালেকে বর্ণিত আছে যে, হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ঈদের নামাজে বার তকবির পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ইহা এক জন ছাহাবার কার্য্য। মোহাম্মদীগণ ছাহাবার কার্য্যকে দলীল বলিয়া গ্রাহ্য করেন না, নচেৎ তাহারা ২০ রাকায়াত তারাবিহ পড়িতেন এক্ষেত্রে তাহারা এক জন ছাহাবার মতে দুই ঈদে বার তকবির পড়িতে পারেন না, অতএব মোহাম্মদিদের পক্ষে বার তকবিরের কোনই ছহিহ দলীল নাই। আর যদি তাঁহারা এখন হইতে ছাহাবাদের কার্য্য গ্রহণ করেন, তবে হানাফিগণ যে হাদিছ ও বহু

রাবিদের নাম যে তরতিবে বর্ণিত হইয়াছে, অন্যান্য ছনদে তাহার বিপরীত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, উহাকে মোজ্‌তারেব বলে; এইরূপ হাদিছ জইফ্ হইয়া থাকে।

ছাহাবার মতানুযায়ী দুই ঈদে ছয় তকবির পড়িয়া থাকেন তাহাই বেশী গ্রহণীয় হইবে।

হে সরকার ভাই, আপনি হেদায়েতল মোকাল্লেদীনের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে বার তকবিরের মত হাদিছে আছে, হানাফিদের ছয় তকবিরের মত কেয়াছ ও মনোক্তি কথা; এখন দেখিলেন ত; হানাফিদের মত হাদিছ ও ছাহাবাদের তরিকা সঙ্গত, কিন্তু বার তকবিরের মত কোন ছহিহ হাদিছে নাই।

প্রথম বা তৃতীয় রাকয়াতে না বসিয়া দাড়াইবার দলীল ও জমির উপর হাত রাখিয়া উঠা মকরূহ হইবার দলীল ;—

—:০:—

মিছরি ছাপা ছহিহ বোখারি, চতুর্থ খণ্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা :—

ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ٭

(হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, "তৎপরে (দ্বিতীয়) ছেজদা কর এমন কি ছেজদায় কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাক, তৎপরে মস্তক উঠাইয়া সোজা ভাবে দাড়াইয়া যাও।"

ছহিহ তেরমেজি, ৩৮ পৃষ্ঠা :—

عن ابي هريرة قال كان النبي صلعم ينهض في الصلوة

عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ

عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُوْنَ اَنْ يَّنْهَضَ الرَّجُلُ

فِي الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَ خَالِدُ بْنُ اِيَاسٍ ضَعِيْفٌ *

(হজরত) আবু হোরায়রা (রা) বলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) (প্রথমে বা তৃতীয় রাকায়াতে না বসিয়া) উরুর উপর হাত রাখিয়া দাড়াইয়া যাইতেন। (এমাম) আবু ইছা বলেন, মোজতাহেদ বিদ্বানগণ (ছাহাবা, তাবিয়ি, তাবা তাবিয়িগণ) উপরোক্ত হাদিছ অনুযায়ী (প্রথম বা তৃতীয় রাকয়াতে না বসিয়া জমির উপর হাত না লাগাইয়া) উরুর উপর হাত রাখিয়া দাড়াইয়া যাইতেন। তৎপরে এমাম আবু ইছা বলেন, এই হাদিছের এক জন রাবি খালেদ বেনে আয়াছ জইফ (অর্থাৎ শেষাবস্থায় তাঁহার স্মরণশক্তি কম হইয়াছিল)।

ফৎহোল কাদিরে বর্ণিত আছে,—

قَالَ ابْنُ هُمَامٍ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَهْلِ

الْعِلْمِ يَقْتَضِيْ قُوَّةَ اَصْلِهِ وَ اِنْ ضَعُفَ خُصُوْصُ هٰذَا الطَّرِيْقِ

وَ هُوَ كَذٰلِكَ *

এবনে হোমাম বলিয়াছেন, এমাম তেরমেজি যে বলিয়াছেন, মোজতাহেদ (ছাহাবা, তাবিয়ি ও তাবা-তাবিয়িগণ) উপরোক্ত হাদিস

গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, যদিও খাস্ এই ছনদটী জইফ্, তথাচ মূল হাদিসটী সহিহ্।

মছনদে এবনে আবি শায়বা ;—

اخرج ابن ابي شيبة عن ابن مسعود انه كان ينهض فى الصلوة على صدور قدميه و لم يجلس و اخرج نحوه عن علي رض و كذا عن ابن عمر و ابن الزبير و كذا عن عمر و اخرج عن الشعبي كان عمر و علي و اصحاب رسول الله صلعم ينهضون فى الصلوة على صدور اقدامهم و اخرج عن ابي عياش ادركت غير و احد من اصحاب رسول الله صلعم فكان اذا رفع احدهم راسه من السجدة الثانية فى الركعة الاولى و الثالثة نهض كما هو و لم يجلس *

(হজরত) এব্‌নে মছউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি (প্রথম বা তৃতীয় রাক্‌য়া'তে) না বসিয়া উরুর উপর হাত রাখিয়া উঠিয়া যাইতেন। এইরূপ (হজরত) আলি, এব্‌নে ওমার, এব্‌নে জোবাএর ও ওমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। (এমাম) শা'বি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, (হজরত) ওমার, আলি ও (জনাব নবি) করিমের (ছঃ) অন্যান্য সাহাবাগণ (প্রথম ও দ্বিতীয় রাকয়া'তে না বসিয়া জমির উপর হাত না লাগাইয়া) উরুর উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন। নো'মান, আবু আইয়াশ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি অনেক সাহাবাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম ও তৃতীয় রাক্‌য়া'তে দ্বিতীয় সেজদার পরে না বসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন।

মছনদে আবদুর রাজ্জাক ;—

عن ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر مثله *

(হজরত) এব্‌নে মছউদ, এব্‌নে আব্বাছ ও এব্‌নে ওমার (রঃ) প্রথম ও দ্বিতীয় রাক্‌য়া'তে দ্বিতীয় ছেজদার পরে বসিতেন না।

বয়হকি ;—

عن عبد الرحمن بن يزيد انه راى ابن مسعود فذكر معناه *

(হজরত) এব্‌নে মছউদ (রঃ) প্রথম ও দ্বিতীয় রাক্‌য়া'তের দ্বিতীয় ছেজদার পরে না বসিয়া উরুর উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন।

মেশ্‌কাত, ৮৫ পৃষ্ঠা ;—

وفي رواية له نهى ان يعتمد الرجل على يديه اذا نهض فى الصلوة *

"আবু দাউদের এক রেওয়াএতে আছে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) নামাজে দাঁড়াইবার সময় দুই হাতের উপর ভর করিয়া উঠিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রথম বা তৃতীয় রাকয়া'তে জমির উপর হাত লাগাইয়া দাঁড়ান মক্‌রূহ্‌।

মোহাম্মদিদের প্রশ্ন ঃ—

ছহিহ্‌ বোখারিতে আছে, মালেক বেনে হোয়ায়রেছ (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) নামাজের অবস্থা বর্ণনা করিতে প্রথম বা তৃতীয় রাক্‌য়া'তে দ্বিতীয় সেজদার পরে কিছুক্ষণ বসিয়া দুই হাত জমির উপর লাগাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন।

ছহিহ্‌ বোখারিতে লিখিত আছে, হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) নামাজের অবস্থা বর্ণনা করিতে, দ্বিতীয় সেজদার পরে কিছুক্ষণ বসিবার কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

মাসায়েলে-জরুরিয়ার ৭৩ পৃষ্ঠায় আবু দাউদ, তেরমেজি ও দারমি হইতে বর্ণিত আছে, আবু হোমাএদ (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) নামাজ বর্ণনা করিতে প্রথম রাকয়াতের দ্বিতীয় সেজদার পরে বসিয়াছিলেন।

একমাল গ্রন্থে বর্ণিত আছে ;—

مالک ابن الحویرث هو مالک ابن الحویرث اللیثي وفد علی النبي صلعم و اقام عنده عشرین لیلة و سکن البصرة *

মালেক বেনে হোয়ায়রেছ, (জনাব) নবি করিমের (ছাঃ) নিকট আসিয়া ২০ দিবস তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তৎপরে বাছরার (বস্রা বা বাসোরার) বাশেন্দা হইয়াছিলেন।

হানাফিদের উত্তর :—

ছহিহ্ বোখারি (মিছরি ছাপা). ৯৫ পৃষ্ঠা :—

قَالَ اَيُّـوبُ كَانَ يَفْعَـلُ شَيْاً لَمْ اَرَهُمْ يَفْعَلُـونَـهُ كَانَ يَقْعُدُ فِى الثَّالِثَةِ *

"হজরত আইউব (রাঃ) বলেন, মালেক বেনে হোয়ায়রেছ এইরূপ একটী কার্য্য করিতেন, যাহা ছাহাবাগণকে করিতে দেখি নাই, তিনি তৃতীয় রাকয়া'তে (দ্বিতীয় সেজদার পরে) বসিতেন, (অন্যান্য ছাহাবাগণ ইহা করিতেন না)।"

এমাম তেরমেজি বলিয়াছেন যে, মোজ্তাহেদ ছাহাবা, তাবিয়ি ও তাবা-তাবিয়িগণ প্রথম ও তৃতীয় রাকয়া'তে দ্বিতীয় সেজদার পরে না বসিয়া উরুর উপর হাত রাখিয়া উঠিয়া যাইতেন।

মেরকাত ;—

فقد اتفق اكابر الصحابة الذين كانوا اقرب الى رسول الله صلعم و اشد اتباعا لاثره و الزم لصحبته من مالك بن الحويرث على ما قال فوجب تقديمه *

"যে প্রধান প্রধান ছাহাবা মালেক বেনে হোয়ায়রেছ অপেক্ষা (জনাব হজরত) নবি করিমের সমধিক নিকটবর্ত্তী, তাঁহার তরিকা অনুসরণকারী (তাবেদার) চিরসুখী ছিলেন, তাঁহারা প্রথম বা তৃতীয় রাকয়া'তে দ্বিতীয় সেজদার পর না বসিয়া উরুর উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন ; তাহা হইলে প্রধান প্রধান ছাহাবাদের মত অগ্রগণ্য ধারণা করা আবশ্যক হইবে।"

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মালেক বেনে হোয়ায়রেছের হাদিছ কোন বিশেষ কারণে পরিণত হইবে, আলেমগণ বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) পীড়িত বা দুর্ব্বল অবস্থায় এইরূপ করিয়া থাকিবেন, যথা ;—

আবু দাউদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে ;—

لا تبادروا في ركوع و سجود اني قد بدنت *

(জনাব) হজরত নবি করিম (ছাঃ) (এক সময় ছাহাবাগণকে) বলিয়াছিলেন, "আমি দুর্ব্বল হইয়াছি, তোমরা আমার অগ্রে রুকু ও সেজদা করিও না।" প্রধান ছাহাবাগণ জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) উপরোক্ত কার্য্যকে পীড়িত অবস্থার কার্য্য বুঝিয়া সাধারণতঃ প্রথম বা তৃতীয় রাকয়াতে দ্বিতীয় সেজদার পর বসিতেন না, কিন্তু মালেক বেনে হোয়ায়রেছ কিম্বা আবু হোমায়েদ (রাঃ) উহা বুঝিতে না পারিয়া বসিয়া যাইতেন ; অতএব উক্ত স্থলে বসিতে হইবে না, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

এমাম এবনে হাজার ফৎহোল-বারি'তে লিখিয়াছেন,—

و اشار البخاري الى ان هذه اللفظة وهم فانه عقبه بان قال قال ابو اسامة فى الاخير حتى تستوي قائما ●

(এমাম) বোখারি প্রকাশ করিয়াছেন যে, (হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত যে হাদিস দ্বিতীয় সেজদার পরে বসিবার কথা আছে উহা ভ্রম, কেননা তিনি উক্ত হাদিস বর্ণনা পরে লিখিয়াছেন, "আবু ওছামা শেষে বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) দ্বিতীয় সেজদার পর দাঁড়াইয়া যাইতেন।"

আরও আবু হোমায়দের যে হাদিস সহিহ বোখারিতে বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে প্রথম বা তৃতীয় রাকয়াতে দ্বিতীয় সেজদার পর বসিবার কথা নাই। এমাম আবু দাউদ ও তাহাবি উক্ত আবু হোমায়েদের একটী হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, উহাতে বর্ণিত আছে;— (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) প্রথম রাকয়াতে দ্বিতীয় সেজদার পর না বসিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন। তাহা হইলে প্রশ্নোল্লিখিত আবু হোমায়দের হাদিস দলীল হইতে পারে না।

দ্বিতীয়, মালেক বেনে হোয়ায়রেছের হাদিছটীর জইফ হওয়া ঐ কেতাবের ২৭ পৃষ্ঠায় প্রমাণিত হইয়াছে। আরও আবু হোমায়দের হাদিসটীর জইফ হওয়া এই কেতাবের ২৬ পৃষ্ঠায় প্রমাণিত হইয়াছে; তাহা হইলে উক্ত হাদিস দ্বয় কিছুতেই দলীল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

———

শেষ বৈঠকে বসিবার নিয়ম।

সহিহ নাছায়ী, ১৭৩ পৃষ্ঠা,—

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضـ انَّهٗ قَالَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلٰوةِ اَنْ يَنْصَبَ الْقَدَم

الْيُمْنٰى وَ اِسْتِقْبَالِهٖ بِاَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَ الْجُلُوسِ عَلَي الْيُسْرٰى *

নিশ্চয় (হজরত) এবনে ওমার (রাজিঃ) বলিয়াছেন, নামাজের সুন্নত এই যে, ডাহিন পা খাড়া রাখা, উহার অঙ্গুলি গুলি কেবলার দিকে ফিরান এবং পায়ের উপর বসা।

সহিহ বোখারি (মিসরি ছাপা), ৯৬ পৃষ্ঠা,—

وَقَالَ اِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى

وَتَثْنِي الْيُسْرٰى *

(হজরত) এবনে ওমার বলিয়াছেন, নামাজের সুন্নত এই যে, তুমি ডাহিন পা খাড়া রাখিবে এবং বাম পা বিছাইবে।

সহিহ তেরমেজি, ৩৮ পৃষ্ঠা;—

عن وائل بن حجر قال قدمت المدينة قلت لانظرن الى صلوة رسول الله صلعم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسري و وضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسري و ينصب رجله اليمنى و قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح *

(হজরত) ওয়াএল বেনে হোজর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি মদিনা শরিফে পৌঁছিয়া বলিলাম, নিশ্চয় আমি (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) নামাজের অবস্থা দেখিব,—(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) আত্তাহিয়াতো পড়িতে বসিয়া বাম পা বিছাইয়া দিলেন, বাম হাত বাম জানুর উপর রাখিলেন এবং ডাহিন পা খাড়া করিয়া রাখিলেন, এমাম তেরমেজি বলেন, এই হাদিছটী সহিহ।"

মছনদে আহমদ ;—

عن رفاعة انه عليه الصلوة و السلام قال الاعرابى فاذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى *

"(হজরত) রেফায়া বলেন, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) এক অরণ্যবাসীকে বলিয়াছিলেন, যে সময় তুমি (আত্তাহিয়াতো পড়িতে) বসিবে, তোমার বাম পায়ের উপর বসিও।"

এমাম এবনে আবি শায়বা হজরত ওয়াএল (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বাম পা বিছাইয়া ও ডাহিন পা খাড়া করিয়া বসিয়াছিলেন।

এমাম তাহাবি উক্ত রাবি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বাম পা বিছাইয়া উহার উপর বসিয়াছিলেন।

মেশকাত, ৭৫ পৃষ্ঠা ;—

عن عايشة كان يقول في كل ركعتين التحية و كان يفرش رجله اليسرى و ينصب رجله اليمنى رواه مسلم *

"সহিহ মোসলেমে হজরত আএশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিতেন যে, প্রত্যেক দুই রাকয়াত অন্তে আত্তাহিয়াতো পড়িতে হইবে, আরও তিনি (প্রত্যেক দুই রাকয়াতে) বাম পা বিছাইতেন ও ডাহিন পা খাড়া রাখিতেন।"
ইহাই এমাম আজমের ব্যবস্থা।

মোহাম্মদী মৌলবি সাহেবের প্রশ্ন ঃ—

—:o:—

মাছায়েলে-জরুরিয়ার ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, শেষ বৈঠকে বাম পা ডাহিন পায়ের নীচে দিয়া ডাহিন দিকে বাহির করিয়া দিতে হইবে এবং নিজ বাম চুতড়ের (নিতম্বের) উপর বসিতে হইবে, ইহা আবু দাউদ ও তেরমেজিতে আবু হোমাএদ হইতে বর্ণিত আছে।

হানাফিদের উত্তর।

প্রথমোক্ত হাদিছ সমূহ প্রশ্নোক্ত হাদিছ সমূহ অপেক্ষা বেশী ছহিহ, কেননা এমাম আবু জা'ফর তাহাবি, (হজরত) আবু হোমাএদের (রা) হাদিছটী জইফ বলিয়াছেন,—উক্ত হাদিছের আবদুল হামিদ বেনে জাফর নামক একজন রাবি জইফ, আর এমাম শাবি ও এবনে হাজম উক্ত হাদিছটী মোনকাতা বলিয়াছেন, কিন্তু (হজরত) আএশা (রাঃ) প্রভৃতির হাদিছগুলি নির্দ্দোষ ছহিহ, তাহা হইলে উপরোক্ত হাদিছগুলির বিরুদ্ধে আবু হোমায়েদের হাদিছ দলীল হইতে পারে না।

দ্বিতীয় এই যে, হজরত আবু হোমায়েদের হাদিছে আবু দাউদ ও দারমির ছনদে বর্ণিত আছে :—

اخر رجله اليسرى وقعد متورکا علی شقه الايسر ٭

(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) শেষ রাকয়াতে বাম পা পিছনে হটাইতেন এবং বাম চুতড় (পাছা) জমির উপর লাগাইয়া বসিতেন।

আর ছহিহ বোখারীর ছনদে বর্ণিত আছে :—

قدم رجله اليسرى و نصب الاخرى و قعد على مقعـــدة *

"(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) শেষ বৈঠকে বাম পা ছামনের দিকে টানিয়া রাখিতেন, ডাহিন পা খাড়া রাখিতেন এবং চুতড়ের উপর বসিতেন।"

আর আবু দাউদের অন্য ছনদে আছে :—

افضـــى بوركه اليسرى الى الارض و اخـــرج قدميـــه مـــن ناحيـــة واحدة *

(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) চতুর্থ রাকয়াতে বাম চুতড় জমিতে লাগাইয়া বসিতেন এবং দুই পা এক দিকে বাহির করিয়া দিতেন।"

পাঠক, এই তিনটী হাদিছ এক আবু হোমায়েদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু কোনটীতে আছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বাম পা পিছনে হটাইতেন এবং ডাহিন পায়ের কোন কথা নাই। আর এক হাদিছে আছে, বাম পা সামনের দিকে রাখিতেন এবং ডাহিন পা খাড়া রাখিতেন। আর এক হাদিছে আছে, উভয় পা এক দিক্ হইতে বাহির করিতেন এবং ডাহিন পা খাড়া করিবার কথা নাই,। এইরূপ পরস্পর বিপরীত বিপরীত তিনটী কথা কি ছহিহ হইতে পারে?

তৃতীয় এই যে, উপরোক্ত হাদিছটি ছহিহ স্বীকার করিলেও উহা নামাজের বাহিরের বৈঠকের অবস্থা বলিতে হইবে, নামাজের মধ্যের বৈঠকের অবস্থা নহে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) প্রথম

বৈঠকের ন্যায় শেষ বৈঠকেও (হজরত) আএশার (রাঃ) হাদিছ অনুযায়ী বাম পা বিছাইয়া উহার উপর বসিতেন এবং ডাহিন পা খাড়া রাখিতেন কিন্তু নামাজ শেষ করিয়া (হজরত) আবু হোমায়-দের হাদিছের ন্যায় বসিতেন (হজরত) আবু হোমায়েদ নামাজান্তে ইহা দেখিয়া নামাজের বৈঠক ধারণা করিয়া ভুলক্রমে উহা শেষ বৈঠকের অবস্থা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব ইহা অন্যের পক্ষে দলীল হইতে পারে না।

চতুর্থ এই যে, উহা নামাজের মধ্যবর্ত্তী বৈঠকের অবস্থা স্বীকার করিলেও, ইহা কোন ওজরের জন্য করিয়াছিলেন, ইহা সাধারণতঃ শেষ বৈঠকের ব্যবস্থা নহে; অতএব হানাফি মজহাবের ব্যবস্থা অকাট্য ছহিহ।

গুহ্যস্থান স্পর্শ করিলে অজু ভঙ্গ না হইবার দলীল:—

মেশকাত, ৪১ পৃষ্ঠা:—

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلَّا بِضْعَةٌ مِّنْهُ رواه ابوداؤد و الترمذي و النسائي و روي ابن ماجة نحوه *

"ছহিহ আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ী ও এবনে মাজাতে তাল্‌ক বেনে আলি হইতে বর্ণিত হইয়াছে;—কোন ব্যক্তি (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কেহ অজু করিবার পর আপন পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে, (উহাতে অজু ভঙ্গ হয় কিনা?) তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, উহা ঐ ব্যক্তির এক খণ্ড মাংস মাত্র (উহাতে অজু ভঙ্গ হইবে না)।" এমাম এবনে হাব্বান, তেবরানি

ও এবনে হাজম এই হাদিছটী ছহিহ বলিয়াছেন। এমাম তেরমেজি বলিয়াছেন, এই হাদিছটী তিন ছনদে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই মোলাজেমের ছনদটী ছহিহ। এমাম তাহাবি ইহাকে ছহিহ বলিয়াছেন।

মোয়াত্তায় মোহাম্মাদ, ৫২ পৃষ্ঠা :—

عن علي بن ابي طالب رض في مس الذكر قال ما ابالي مسسته او طرف انفي *

(হজরত) আলি (রা) হইতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিবার সম্বন্ধে বর্ণিত আছে,—আমি উহা স্পর্শ করি কিম্বা নিজের নাসিকা স্পর্শ করি, ইহাতে কোন চিন্তা করি না (অর্থাৎ যেরূপ নাসিকা স্পর্শ করিলে, অজু নষ্ট হয় না, সেইরূপ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে অজু নষ্ট হয় না)।

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ ৫২ পৃষ্ঠা :—

اِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ اِنْ كَانَ نَجِسًا فَاقْطَعْهُ *

"নিশ্চয় এক ব্যক্তি (হজরত) এবনে মছউদ (রা) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে অজু ভঙ্গ হয় কিনা? তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, যদি উহা নাপাক হয়, তবে উহা কাটিয়া ফেল (অর্থাৎ উহা নাপাক বস্তু নহে, তবে উহা স্পর্শ করিলে কি জন্য ওজু নষ্ট হইবে?)

এইরূপ উক্ত কেতাবের ৫২।৫৫।৫৮ পৃষ্ঠায় হজরত এবনে আব্বাছ, হোজায়ফা, আম্মার, ছাদ, আবুদ্দারদা, এবরাহিম, ছয়ীদ ও আলকামা প্রভৃতি ছাহাবা ও তাবিয়ি বিদ্বানগণ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে অজু নষ্ট হয় না। এমাম

তাহাবি, হজরত আলি, এবনে মছউদ, ছাদ, হাছান (রাঃ) ও অনেক ছাহাবা হইতে উহাতে অজু নষ্ট না হইবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

পাঠক, উপরোক্ত সহিহ হাদিস ও ছাহাবাদের মত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক অজু করিয়া নিজ নিজ মল মূত্রের স্থান স্পর্শ করিলে ওজু নষ্ট হয় না। ইহাই এমাম আজমের মজহাব।

মোহাম্মদিদের ১ম প্রশ্ন।

মাছায়েলে জরুরিয়ার ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—আবু দাউদে আছে যে, কেহ প্রস্রাবের স্থান স্পর্শ করিলে অজু ভঙ্গ হইয়া যায়। আর মোস্তাকাল আখবার ও নয়লোল আওতার গ্রন্থদ্বয়ে আছে যে, যদি পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক নিজ মল মুত্রের স্থান স্পর্শ করে এবং মধ্যে কোন বস্ত্র না থাকে, তবে ওজু নষ্ট হইবে; কিন্তু উক্ত স্থানদ্বয়ের কাপড়ের উপর হাত লাগিলে অজু নষ্ট হইবে না।

হানাফিদের উত্তর।

আবু দাউদের হাদিছটী বোছরা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আর মোস্তাকাল আখবারের হাদিছটি হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে।

এমাম আলি মদিনি ও আমর বেনে আলী বলিয়াছেন, বোছরা ওজু ভঙ্গ হইবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, আর তাল্‌ক বেনে আলি ওজু ভঙ্গ না হইবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাল্‌কের হাদিছ বোছরার হাদিস অপেক্ষা বেশী সহিহ।

আল্লামা-বাহরুল উলুম বলিয়াছেন, অজু ভঙ্গ হইবার হাদিসে আছে যে, ওরওয়াহ নামক রাবি বোসরার নিকট ঐ হাদিছ শুনিয়াছিলেন কিন্তু মোয়াত্তা, নাসায়ী ইত্যাদির সনদে প্রমাণিত হয় যে, ওরওয়াহ বোসরার নিকট এই হাদিস শুনেন নাই, বরং এক জন পেয়াদাও মারওয়ানের নিকট শুনিয়াছিলেন। পেয়াদা এক জন অপরিচিত লোক, এবং মারওয়ান একজন ফাসেক লোক; কেন না মারওয়ান শঠতা করিয়া হজরত ওসমান (রাঃ) কে বধ করাইয়াছিল, মদিনা শরিফ ধ্বংস করিবার জন্য এজিদের সহকারী হইয়া তথায় গিয়াছিল এবং মদিনাবাসিদিগের সহিত যৎপরোনাস্তি অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল। উক্ত অপরিচিত পেয়াদা বা ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক ও পাপাচারী মারওয়ান বর্ণিত বোছরার হাদিস কিছুতেই সহিহ্ হইতে পারে না।

ফৎহোল কদিরের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হজরত আবু হোরায়রার (রাজিঃ) হাদিস জইফ্; 'কেননা উহার এজিদ নামক এক জন রাবি জইফ্ (অযোগ্য)' কাজেই উক্ত হাদিস সহিহ্ নহে।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, গুহ্য স্থান স্পর্শ করিলে, অজু ভঙ্গ হয় না বা উহাতে অজু ভঙ্গ হইবার সম্বন্ধে কোন হাদিস সহিহ নাই।

মোহাম্মদিদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ;—

শেখ মোহিউছ ছুন্নাহ্ বলিয়াছেন, তাল্কের হাদিস (হজরত) আবু হোরায়রার (ছাঃ) হাদিস দ্বারা মনছুখ হইয়াছে; কেননা তাল্কের মদিনা শরিফে পৌঁছিবার পরে হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) মুসলমান হইয়াছিলেন।

হানাফিদের উত্তর ;—

আল্লামা তুপপুস্তি বলিয়াছেন, মোহিউছ ছুন্নাহ্ এস্থলে আমু-মানিক (কেয়াছি) মতের অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার যুক্তিযুক্ত অনুমান নহে ; কেননা হজরত তাল্‌কের (রাঃ) মদিনা শরিফে পৌঁছার পরে হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মুসলমান হইলেও ইহা বিশেষ সম্ভব যে, হজরত তাল্‌ক তাঁহার মুসলমান হইবার পরে জনাব হজরত নাব করিম (ছাঃ) হইতে এই হাদিস শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে তাল্‌কের হাদিস মনছুখ হইবার দাবি বাতীল হইল। আল্লামা বাহরুল উলুম ও এমাম এবনে হাজার, মোহিউছ ছুন্নাতের দাবিকে অমূলক স্থির করিয়াছেন।

এমাম এহ্‌ইয়া ময়ীন বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে অজু নষ্ট হয় না, যদি হজরত তাল্‌কের হাদিস মনছুখ হইত, তবে তিনি এইরূপ ব্যবস্থা প্রকাশ করিতেন না।

আরও হজরত আবু হোরায়রার (রাজিঃ) হাদিস সহিহ্ নহে, ইহা দ্বারা সহিহ্ হাদিসের মনছুখ হইবার দাবি করা অসঙ্গত কার্য্য।

আরও বোছরার হাদিসে আছে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে অজু ভঙ্গ হইবে, মধ্যে পর্দ্দা থাকুক বা নাই থাকুক।

আরও হজরত আবু হোরায়রার (রাজিঃ) হাদিসে আছে, মধ্যে কাপড় থাকিলে, অজু ভঙ্গ হইবে না। এক্ষেত্রে উভয় হাদিসের কোন্‌টী গ্রহণ করা জায়েজ হইবে ?

উটের মাংস ভক্ষণ করিলে, ওজু ভঙ্গ না হইবার দলীল।

عن جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلعم ترك الوضوء مما مست النار *

(হজরত) জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) প্রথমাবস্থায় অগ্নি পরিপক্ক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া অজু করিতেন, কিন্তু শেষ অবস্থায় উহা ভক্ষণ করিয়া অজু করিতেন না।"

এই হাদিসে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, উটের মাংস খাইলে ওজু করিতে হইবে না।

মোহাম্মদিদের প্রশ্ন ঃ—

মাছায়েলে-জরুরিয়ার ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, সহিহ্ মোসলেমের হাদিসে প্রমাণিত হয় যে, উঠের মাংস খাইলে ওজু ভঙ্গ হয়।

হানাফিদের উত্তর ঃ—

সহিহ্ মোসলেমের টীকা, ১৫৮ পৃষ্ঠা;—

فذهب الا كثرون الى انه لا ينقض الوضوء مما ذهب اليه الخلفاء الاربعة الراشدون ابوبكر و عمر و عثمان و علي و ابن

مسعود و ابي بن كعب و ابن عباس و أبو الدداء و ابو طلحة و عامربن ربيعة و ابو امامة و جماهير التابعين و مالك و ابو حنيفة و الشافعي و اصحابهم و قد اجاب الجمهور من هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الامرين من رسول الله صلعم ترك الوضوء مما مست النار●

"অধিকাংশ আলেম বলিয়াছেন, উটের মাংস খাইলে ওজু নষ্ট হইবে না। (হজরত) আবু বকর, ওমার, ওছমান, আলি, এব্‌নে মছউদ, ওবাই-বেনে কা'ব, এব্‌নে আব্বাছ, আবুদ্‌ দারদা, আবু তাল্‌হা, আ'মের বেনে রাবিয়া, আবু ওমামা (রাঃ) ও প্রায় সমস্ত তাবিয়ি বিদ্বান, (মহাত্মা) এমাম-আবুহানিফা, মালেক ও শাফিয়ির মত এই যে, উটের মাংস খাইলে ওজু নষ্ট হয় না। তাঁহারা বলেন, (হজরত) জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) শেষাবস্থায় অগ্নি-পরিপক্ক দ্রব্য খাইয়া ওজু করিতেন না; এই হাদিস দ্বারা সহিহ্‌ মোসলেমের উটের মাংসে ওজু ভঙ্গ হইবার হাদিস মনছুখ হইয়াছে।"

পাঠক! যদি উক্ত হাদিস মনছুখ না হইত, তবে অধিকাংশ প্রধান প্রধান ছাহাবা উহা খাইয়া ওজু ত্যাগ করিতেন না।

মেরকাতে লিখিত আছে, কতক আলেম বলেন, উক্ত হাদিসের ওজুর মর্ম্ম দুই হাত ও মুখ ধৌত করা; কেননা উটের মাংসে দুর্গন্ধ ও চর্ব্বি আছে, সেই হেতু (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) উক্ত দুর্গন্ধ ও চর্ব্বি পরিষ্কার করিবার জন্য হাত ও মুখ ধুইতে বলিয়া ছিলেন, ওজু কখন উপরোক্ত মর্ম্মেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ছানা পড়িবার প্রণালী।

সহিহ্ মোসলেম, ১৭২, পৃষ্ঠা :—

إن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك •

(হজরত) ওমার (রাঃ) উচ্চ রবে এই শব্দগুলি পড়িতেন ;—

"ছোব্হানাকা আল্লাহোম্মা অ-বেহামদেকা অতাবারাকাছমোকা অতায়া'লা জাদ্দোকা অলা এলাহা গায়রোকা।"

হজরত ওমার (রাজিঃ) নামাজ আরম্ভ করিয়া সাধারণ লোককে শিক্ষা দিবার জন্য উক্ত শব্দগুলি উচ্চ রবে পড়িতেন, কিন্তু শেষ ইস্লামে মনে মনে পড়িবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। উক্ত শব্দগুলিকে সাধারণতঃ 'ছানা' বলা হয়।

ফতহোল কদিরে বর্ণিত আছে, এমাম বয়হকি, (হজরত) আনাছ, আ'এশা, আবু ছয়ীদ ও জাবের হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) নামাজে ছানা পড়িতেন, এই হাদিসগুলি সহিহ্।

এমাম দারকুৎনি (হজরত) ওছমানের (রাঃ) ছানা পড়িবার হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।

ছয়ীদ বেনে মনছুর (হজরত) আবু বকরের (রাঃ) ছানা পড়িবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

এমাম বয়হকি, (হজরত) এব্নে মছউদের (রাঃ) ছানা পড়িবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

সহিহ্ তেরমেজি ৩৩ পৃষ্ঠা :—

و اما اکثر اهل العلم فقالوا انما يروى عن النبي صلعم انه كان يقول سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالى جدک ولا اله غيرک و هکذا روى عن عمر و عبد الله و العمل علي هذا عند اکثر اهل العلم من التابعين و غيرهم *

"অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, তিনি ছানা পড়িতেন। এইরূপ (হজরত) ওমার ও এব্‌নে মছউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। অধিকাংশ তাবিয়ি ও তাবা-তাবিয়ি এমামগণ নামাজে ছানাই পড়িতেন।"

বাহরুল উলুম বলিয়াছেন, ছানার হাদিস নিশ্চয় সহিহ্‌ এবং এমাম ছুফ্‌ইয়ান, আহ্‌মদ ও ইসহাক ছানা পড়িতেন।

দুই ওয়াক্তের নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া জায়েজ নহে।

কোরাণ,—

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا *

নিশ্চয় ইমানদারদের উপর নামাজ ফরজ হইয়াছে এবং উহার জন্য এক একটী সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

তফছির মোজহারি ;—

قوله كتابا موقوتا يقتضي الكون لكل صلوة وقتا على حدة *

উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রত্যেক নামাজের জন্য এক একটী পৃথক সময় নিরূপিত হইয়াছে।"

কোরাণ, ছুরা বাকার ;—

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ‎•

"তোমরা সকল নামাজকে বিশেষতঃ মধ্যম নামাজকে (আছরকে) রক্ষা কর।"

তফছির বয়জবি ;—

حافظوا على الصلوات بالاداء لوقتها و المداومة عليها •

"আয়তের অর্থ, তোমরা সকল নামাজকে সর্ব্বদা উহার আপন আপন অক্তে পাঠ করিতে থাক।"

কোরাণ, ছুরা মরইয়াম ;—

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا •

"অনন্তর তাহাদের পরে একদল লোক তাহাদের স্থানে আসিল যাহারা নামাজ নষ্ট করিল ও অসৎ ইচ্ছার অনুসরণ করিল, অবশ্য অচিরে তাহারা 'গাই' নামক (শাস্তির স্থান) পাইবে।"

আয়নি, ২য় খণ্ড, ৫২১ পৃষ্ঠা :—

قوله تعالى (فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة) قال

ابن مسعود رض اخروها عن مواقيتها و صلوها لغير وقتها •

"(হজরত) এবনো মছউদ (রাঃ) উক্ত আয়তের অর্থে প্রকাশ করিয়াছেন, যাহারা নামাজের অক্ত নষ্ট করিয়া অন্য অক্তে নামাজ পড়িবে, তাহারাই উক্ত শাস্তি পাইবে।"

কোরআন ছুরা মাউন :—

فويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون *

"অয়েল (নামক জাহান্নামের কূপ) উক্ত নামাজী সকলের জন্য— যাহারা আপন আপন নামাজ ভুলিয়া থাকে।"

তফছির জালালাএন,—

غافلون يؤخرونها عن وقتها *

"আয়তের অর্থ এই যে, যাহারা নামাজ পড়িতে অমনোযোগী এবং নামাজের অক্তে নামাজ না পড়িয়া কাজা করে, (তাহাদের জন্য অয়েল নামক জাহান্নামের কূপ প্রস্তুত রহিয়াছে।)"

ছহিহ মোছলেম, ১।২৩৯ পৃষ্ঠা :—

قال رسول الله صلعم ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصل الصلوة حتى يجيئ وقت الصلوة الاخرى *

(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিদ্রাবস্থায় (নামাজের সময় নষ্ট হইলে) কোন ত্রুটী হইবে না, অবশ্য যে ব্যক্তি (জাগ্রত ভাবে) এক অক্তের নামাজকে অন্য অক্তে পড়ে তাহার পক্ষে ত্রুটী (গোনাহ) হইবে।

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ, ১২৯।১৩০ পৃষ্ঠা :—

بلغنا عن عمر بن الخطاب انه كتب الى حكامه فى الافاق و نهاهم ان يجمعوا بين الصلوتين في وقت واحد و اخبرهم بان الجمع بين الصلوتين كبيرة من الكبائر - قال الامام محمد اخبرنا بذلك الثقات *

(এমাম মোহাম্মদ বলেন,) আমার নিকট (হজরত) ওমার বেনেল খাত্তাব হইতে পৌঁছিয়াছে যে, তিনি প্রত্যেক অঞ্চলের কর্ম্ম-

চারীদের নিকট পত্র পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে দুই অক্তের নামাজ এক অক্তে পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আরও তাহাদিগকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, দুই অক্ত নামাজ এক অক্তে পড়া গোনাহ কবিরা। (এমাম) মোহম্মদ বলিয়াছেন, বিশ্বাসভাজন লোকেরা আমাদিগকে এই সংবাদ দিয়াছেন। মেশকাতের ২৩০ পৃষ্ঠার ছহিহ বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ ও নাছায়ী হইতে বর্ণিত আছে:—

عن عبد الله بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلعم صلى صلوة الالميقا تها الاصلاتين *

"(হজরত) এবনো মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি (জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে অক্তের অগ্রে বা পশ্চাতে কোন নামাজ পড়িতে দেখি নাই, কেবল (হজ্জের সময় মোজদালেফা নামক স্থানে) দুই অক্ত নামাজ (অগ্র পশ্চাত হইতে দেখিয়াছি।)"

ছহিহ্ বোখারি, (মিছরি ছাপা) ১৮৭ পৃষ্ঠা:—

قال ان هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما فى هذا المكان *

"(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, এই স্থানে উক্ত দুই নামাজের অক্ত পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।"

উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছ সমুহ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেক নামাজকে উহার আপন আপন অক্তে পড়া ওয়াজেব এবং এক অক্ত নামাজ অন্য অক্তে পড়া জায়েজ নহে।

মোহাম্মদী মৌলবী সাহেবের প্রশ্ন।

মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব মাসায়েলে-জরুরিয়ার ১১৩।১১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ছহিহ বোখারী, মোছলেম ও আবু দাউদ ইত্যাদি হাদিছ গ্রন্থে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি কি দেশে, কি বিদেশে জোহর আছর, এক অক্তে এবং মগরেব ও এশা এক অক্তে পড়িতেন। অতএব জোহর ও আছর জোহরের অক্তে, কিম্বা আছরের অক্তে পড়া জায়েজ হইবে, এইরূপ মগরেব ও এশা মগরেবের অক্তে কিম্বা এশার অক্তে পড়া জায়েজ হইবে।

হানাফিদের উত্তর।

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ, ১২৯ পৃষ্ঠা :—

و الجمع بين الصلاتين ان تؤخر الاولى منهما فتصلى في آخر وقتها و تعجل الثانية فتصلى في اول وقتها *

(এমাম মোহাম্মদ বলেন,) দুই অক্ত নামাজ এক সঙ্গে পড়িবার মর্ম্ম এই যে, প্রথম নামাজ দেরী করিয়া শেষ অক্তে এবং দ্বিতীয় নামাজ ত্রস্তভাবে প্রথম অক্তে পড়া।

মিছরি ছাপা ছহিহ বোখারি প্রথম খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা :—

عن عبدالله بن عمر رض قال رأيت رسول الله صلعم اذا اعجله السير فى السفر يؤخر صلوة المغرب حتى يجمع بينها و بين العشاء قال سالم و كان عبد الله يفعله اذا اعجله السير و يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم *

(হজরত) আবদুল্লাহ বেনে ওমার (রাঃ) বলেন, আমি জনাব

হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে দেখিয়াছি, যে সময় তিনি প্রবাসে দ্রুত গমন করিতেন, মগরেবের শেষ অক্তে মগরেব পড়িতেন, তৎপরে এশা পড়িতেন। ছালেম বলেন, (হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) যে সময় (প্রবাসে) দ্রুত গমন করিতেন, মগরেবের একামত পড়িয়া তিন রাকয়াত পড়িতেন এবং ছালাম ফিরিয়া একটু বিলম্ব করিতেন, তৎপরে এশার একামত দিয়া দুই রাকয়াত পড়িয়া ছালাম ফিরিতেন।

ছহিহ আবু দাউদ, ১৭২ পৃষ্ঠা :—

عن نافع و عبد الله بن واقد ان موذن ابن عمر قال الصلاة قال سرحتى اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلعم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت *

নাফে ও আবদুল্লাহ বেনে অকেদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয় (হজরত) এবনে ওমারের মোয়াজ্জেন বলিলেন, নামাজ। (হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) বলিলেন, আরও অগ্রসর হও। তৎপরে তিনি আকাশের পশ্চিমাংশের রক্তবর্ণ ভাব থাকিতে নামিয়া মগরেব পড়িলেন। তৎপরে আকাশের রক্ত বর্ণ ভাব দূরীভূত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া এশার নামাজ পড়িলেন, পরে তিনি বলিলেন, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) কোন কার্য্যের জন্য দ্রুতভাবে গমন করিতে গেলে, আমি যেরূপ করিয়াছি, তিনিও সেইরূপ করিতেন।”

এমাম আবু দাউদ বলেন, এবনে জাবের ও আবদুল আলা, নাফে হইতে এই মর্ম্মের দুইটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ছহিহ নাছায়ী ৯৯ পৃষ্ঠা :—

فلما ابطا قلت الصلوة يرحمک الله فالتفت الی و مضی حتی اذا کان في آخر الشفق نزل فصلی المغرب ثم اقام العشاء وقد تواري الشفق فصلی بنا ثم اقبل الینا فقال ان رسول الله صلعم کان اذا عجل به السیر صنع هکذا ●

"(নাফে বলেন,) যে সময় হজরত এবনে ওমার (রাঃ) দেরী করিলেন, আমি বলিলাম, নামাজ। খোদাতায়ালা আপনার প্রতি দয়া করুন। ইহাতে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তৎপরে আকাশের পশ্চিমাংশের রক্তবর্ণভাব থাকিতে নামিয়া মগরেব পড়িলেন, তৎপরে আকাশের রক্ত বর্ণ ভাব দূরীভূত হইলে আমাদের সঙ্গে এশার নামাজ পড়িলেন এবং আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (বিদেশে) ত্রস্ত ভাবে গমন করিতে এইরূপ করিয়াছিলেন।

এমাম নাছায়ী এবনে ওমারের ছনদে এইরূপ আরও কয়েকটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

মায়ানিয়োল-আছার, ৯৭ পৃষ্ঠা :—

حتی اذا کان الشفق ان یغیب نزل فصلی المغرب و غاب الشفق فصلی العشاء و قال هکذا کنا نفعل مع رسول الله صلعم اذا جد بنا السیر ●

"(আস্তাফ, নাফে হইতে বর্ণনা করিয়াছেন,) (হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) আকাশের রক্তবর্ণ ভাব থাকিতে নামিয়া মগরেব পড়িয়াছিলেন এবং রক্তবর্ণ ভাব দূরীভূত হইলে এশা পড়িয়াছিলেন, আরও বলিলেন যে, আমরা (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ)

সহিত দ্রুতবেগে গমন করিতে এইরূপ করিতাম।" এমাম তাহাবি এবনে জাবের ও ওছামার ছনদে এইরূপ আরও দুইটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ, ১২৯ পৃষ্ঠা ;—

قال الامام محمد بلغنا عن ابن عمر انه صلى المغرب آخرها الى قبيل غروب الشفق •

"এমাম মোহাম্মদ বলেন, আমি (হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) হইতে এই সংবাদ পাইয়াছি যে, তিনি শেষ অক্তে আকাশের রক্ত বর্ণ ভাব থাকিতে মগরেব পড়িয়াছিলেন।"

ছহিহ আবু দাউদ, ১৭৫ পৃষ্ঠা :—

ان عليا كان اذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكادان تظلم ثم ينزل فيصلى المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يرتحل و يقول هكذا كان رسول الله صلعم يصنع •

নিশ্চয় (হজরত) আলি (রাঃ) যে সময় বিদেশ যাত্রা করিতেন সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পরে অন্ধকার হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গমন করিতেন, তৎপরে নামিয়া মগরেব পড়িতেন, তৎপরে রাত্রির খাদ্য লইয়া আহার করিতেন এবং অবশেষে এশার নামাজ পড়িয়া পুনরায় যাত্রা করিতেন, আর বলিতেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) এইরূপ করিতেন।"

মায়ানিয়োল আছার, ৯৭ পৃষ্ঠা :—

عن عائشة قالت كان رسول الله صلعم فى السفر يؤخر الظهر و يقدم العصر و يؤخر المغرب و يقدم العشاء •

"(হজরত) আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বিদেশে থাকিয়া জোহর শেষ অক্তে ও আছর প্রথম

অক্তে পড়িতেন এবং মগরেব শেষ অক্তে এবং এশা প্রথম অক্তে পড়িতেন।

এমাম আহমদ ও এবনে আবি শায়বা এই হাদিছটী নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থ, ৯৯ পৃষ্ঠা :—

عن ابی عثمان قال وفدت انا وسعد بن مالک ونحن نبا در للحج فکنا نجمع بین الظهر والعصر نقدم من هذه ونؤخر من هذه ونجمع بین المغرب والعشاء نقدم من هذه ونؤخر من هذه حتی قدمنا مکة *

হজরত আবু ওছমান (রাঃ) বলেন, আমিও হজরত ছাদ বেনে মালেক হজ্জ করার মানসে ছফর করিলাম, ইহাতে আমরা জোহর ও আছর এক সঙ্গে এবং মগরেব এশা এক সঙ্গে পড়িতাম, শেষ অক্তে জোহর ও মগরেব, আর প্রথম অক্তে আছর ও এশা পড়িতাম, এই অবস্থায় আমরা মক্কাশরিফে পৌছিয়াছিলাম।"

উক্ত পৃষ্ঠা :—

يقول صحبت عبدالله بن مسعود رض في حجه فکان يؤخر الظهر يعجل العصر و يؤخر المغرب و يعجل العشاء *

আবদুর রহমান বলেন, আমি হজরত এবনে মছউদের (রাঃ) হজ্জ করা কালে তাঁহার সঙ্গে ছিলাম, তিনি জোহর ও মগরেব শেষ অক্তে এবং আছর ও এশা প্রথম অক্তে পড়িতেন।"

পাঠক, উপরোক্ত হাদিছ সমুহ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ছাহাবা হজরত এবনে ওমার, এবনে মছউদ, আলি ও ছাদ (রাঃ) প্রভৃতি মহাত্মাগণ ছফরে দুই অক্ত নামাজ এক সঙ্গে পড়িতেন, কিন্তু প্রথম নামাজ শেষ অক্তে

এবং দ্বিতীয় নামাজ প্রথম অক্তে পড়িতেন, ফলতঃ প্রত্যেক নামাজ আপন আপন অক্তে পড়া হইত।

মোহাম্মদিদিগের প্রথম আপত্তি।

ছহিহ মোছলেম, আবু দাউদ ও তেরমেজি ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে যে, হজরত এবনে ওমার (রাঃ) আকাশের রক্তবর্ণ ভাব (ছুরখি) দূরীভূত হওয়ার পর মগরেব ও এশা পড়িতেন।

হানাফিদের উত্তর :—

আরকানে-আরবায়া, ২৭৬ পৃষ্ঠা ;—

و اذا ثبت عن ابن عمر ما ذكرنا فما وقع في بعض روايات السنن و الصحاح فاسرع به السير حتى كان بعد غروب الشفق نصلى المغرب و العتمة و جمع بينهما و قال اني رأيت رسول الله صلعم اذا جدبه السير جمع بين المعرب و العشاء بعد ان يغيب الشفق ليسا صالحاللعمل بظاهره بل المراد بغروب الشفق قرب غرو به لان القصة واحدة و ما ذكرنا من قبل مفسر لا يقبل التاويل فيأول بقرب غروب الشفق اويقال هذا من و هم بعض الرواة *

"যখন উল্লিখিত কথা (হজরত) এবনো-ওমার কর্ত্তৃক সপ্রমাণ হইল, তখন ছোনান ও সহিহ কেতাবে এই মর্ম্মের যে কতক রেওয়া-এত আসিয়াছে যে, তিনি ছফরে ত্রস্তভাবে গমন করা কালে পশ্চিম আকাশের রক্তবর্ণ ভাব (ছুরখি) অদৃশ্য হওয়ার পরে মগরেব ও এশা একসঙ্গে পড়িয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি (হজরত) রাছুলুল্লাহ

(ছাঃ) কে ঐরূপ করিতে দেখিয়াছি। স্পষ্ট মর্ম্মের হিসাবে এই রেওয়াএতটী গ্রহণীয় হইতে পারে না, বরং ছুরখি অদৃশ্য হওয়ার মর্ম্ম উহা অদৃশ্য হওয়ার একটু পূর্ব্বে, কেননা (উভয় রেওয়াএত) একই ঘটনা উপলক্ষে কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ হজরত এবনো-ওমার (রাঃ) নিজের স্ত্রীর মরনাপন্ন হওয়ার সংবাদ শুনিয়া একবার মাত্র দ্রুত গতিতে মদিনা শরিফে পৌঁছিতে এইরূপ নামাজ পড়িয়াছিলেন, কাজেই একই ঘটনায় দুইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করা সম্ভব হইতে পারে না)। আমি প্রথমে যে রেওয়াএতটি উল্লেখ করিয়াছি, উহা এরূপ স্পষ্ট মর্ম্ম বাচক যাহার অন্য প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে না, কাজেই উহার অর্থ "ছুরখি অদৃশ্য হওয়ার একটু পূর্ব্বে লইতে হইবে, কিম্বা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ছুরখি অদৃশ্য হওয়া কোন রাবির ভ্রান্তি মূলক কথা।"

আয়নি, ২।৫৩৭।৫৩৮ পৃষ্ঠা ;—

قلت الجواب عن الاول ان الشفق نوعان احمر و ابيض كما اختلف العلماء من الصحابة و غيرهم فيه و يحتمل انه جمع بينهما بعد غياب الاحمر فيكون المغرب في وقتها على قول من يقول الشفق هوالا بيض *

"প্রথম কথার উত্তর এই যে, শাফাক দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রথম ছুরখি (রক্তবর্ণ), দ্বিতীয় ছফেদি (শ্বেতবর্ণ), যথা বিদ্বান সাহাবা ও তাবেয়িগণ এতৎসম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন, ইহা সম্ভব যে, উক্ত সাহাবা ছুরখি অদৃশ্য হওয়ার পরে মগরেব ও এশা পড়িয়াছিলেন, যে ব্যক্তি বলেন, শাফাকের অর্থ ছফেদি, তাহার মতে মগরেব নিজ ওয়াক্তে পড়া হইয়াছিল।"

মূল কথা, মগরেবের ওয়াক্ত 'শাফাক' পর্য্যন্ত থাকিবে বলিয়া হাদিস শরিফে উল্লিখিত হইয়াছে, সাহাবা ও

তাবেয়িগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ধ্যাকালে আকাশের পশ্চিমাংশে যে লোহিতবর্ণ (ছুরখি) দেখা যায়, উহাকে 'শাফাক' বলে। যতক্ষণ লালবর্ণ অদৃশ্য না হয়, ততক্ষণ মগরেবের ওয়াক্ত থাকিবে। আর কেহ কেহ বলেন, লোহিতবর্ণ অদৃশ্য হওয়ার পর যে শ্বেতবর্ণ :(ছোফেদি) দেখা যায়, উহাকে শাফাক বলা হয়, যতক্ষণ এই ছোফেদি অদৃশ্য না হয়, ততক্ষণ মগরেবের ওয়াক্ত থাকে। হজরত আবুবকর, আএশা, আবু হোরায়রা, মোয়াজ, ওবাই, এবনো-জোবাএর, ওমার বেনে আবদুল আজিজ, আবদুল্লাহ্ বেনোল মোবারক, আওজায়ী, জোফার, আবু ছত্তর ও মোবার্দ প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ শেষোক্ত মত ধারণ করিতেন। যে হাদিছে লোহিতবর্ণ অদৃশ্য হওয়ার পর এবং শ্বেতবর্ণ প্রকাশিত হওয়ার পর মগরেবের নামাজ পড়িবার কথা আছে, উহা সহিহ বলিয়া স্বীকার করিলেও কতক আলেমের মতে মগরেব আপন ওয়াক্তে পড়া সাব্যস্ত হয়।

মোহাম্মদিগণের দ্বিতীয় আপত্তি।

সহিহ বোখারি ও মোছলেমে বর্ণিত হইয়াছে, (হজরত) আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করি (ছাঃ) জোহরের নামাজ আছরের ওয়াক্ত পর্য্যন্ত দেরী করিয়া জোহর ও আছর পড়িয়াছিলেন।

সহিহ মোছলেমে আছে, (হজরত) আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) আছরের প্রথম ওয়াক্ত হইলে জোহর ও আছর পড়িতেন।

হানাফিদিগের উত্তর।

মিসরি ছাপা সহিহ বোখারি, ৬৬ পৃষ্ঠা ;—

تاخير الظهر الى العصر *

"জোহরের নামাজ আছর পর্য্যন্ত দেরী করিয়া পড়া।"

ফৎহোল-বারী ও কোস্তালানিতে উক্ত হাদিছের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে ;—

بعهث انه اذا فرغ منها يدخل وقت تاليها لا انه يجمع بينهما في وقت واحد *

"জোহর এরূপ সময়ে (পড়া হইত) যে, উহা শেষ করিলেই আছরের ওয়াক্ত উপস্থিত হইত, কিন্তু উভয় নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া হইত না।"

সহিহ্ মোছলেমের টীকা, নাবাবী, ২২২ পৃষ্ঠা ;—

في حديث جبرئيل عليه السلام صلى بى الظهر فى اليوم الثاني حين صاركل شيء مثله فظاهره اشتراكهما في قدر اربع ركعات واحتج الشافعي و الا كثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه و اجابوا عن حديث جبرئيل عليه السلام بان معناه فرغ من الظهر حين صارظل كل شيء مثله و شرع فى العصر فى اليوم الاول حين صارظل كل شيء مثله فلا اشتراك بينهما فهذا التاويل متعين للجمع بين الاحاديث *

"হজরত নবি (ছাঃ) জিবরাইল (আঃ) এর হাদিছে (বলিয়াছেন), তিনি (হজরত জিবরাইল) আমার সহিত দ্বিতীয় দিবসে যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া উহার তুল্য হইয়াছিল, সেই সময় জোহর পড়িয়াছিলেন এবং তিনি প্রথম দিবসে যে সময় প্রত্যেক বস্তুর

ছায়া সমান হইয়াছিল, সেই সময় আমার সহিত আছর পড়িয়াছিলেন।

এই হাদিসের স্পষ্ট মর্ম্ম অনুসারে বুঝা যায় যে, জোহরের শেষ ওয়াক্ত ও আছরের প্রথম ওয়াক্ত এক, উহা চারি রাকয়াত নামাজ পড়ার পরিমাণ সময়। আমরা যে হাদিছের ব্যাখ্যা লিখিতেছি, উহার স্পষ্ট মর্ম্ম (এমাম) শাফেয়ি ও অধিকাংশ এমাম দলীল রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং (হজরত) জিবরাইল (আঃ) এর হাদিসের উত্তরে বলিয়াছেন যে, উহার মর্ম্ম এই যে, যে সময় তিনি জোহরের নামাজ শেষ করিয়াছিলেন, সেই সময় প্রত্যেক বস্তুর ছায়া সমান হইয়াছিল এবং তিনি প্রথম দিবসে যে সময় প্রত্যেক বস্তুর ছায়া সমান হইয়াছিল, সেই সময় আছর আরম্ভ করিয়াছিলেন, কাজেই জোহর ও আছরের ওয়াক্ত এক নহে। হাদিছগুলির মধ্যে সমতা স্থাপন করার উদ্দেশ্যে এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করা জরুরি।"

আয়নি, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৩৮ পৃষ্ঠা :—

و الجواب عن الثاني ان قوله اخر الظهر الى وقت العصر اخره الى آخر وقته الذي يتصل به وقت العصر فصلى الظهر في آخر وقته ثم صلى العصر متصلا به في اول وقت العصر فيطلق عليه انه يجمع بينهما ●

দ্বিতীয় কথার উত্তর এই যে, হজরত (ছাঃ) জোহরের নামাজ আছরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করিয়া পড়িয়াছিলেন, ইহার মর্ম্ম এই যে, তিনি জোহর উহার এত শেষ ওয়াক্ত পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া পড়িয়াছিলেন যে, উহার পরক্ষণেই আছরের ওয়াক্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি জোহরের নামাজ উহার শেষ ওয়াক্তে পড়িয়াই আছরের প্রথম ওয়াক্তে উহা পড়িয়াছিলেন, এই হেতু বলা হইয়া থাকে যে, উভয় নামাজ এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন।"

মোহাম্মদিদিগের তৃতীয় আপত্তি।

আবু দাউদ ও তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন যে, (হজরত) মোয়াজ (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) তবুকের যুদ্ধে জোহর ও আছর জোহরের ওয়াক্তে এবং মগরেব ও এশা মগরেবের ওয়াক্তে পড়িয়াছিলেন, ইহাতে ওয়াক্তের অগ্রে আছর ও এশা পড়া সাব্যস্ত হয়।

হানাফিদিগের উত্তর।

এমাম আবু দাউদ, হজরত মোয়াজের (রাঃ) ছনদে (জনাব হজরত) নবি (ছাঃ) এর তবুক যুদ্ধে জোহরের ওয়াক্তে জোহর ও আছর পড়ার সম্বন্ধে তিনটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম হাদিছের এক জন রাবির নাম হেশাম বেনে ছায়াদ।

আয়নি, তৃতীয় খণ্ড, ৫৭৪ পৃষ্ঠা :—

انکر ابوداؤد هذا الحديث و هشام بن سعد ضعفه يحيى بن معين و قال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به و قال احمد لم يكن بالحافظ •

(এমাম) আবু দাউদ এই হাদিছকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। (এমাম) এহইয়া মরীন উক্ত হেশাম বেনে ছাদ নামক রাবিকে জইফ বলিয়াছেন। (এমাম) আবু হাতেম বলিয়াছেন, তাঁহার হাদিছ লেখা যাইতে পারে, কিন্তু উহা দলীল হইতে পারে না। (এমাম) আহমদ বলিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল না।

দ্বিতীয় হাদিছটী কোতেয়বা হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

আয়নি, উক্ত পৃষ্ঠা :—

قال ابوداؤد لم يرو هذا الحديث الاقتيبة وحده يعني تفرد به

و لهذا قال الترمذي حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا يعرف احد رواه عن الليث غيره و ذكر ان المعروف عند اهل العلم حديث معاذ من حديث ابي الزبير و قال ابو سعيد بن يونس الحافظ لم يحدث به الاقتيبة و يقال انه غلط و ان موضع يزيد بن ابي حبيب ابو الزبير و ذكر الحاكم ان الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مامون و حكى عن البخاري انه قال قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعيد حديث يزيد بن ابي حبيب عن ابي الطفيل فقال كتبته مع خالد المدايني قال البخاري و كان خالد المدايني يدخل الاحاديث على الشيوخ و خالد المدايني متروك الحديث و قال ابن عدي له عن الليث بن سعيد غير حديث منكر و الليث بريئ من رواية خالد عنه تلك الاحاديث *

আবু দাউদ বলিয়াছেন, কোতায়বা ব্যতীত কেহ এই হাদিছটি রেওয়াএত করেন নাই অর্থাৎ একা তিনিই উল্লেখ করিয়াছেন, এই হেতু তেরমেজি বলিয়াছেন, এই হাদিসটী হাছান, গরীব অর্থাৎ কোতায়বা রেওয়াএত করিয়াছেন যে, তাঁহা ব্যতীত অন্য কেহ লাএছ হইতে উহা রেওয়াএত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না এবং তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবুজ্জোবাএরের রেওয়াএতে মোয়াজের হাদিছটী বিদ্বানগণের নিকট প্রসিদ্ধ। হাফেজ আবু সইদ বেনে ইউনোছ বলিয়াছেন, কোতায়বা ব্যতীত কেহ উহা রেওয়াএত করেন নাই, কোন বিদ্বান বলিয়াছেন যে, তিনি ভ্রম করিয়াছেন এবং এজিদ বেনে আবি হাবিব স্থলে 'আবুজ্জোবাএর উল্লেখ করিয়াছেন। হাকেম উল্লেখ করিয়াছেন নিশ্চয় হাদিছটী জাল, অথচ কোতায়বা

বেনে ছইদ বিশ্বাসভাজন সত্যবাদী। বোখারি হইতে উল্লিখিত হই-য়াছে যে, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, আমি কোতায়বা বেনে ছইদকে বলিয়াছিলাম, আপনি আবুত্তোফাএল ও এজিদ বেনে আবি হাবিবের হাদিছটী লাএছ বেনে ছইদের নিকট হইতে কাহার সঙ্গে (বসিয়া) লিখিয়াছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি খালেদ মাদাই-নির সহিত (বসিয়া) উহা লিখিয়াছিলাম। বোখারি বলিলেন, খালেদ মাদাইনি শিক্ষকগণের নামে হাদিছ সকল জাল করিত, তাহার হাদিছ পরিত্যক্ত। এবনো আদি বলিয়াছেন, লাএছ বেনে ছা'দ হইতে খালেদ কর্ত্তৃক একাধিক 'মোনকার' (জইফ) উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু লাএছ উক্ত হাদিছগুলি খালেদকে রেওয়াএত করেন নাই।" আবু দাউদের তৃতীয় হাদিছটী হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, এমাম আহমদ, বয়হকি ও আবদুর রাজ্জাক উক্ত হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদিছের একজন রাবির নাম হোছাএন বেনে আবদুল্লাহ।

আয়নি, ৩।৫৬৯ পৃষ্ঠা;—

و حسين بن عبد الله هذا لا يحتج بحديثه قال ابن المديني تركت حديثه و قال ابو جعفر العقيلي و له غير حديث لا يتابع عليه و قال احمد بن حنبل له اشياء منكرة و قال ابن معين ضعيف و قال ابو حاتم ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به و قال النسائي متروك الحديث و قال ابن حبان يقلب الاسانيد و يرفع المسانيد ٭

এই হোছাএন বেনে আবদুল্লাহ, ইহার হাদিছ দলীল গ্রহণের উপযুক্ত নহে। এবনোল-মদিনি বলিয়াছেন, আমি তাহার হাদিছ ত্যাগ করিয়াছি। আবু জাফর ওকায়লি বলিয়াছেন, তাহার এরূপ একাধিক হাদিছ আছে যাহা অন্য বিদ্বান কর্ত্তৃক উল্লিখিত সমর্থিত

হয় নাই। আহমদ বেনে হাম্বল বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি কতকগুলি জইফ হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন। এবনো মইন তাহাকে জইফ বলিয়াছেন। আবু হাতেম বলিয়াছেন, উক্ত ব্যক্তি জইফ, তাহার হাদিছ লেখা হইয়া থাকে, কিন্তু দলীল গ্রহণের উপযুক্ত নহে। নাছায়ী বলিয়াছেন, তাহার হাদিছ পরিত্যক্ত। এবনো হাব্বান বলিয়াছেন, উক্ত ব্যক্তি ছনদগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে ও 'মোছনাদ' হাদিছগুলি মরফু বলিয়া উল্লেখ করে।"

এমাম হাকেম 'আরবাইন' গ্রন্থে ও আবু নয়ীম 'মোছতাখ্‌রাজ' গ্রন্থে হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) জোহর ও আছর, জোহরের অক্তে পড়িবার চতুর্থ হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম হাকেম বলিয়াছেন, কোন লোক এই মিথ্যা কথাটী হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে, অতএব ইহা বাতীল কথা। আয়নি, তৃতীয় খণ্ড, ৫৬৪।৫৬৬ পৃষ্ঠা:—

قلت في ثبوت هذه الزيادة نظر - و حكي عن ابي داؤد انه قال ليس في تقديم الوقت حديث قائم *

আল্লামা আয়নি বলেন, জোহর ও আছর জোহরের অক্তে পড়িবার কথাটী সহিহ হওয়ার সন্দেহ আছে। (এমাম) আবু দাউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, অক্তের অগ্রে নামাজ পড়িবার কোনই হাদিস সহিহ নহে।"

আল্লামা কোস্তোলিন 'এরশাদোস-সারি' টীকায়, আল্লামা জারকানি 'মোয়াত্তা'র টীকায় ও কাজি শওকানি 'নয়লোল-আওতার' টীকায় এমাম আবু দাউদ হইতে উক্ত কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

সহিহ বোখারি, মোসলেম ও আবু দাউদে হজরত আনাস (রাঃ] হইতে বর্ণিত আছে:—

فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب *

জনাব হজরত নবি করিম রওয়ানা হওয়ার অগ্রে সূর্য্য গড়িয়া জোহর পড়িয়া উষ্ট্রের উপর আরোহন করিতেন।"

এই হাদিসে প্রমাণিত হইতেছে যে, জোহরের অক্তে আছর পড়া জায়েজ নহে; যদি জায়েজ হইত, তবে তিনি জোহরের সহিত আছরও পড়িয়া লইতেন। আরও প্রমাণিত হয় যে, আছরের নামাজ জোহরের অক্তে পড়িবার হাদিসগুলি সহিহ নহে।

আরকানে-আরবায়া ২৭৬ পৃষ্ঠা :—

و اما جمع التقديم فلم يرو الا في الروايات الشاذة لا اعتداد بها عند سطوع شمس لقاطع ثم ليس في رواية ابي داؤد عن معاذ ما يدل على تقديم العصر عن وقتها و انما فيه اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر و العصر و يجوزان يكون الجمع ان يؤخر الظهر الى آخر وقتها و يعجل العصر اول وقتها و ان المراد بالجمع الجمع في نزول واحد و ان كانتا اديتا في وقتيهما ٭

অক্তের অগ্রে নামাজ পড়া কেবল কতেক সহিহ রেওয়াএতে বর্ণিত হইয়াছে যাহা বিশ্বাসভাজন বিদ্বানগণের হাদিসের বিপরীত, (ওয়াক্তের অগ্রে নামাজ না জায়েজ হওয়ার) অকাট্য দলীল প্রকাশ হওয়ার সময় উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

আবু দাউদের মোয়াজ বর্ণিত হাদিসেও অক্তের অগ্রে আছর পড়া প্রমাণিত হয় না; উহাতে কেবল এইটুকু বর্ণিত হইয়াছে,— (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছা:) রওয়ানা হওয়ার অগ্রে সূর্য্য গড়িয়া গেলে, তিনি জোহর ও আছর একসঙ্গে পড়িতেন, কিন্তু কোন অক্তে উক্ত নামাজ দ্বয় পড়িয়াছিলেন সে কথার উল্লেখ নাই, হইতে পারে যে, তিনি দেরী করিয়া শেষ অক্তে জোহর ও প্রথম অক্তে

আছর পড়িতেন, ইহাও সম্ভব যে, যদিও জোহর ও আছর পৃথক অক্তেই পড়া হইয়াছিল তথাচ একবার অবস্তরণ করিয়া উহা পাঠ করিয়াছিলেন।

মোহাম্মদিদের চতুর্থ আপত্তি।

ছহিহ মোসলেম তেরমেজি ইত্যাদি হাদিস গ্রন্থে আছে, হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) মদিনা শরীফে জোহর, আছর এক সঙ্গে এবং মগরেব, এশা এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন (সে সময়) বর্ষা বা কোন ভয় ছিল না।" মোহাম্মদিগণ বলেন, এই হাদিস অনুযায়ী বাটী বসিয়া থাকিয়াও বিনা কারণে দুই অক্তের নামাজ এক অক্তে পড়া জায়েজ হইবে।

হানাফিদের উত্তর।

ছহিহ তেরমেজি, ১৩৪ পৃষ্ঠা :—

جميـــع مافي هذا الكتـــاب من الحديث هو معمول به و به اخذ بعض اهل العلم ملخلا حديثين حديث ابن عباس ان النبي صلعم جمع بين الظهر و العصر بالمدينة و المغرب و العشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر الخ *

"এমাম তেরমেজি বলেন, এই কেতাবের সমস্ত হাদিস গ্রহণীয়, দুইটী হাদিস ব্যতীত কোন না কোন বিদ্বান প্রত্যেকটী গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম (হজরত) এবনে আব্বাছের এই হাদিছ (হজরত) নবি (ছাঃ) ভয়, ছফর ও বর্ষা ব্যতীত মদিনা শরিফে জোহর আছর মগরেব ও এশা এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন।

এমাম নাবাবি বলেন, আলেমগণ উক্ত হাদিসের মর্ম্মে অনেক প্রকার আনুমানিক (কেয়াস) মত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমস্তই বাতীল; কিন্তু কেহ কেহ বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) পীড়া বশতঃ এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত মত। কাজি শওকানি প্রভৃতি এমাম নাবাবির এই মতটী অসঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মিছরি ছাপা সহিহ বোখারি, ১৩০ পৃষ্ঠা ও সহিহ মোসলেম, ১ম খণ্ড ২৪৬ পৃষ্ঠা :—

قال سمعت ابا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رض قال صليت مع رسول الله صلعم ثمانيا جميعا و سبعا قلت يا ابا الشعثاء اظنه اخر الظهر و عجل العصر و عجل العشاء و اخر المغرب قال و انا اظنه *

আম্‌র বলেন, আমি আবুশ-শাছা জাবেরকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি শুনিয়াছেন, (হজরত) এবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি (জনাব হজরত) নবি করিমের (সাঃ) (জোহর, আছর) আট রাকয়াত এক সঙ্গে এবং (মগরেব, এশা) সাত রাকায়াত এক সঙ্গে পড়িয়াছিলাম; আমর বলিলেন হে আবুশ শাছা আমি ধারণা করি, (জনাব হজরত) নবি করিম (সাঃ) জোহর শেষ অক্তে ও আছর প্রথম অক্তে এবং শেষ মগরেব অক্তে ও এশা প্রথম অক্তে পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আমিও ঐরূপ ধারণা করি।"

সহিহ নাছায়ী ৯৮ পৃষ্ঠা :—

عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلعم بالمدينة ثمانيا و سبعا جميعا اخر الظهر و عجل العصر و اخر المغرب و عجل العشاء *

(হজরত) এবনে অব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন আমি (জনাব হজরত) নবি করিমের (সাঃ) সঙ্গে মদিনা শরিফে জোহর, আছর এক সঙ্গে এবং মগরেব, এশা এক সঙ্গে পড়িয়াছিলাম; ইহাতে তিনি জোহর শেষ অক্তে, আসর প্রথম অক্তে এবং মগরেব শেষ অক্তে এশা প্রথম অক্তে পড়িয়াছিলেন। মোহাম্মদিদের প্রধান নেতা কাজি শওকানি 'নয়লোল-আওতারে' লিখিয়াছেন ;—

ما يدل على تعين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما اخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ صليت مع النبي صلعم الظهر و العصر جميعا و المغرب و العشاء جميعا اخر الظهر و عجل العصر و اخر المغرب و عجل العشاء فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرح بان ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري ومن المؤيدات للعمل على الجمع الصوري ايضا ما اخرير عن ابن عمر قال خرج علينا رسول الله صلعم فكان يؤخر الظهر و يعجل العصر فيجمع بينهما و يؤخر المغرب و يعجل الشاء فيجمع بينهما و هذا هو الجمع الصوري *

এই অধ্যায়ের হাদিছের মর্ম্ম 'জামরে-ছুরি' সিদ্ধান্ত হওয়ার প্রমাণ এই যে, নাছায়ি (হজরত) এবনো আব্বাছ হইতে এই হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন, আমি (হজরত) নবি (ছাঃ) এর সঙ্গে জোহর, আছর এক সঙ্গে এবং মগরেব এশা এক সঙ্গে পড়িয়াছিলাম, তিনি জোহর শেষ ওয়াক্তে ও আছর প্রথম ওয়াক্তে পড়িয়াছিলেন, এই অধ্যায়ের হাদিছের রাবি (হজরত) এবনো আব্বাছ স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি যে উল্লিখিত 'জমা' রেওয়াএত করিয়াছেন, উহা 'জমা ছুরি'। এবনো-জরির, হজরত এবনো-ওমার হইতে যে হাদিছটা রেওয়াএত করিয়াছেন, তাহাও 'জমা ছুরি'র সমর্থন করে, উক্ত হাদিছটী এই ;—"তিনি বলিয়াছেন, (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট বাহির হইয়া আসিলেন, অৎপরে তিনি শেষ ওয়াক্তে

জোহর ও প্রথম ওয়াক্তে আছর উভয় নামাজ এক সঙ্গে এবং শেষ ওয়াক্তে মগরেব ও প্রথম ওয়াক্তে এশা উভয় নামাজ এক সঙ্গে পড়িতেন, ইহাকে 'জমা-ছুরি' বলে।"

মোহাম্মদিদের নেতা মৌলবি সিদ্দীক হাসান সাহেব মেছকোল-খেতামের দ্বিতীয় খণ্ডে (৬৭ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন ;—

ছোবল গ্রন্থে লিখিত আছে, অধিকাংশ এমাম বলিয়াছেন যে, বাটী বসিয়া কিম্বা স্বদেশে থাকিয়া দুই অক্ত নামাজ এক অক্তে পড়া জায়েজ নহে, কেন না অনেক হাদিছে নামাজের এক একটী সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) প্রত্যেক নামাজ উহার আপন অক্তে পড়িতেন ; এমন কি, (হজরত) এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) কে অক্তের অগ্র-পশ্চাৎ কোন নামাজ পড়িতে দেখি নাই, কেবল (হজ্জ করিতে) মোজ্‌দালেফা নামক স্থানে মগরেব এবং এশা এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন এবং ফজরের নামাজ অক্তের অগ্রে পড়িয়াছিলেন। (হজরত) এবনে আব্বাছের হাদিস স্বদেশে দুই নামাজ এক সঙ্গে পড়িবার দলিল হইতে পারে না, কেন না ইহাতে উল্লেখ নাই যে, দুই নামাজ কোন অক্তে পড়িয়াছিলেন। কোন কোন আলেম বলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) শেষ অক্তে জোহর, মগরেব এবং প্রথম অক্তে আছর ও এশা পড়িয়াছিলেন। এমাম কোরতবি এই মতকে উত্তম ও যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন। এমাম মাজেশুন ও তাহাবি ইহাকে বিশ্বাস যোগ্য মত বলিয়াছেন। এবনে ছইয়েদোন্নাছ এই মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা সহিহ বোখারী ও মোসলেমের হাদিস হইতে প্রমাণিত হয়। তৎপরে গ্রন্থকার বলেন, সহিহ নাছায়ীর হাদিস হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, ইহা অকাট্য সত্য মত। অবশেষে তিনি এমাম নাবাবীর মত খণ্ডন করিয়াছেন। উক্ত

মৌলবী সিদ্দীক হাসান সাহেব রওজা নাদিয়ার ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বাটী বসিয়া বা স্বদেশে থাকিয়া বিনা কারণে দুই অক্ত নামাজ এক অক্তে পড়া জায়েজ নহে। কাজি শওকানি এক খণ্ড গ্রন্থে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন।

পাঠক, ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, বিদেশে অক্তের অগ্রে বা পরে কোন নামাজ পড়া জায়েজ নহে। স্বদেশে বা বাটীতে অক্তের অগ্র বা পশ্চাৎ নামাজ পড়া কিছুতেই জায়েজ নয়। মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব শেষোক্ত মসলায় তাঁহাদের মাননীয় নেতাদের মত অমান্য ও অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বিশ রাকয়াত তারাবীহ পড়িবার দলীল।

ছহিহ বোখারী ও মোসলেম ;—

(হজরত) আএশা (রাঃ) বলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) রমজান মাসে তিন রাত্রে জামায়াত সহ মসজিদে তারাবিহ পড়িয়াছিলেন, চতুর্থ রাত্রে অনেক লোক মসজিদে সমবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) মসজিদে আগমন করিলেন না। তৎপরে তিনি ফজরের নামাজ পড়িয়া বলিলেন, আমি গত রাত্রে এই আশঙ্কায় মসজিদে আসি নাই, না জানি তারাবিহ নামাজ তোমাদের প্রতি ফরজ হইয়া যায়।

ছহিহ আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ী ও এবনে মাজা ;—হজরত আবুজার বলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) রমজানের ২৩, ২৫ ও ২৭ এই তিন রাত্রে মসজিদে জামায়াত সহ তারাবিহ পড়িয়াছিলেন।

সহিহ বোখারি, ২১৮ পৃষ্ঠা ;—

عن عبد الرحمن قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه و يصلي الرجل فيصلي بصلوته الرهط فقال عمر اني ارى لوجمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة اخري و الناس يصلون بصلوة قارئهم قال عمر نعمت البدعة هذه ●

"(হজরত) আবদুর রহমান (রাঃ) বলিয়াছেন, রমজান শরিফের কোন রাত্রে (হজরত) ওমারের (রাঃ) সহিত মসজিদে গমন করিয়া দেখিলাম, সাহাবাগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া কেহবা একা তারাবিহ পড়িতেছেন, আর কেহবা অল্প জামায়াত সহ তারাবিহ পড়িতেছেন, ইহাতে (হজরত) ওমার (রাঃ) বলিলেন, আমি অনুমান (কেয়াছ) করি, যদি এই সমস্ত সাহাবাকে একজন কারীর পশ্চাতে তারাবিহ পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারি, তবে অতি উত্তম কার্য্য হইবে। তৎপরে তিনি স্থির সংকল্প হইয়া সকলকে হজরত ওবাই বেনে কায়াবের পশ্চাতে তারাবিহ পড়িবার ব্যবস্থা করিলেন। (হজরত) আবদুর রহমান বলেন, তৎপর আর এক রাত্রে (হজরত) ওমারের (রাঃ) সহিত মছজিদে আসিয়া দেখিলাম, সমস্ত সাহাবা একজন কারীর পশ্চাতে তারাবিহ পড়িতেছেন, ইহাতে (হজরত) ওমার (রাঃ) বলিলেন, এই নূতন কার্য্যটী অতি উত্তম।"

মোয়াত্তায় মালেকে বর্ণিত আছে, (হজরত) ওমার (রাঃ) প্রথমে ৮ রাকয়াত তারাবিহ ও তিন রাকয়াত বেতের পড়িতে হুকুম করিয়াছিলেন।

অবশেষে হজরত ওমারের হুকুমে বিশ রাকয়াত তারাবিহ ও তিন রাকয়াত বেতের পড়া প্রচলিত হইয়াছে।

মোয়াত্তায় মালেক, ৪০ পৃষ্ঠা :—

عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلث و عشرين ركعة •

এজিদ বেনে রুমান বলিয়াছেন, লোকে (সাহাবাগণ হজরত) ওমার বেনেল খাত্তাবের (রাঃ) খেলাফত কালে রমজান মাসে বিশ রাকয়াত তারাবিহ ও তিন রাকায়াত বেতের পড়িতেন।"

এমাম বয়হকি 'মায়ারেফাতোছ-ছোনান' গ্রন্থে সহিহ ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

عن السائب بن يزيد انهم كانوا يقومون على عهد عمر رض بعشرين ركعة و في عهد عثمان رض و علي رض مثله •

"ছাএব বেনে এজিদ বলেন, নিশ্চয় সাহাবাগণ (হজরত) ওমার ওছমান ও আলীর (রাঃ) খেলাফত কালে বিশ রাকয়াত তারাবিহ পড়িতেন।"

মছনদে এবনে আবি শায়বা ;—

عن عطاء قال ادركت الناس يصلون ثلثا و عشرين ركعة بالوتر •

আতা বলেন, আমি সাহাবাগণকে বিশ রাকয়াত তারাবিহ ও তিন রাকয়াত বেতের পড়িতে দেখিয়াছি।" আরও উক্ত গ্রন্থে আছে, (হজরত) ওবাই বেনে কায়াব মদিনা শরিফে সাহাবাগণের সহিত বিশ রাকয়াত তারাবিহ পড়িতেন।

(হজরত) ওমার এক ব্যক্তির উপর সাহাবাগণকে লইয়া বিশ রাকয়াত তারাবিহ পড়িবার হুকুম করিয়াছিলেন। এইরূপ (হজরত) আলি হইতেও বর্ণিত হইয়াছে।

মূল কথা এই যে, রমজানের ত্রিশ রাত্রে বিশ রাকয়াত করিয়া তারাবিহ মসজিদে জামায়াত সহ পাঠ করা (হজরত) ওমরের (রাঃ)

হুকুমে প্রচলিত হইয়াছে এবং এই মতের উপর সাহাবাদের এজমা হইয়া গিয়াছে।

মেশকাত, ৩০ পৃষ্ঠা :—

فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها و عضو عليها بالنواجذ *

(এমাম আবু দাউদ, আহমদ, তেরমেজি, ও এবনে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন,) তোমরা আমার ছুন্নাতকে ও আমার সত্যপরায়ণ ও সত্য পথপ্রাপ্ত খলিফাগণের ছুন্নতকে লাজেম করিয়া লও, উহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং দাঁত সমূহ দ্বারা কামড়াইয়া ধর (অর্থাৎ অতি মজবুত ভাবে উহা অবলম্বন কর।)

মেশকাত, ৫৭৮ পৃষ্ঠা :—

عن النبي صلعم قال اقتدوا بالذين من بعدي من اصحابي ابي بكر و عمر *

(এমাম তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন,) "(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন, আমার পরে যে সাহাবাগণ (খলিফা হইবেন) তাহাদের (বিশেষতঃ হজরত) আবু বকর ও ওমারের (রাঃ) পয়রবি কর।"

হজরত ওমারের (রাঃ) হুকুমে ও সাহাবাগণের এজমাতে যে বিশ রাকয়াত তারাবিহের প্রচলন হইয়াছে, উহা উপরোক্ত হাদিসদ্বয় অনুযায়ী নিশ্চয় সুন্নত হইবে।

মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব বরকোল মোয়াহেদিনের ৬৪।৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হজরত ওমার (রাঃ) বা সাহাবাদের কার্য্য সুন্নত। এক্ষেত্রে তাহার মতানুযায়ী বিশ রাকয়াত তারাবিহ নিশ্চয় সুন্নত হইবে।

ছহিহ্ বোখারির ১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, (হজরত) নবি করিম (ছাঃ) (হজরত) আবুবকর এবং ওমারের (রাঃ) সময় পর্য্যন্ত জোমার এক আজান ছিল। তৎপরে (হজরত) ওছমান (রাঃ) লোকাধিক্য বশতঃ "জওরা" নামক স্থানে আর এক আজান বেশী করিয়াছিলেন।" মোহাম্মদিগণ জোমার দিবস দুই আজানকে ছুন্নত বলিয়া স্বীকার করেন; এরূপ ক্ষেত্রে হজরত ওমার কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত বিশ রাকয়াত তারাবিহ্ কি জন্য ছুন্নত হইবে না?

মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ার ১৮ পৃষ্ঠায় মোয়াত্তায় মালেক্ হইতে প্রমাণ আনিয়াছেন যে, ঈদের গোছল করা ছুন্নত, কিন্তু ইহা কোন হাদিছ নহে, কেবল হজরত ওমারের (রাঃ) পুত্র আবদুল্লার কার্য্য। পাঠক, মোহাম্মদিগণ হজরত আবদুল্লাহর কার্য্যকে ছুন্নত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই মোয়াত্তায় মালেকে লিখিত আছে যে, উক্ত হজরত আবদুল্লাহর পিতা হজরত ওমার (রাজিঃ) ও সমস্ত ছাহাবা বিশ রাকয়াত তারাবিহ পড়িতেন, সুতরাং ইহা যে ছুন্নত হইবে না, এ কিরূপ বিচার বা কিরূপ মত?

এক্ষণে যাহারা বিশ রাকয়াত তারাবিহ ছুন্নত বলিয়া অস্বীকার করেন, তাহাদিগকে জোমায় এক আজান দেওয়া উচিত, আরও কেবল রমজানের তিন রাত্রে তারাবিহ পড়িয়া অপর সমস্ত রাত্রের তারাবিহ পড়া ত্যাগ করা আবশ্যক, কেননা উহা জনাব হজরত নবি করিম হইতে সাব্যস্ত হয় নাই।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব দেহলবী (কদঃ) ফাতাওয়া আজিজির প্রথম খণ্ডে (১১৯ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

در باب تراویح چنانچه این حدیث صحیح واقع شده که ماکان
یزید في رمضان ولا في غیره علی احدی عشرة رکعة همچنان
این احادیث هم صحیحه وارد شده انه که قالت عایشة رض کان

رسول الله صلعم يجتهد في رمضان مالا يجتهد في غيرہ رواہ مسلم
و عنها رض كان اذا دخل العشـــرة الاخرة من رمضان احيا ليلتـــه
و ايقـــظ اهلـــه رجد وشد رالميـــز رواہ البخـــاري و مسلـــم
و ابوداؤد و النسائي و عن النعمان بن بشير قال قمنا مع رسو الله
صلعم في شهر رمضان ليلة ثلث و عشرين الى ثلث الليل الاول
ثم قمنا معه ليلة خمس و عشرين الى نصف الليل ثم قمنا معه
ليلة سبعة و عشرين حتي ظننا ان لا ندرك الفلاح اى السحور
پس وجه تطبيق درميان اين روايات كه صريح دلالت بر زيادتي
و كيفي و كمي نماز آنحضرت صلعم در رمضان بر غير آن ميكنند
و دران روايت كه نفسي زيادت ميكنند همين است كه آن روايـــت
محمول بر نماز تهجد است كه در رمضان و غير رمضان يكسان بود
غالبا بعدد يازده ركعــت مع الوتر ميرسيد دليل برين حمل آنست
كه راوى اين حديث ابوسلمه است در تتمة اين روايت ميگويد
كه قالـــت عايشة رض فقلت يا رسول الله صلعم اتنام قبل ان توتر
قال يا عايشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي كذا رواه البخاري
و مسلم و ظاهر ست كه نوم قبل از وتر در نماز تهجـــد متصور
ميشود نه در غير آن و روايات زياده محمول بر نماز تراويح است
كه در عرف آن وقت بقيام رمضان معبر بود *

"তারাবিহ সম্বন্ধে ছহিহ হাদিছে (হজরত আএশা (রা:) হইতে) বর্ণিত হইয়াছে যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছা:) কি রমজান মাসে কি অন্য মাসে ১১ রাক্‌য়াতের বেশী নামাজ পড়িতেন না। এইরূপ এই ছহিহ হাদিছগুলি আসিয়াছে;—

(হজরত) আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) অন্য মাস অপেক্ষা রমজান মাসে বেশী এবাদত (নামাজ পড়া ইত্যাদি) করিতে চেষ্টা করিতেন।" মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন (২) (হজরত) আএশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) রমজান শরিফের শেষ দশ তারিখ উপস্থিত হইলে, রাত্রি জাগরণ করিতেন, আপন পরিজনকে জাগাইতেন ও এবং এবাদৎ, নামাজের জন্য বেশী চেষ্টা করিতেন।" বোখারি, মোছলেম, আবুদাউদ ও নাছায়ি এই হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন।

(৩) "নোমান বেনে বশির বলিয়াছেন, আমরা (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) সহিত রমজান শরীফের ২৩শে রাত্রে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত তারাবিহ্ পড়িয়াছিলাম, তৎপরে তাঁহার সহিত ২৫শে রাত্রে অর্দ্ধেক রাত্র পর্য্যন্ত তারাবিহ্ পড়িয়াছিলাম, তৎপরে তাঁহার সহিত ২৭শে রাত্রে এত সময় পর্য্যন্ত তারাবিহ্ পড়িয়াছিলাম, যাহাতে আমাদের ধারণা হইয়াছিল যে, ছেহরি খাইবার অবকাশ পাইব না।" প্রথমোক্ত হাদিছে প্রমাণিত হয় যে, (জনাব) হজরত নবি করিম (ছাঃ) রমজান শরিফের রাত্রে ১১ রাক্য়াতের বেশী নামাজ পড়িতেন না। আর শেষোক্ত তিনটী হাদিছে উহার বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) রমজান শরিফের রাত্রে অন্য সময় অপেক্ষা অনেক বেশী নামাজ পড়িতেন। এই বিরোধ ভঞ্জন এই ভাবে হইবে যে, প্রথম হাদিছের মর্ম্ম এই যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বার মাস অধিক সময় সমান ভাবে আট রাক্য়াত তাহাজ্জোদ ও তিন রাক্য়াত বেতের পড়িতেন। এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করার দলীল এই,—এই হাদিছের শেষাংশে এই হাদিছের রাবি (হজরত) আবু ছালমা বলিতেছেন, আএশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রছুলাল্লাহ, আপনি

বেতের পড়িবার অগ্রে নিদ্রায় যান কিনা ? (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, "আমার দুইটী চক্ষু নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ নিদ্রা যায় না।" বোখারি ও মোছলেম রেওয়াএত করিয়াছেন। আর ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, তাহাজ্জোদ নামাযে বেতেরে অগ্রে নিদ্রায় যাওয়া স্বভাব সিদ্ধ, কিন্তু অন্য নামাজের (তারাবিহ নামাজের) অগ্রে (নিদ্রায় যাওয়া স্বভাব বিরুদ্ধ); অধিক পরিমাণ নামাজ পড়ার রেওয়াএতে তাহাজ্জাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে সুনিশ্চিত। সেই সময় উহাকে 'কেয়ামে লাএল বলা প্রসিদ্ধ ছিল।

আরও উক্ত হাদিছে আছে, বার মাস ১১ রাকয়াত নামাজ পড়িতেন, কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য বিষয় যে, অন্য ১১ মাসে আট রাকয়াত তাহাজ্জদ ও তিন রাকয়াত বেতের পড়িতেন, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, রমজানের উক্ত ১১ রাকয়াত তাহাজ্জাদ ও বেতের হইবে। আর যদি রমজান মাসে উহাকে তারাবিহ ধরা যায়, তবে অন্য ১১ মাসে তারাবিহ পড়া সাব্যস্ত হইবে, (কিন্তু ইহা অমূলক মত)। উক্ত ফাতাওয়ার ১১৯।১২০।

آمدیم برآنکه قیام رمضان بچند رکعت ادا میفرمودند در روایات صحیحهٔ مرفوعه تعیین عدد نیامده لیکن از الفاظ مذکوره در جد و اجتهاد آنحضرت صلعم معلوم میشود که عددش بسیار بود و در مصنف ابن ابي شیبه و سنن بیهقي روایت ابن عباس رض وارد شده که کان رسول الله صلعم یصلی في رمضان في غیر جماعة عشرین رکعة و یوتر اما بیهقي این روایت را تضعیف نموده بآنکه راوی این حدیث جد ابو بکر ابن ابي شیبه است حال آنکه ابوشیبه جد ابو بکر بن ابي شیبه آنقدر ضعیف ندارد که روایت او را مطروح مطلق ساخته شود آری اگر معارض از حدیث صحیح مي

شد البته ساقط مي گشت و قد سبق ان ما يتوهم معارضا له اعني حديث ابي سلمة عن عايشة المتقدم ذكره ليس معارضا له بالحقيقة فبقي سالما كيف و قد تايد بفعل الصحابة رض كما رواه البيهقي في سننه باسناد صحيح عن الثابت بن زيد رض قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة و روى المالك في الموطا عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر رض بثلاثة و عشرين و في رواية باحدي عشرة و بيهقي درين هر دو روايت جمع نموده است بايطريق كه اول صحابة كرام رض عدد يازده را كه عدد مشهور تهجد آنحضرت بود درين نماز هم اختيار فرموده بودند للعلة المشترك كه بينهما وهو ان كلا منهما صلوة الليل و چون نزد ايشان ثابت شد كه آنحضرت درين صلوة درين قيام زياده ازان عدد ميفرمودند و به عشرين ميرسانيدند من بعد عدد بيست و سه را اختيار كردند و برين عدد اجماع شده بود بعد از تحقيق اجماع مراعاة اين عدد هم از ضروريات گشت در حق قرون متاخره ٭

একণে ইহাই আমাদের বিচার্য্য যে, (জনাব হজরত) নবি (ছাঃ) কয় রাকয়া'ত তারাবিহ পড়িতেন। সহিহ মরফু রেওয়াএত-গুলিতে উহার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কথা উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু উল্লিখিত শব্দগুলিতে জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) (রমজান শরিফের রাত্রে) বেশী চেষ্টা করায় বুঝা যায় যে, রাকয়া'তের সংখ্যা বেশী ছিল।

এমাম আবি শায়বা ও বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন, (হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম

(ছাঃ) রমজান শরিফে বিনা জামায়া'তে ২০ রাকয়া'ত তারাবিহ্ ও বেতের পড়িতেন। এমাম বয়হকি বলেন, এই হাদিছের রাবি (আবু শায়বা), আবু বক্র বেনে আবি শায়বার দাদা জইফ্, কাজেই উক্ত হাদিছও জইফ্; কিন্তু আবু শায়বা এরূপ জইফ্ নহেন যে, তাঁহার বর্ণিত হাদিছ একেবারে পরিত্যক্ত হইবে। অবশ্য যদি কোন ছহিহ্ হাদিছ ইহার বিরোধী হইত, তবে উহা পরিত্যক্ত হইত। আরও ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আবু ছাল্মা বর্ণিত হজরত আএশার (রাজিঃ) হাদিছ যাহা উহার বিরোধী, প্রকৃত পক্ষে ইহার বিরোধী (মোখালেফ) নহে; তাহা হইলে হজরত এব্নে আব্বাছ (রাজিঃ) বর্ণিত বিশ রাকয়া'ত তারাবিহ্ নামাজের হাদিছ নির্ব্বিবাদে দলিল হইবে; হাদিসটী সাহাবাগণের কার্য্য দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, যথা;—বয়হকি ছহিহ্ ছনদে নিজ 'ছোনান' গ্রন্থে ছাবেত বেনে জয়েদ (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, সাহাবাগণ (হজরত) ওমার বেনেল-খাত্তাবের (রাঃ) জামানায় রমজান মাসে ২০ রাকয়াত নামাজ পড়িতেন। মালেক মোয়াত্তা কেতাবে এজিদ বেনে রুমান হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, লোকে (সাহাবাগণ) (হজরত) ওমারের (রাঃ) জামানায় ২০ রাকয়া'ত তারাবিহ্ ও তিন রাকয়া'ত বেতের পড়িতেন। এক রেওয়াএতে আছে যে, (তাঁহারা ৮ রাকয়া'ত তারাবিহ্ ও তিন রাকয়া'ত বেতের পড়িতেন। বয়হকি এইরূপে এই দুই রেওয়াএতের বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ সাহাবায়-কেরাম (রাঃ) ১১ রাকয়া'ত যাহা হজরতের তাহাজ্জদ (ও বেতেরের) প্রসিদ্ধ সংখ্যা ছিল, এই তারাবিহ্ (ও বেতেরের) জন্যও মনোনীত করিয়াছিলেন, যেহেতু উভয়টী রাত্রির নামাজ ছিল। আর যখন তাঁহাদের নিকট সপ্রমাণ হইল যে, হজরত (ছাঃ) উক্ত মাসে উক্ত সংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর তারাবিহ পাঠ করিতেন এবং বিশ রাকয়া'ত পর্য্যন্ত পড়িতেন, সেই হইতে

তাঁহারাও ২০ রাকয়া'ত তারাবিহ্ ও তিন রাকয়া'ত বেতের মনোনীত করিলেন এবং এই সংখ্যার উপর এজমা হইয়া গিয়াছে, এজমা স্থাপিত হওয়ার পরে পরবর্ত্তী জামানায় এই সংখ্যা অনুযায়ী কার্য্য করা জরুরি হইয়াছে।'

আরকানে-আরবায়া' :—

و مواظبة الصحابة علي عشرين قرينة صحة هذه الرواية ٠

"সাহাবাগণের সর্ব্বদা বিশ রাকয়া'ত পড়া এই রেওয়াএত ছহিহ হওয়ার লক্ষণ।

শাহ্ সাহেব উক্ত ফাতাওয়ার ১১০।১১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :— এমাম মালেক হইতে রমজান শরিফের বেতের ভিন্ন ৩৬ রাকয়া'ত নামাজ পড়িবার কথাবর্ণিত হইয়াছে; ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝা যায় যে, মক্কাবাসিগণ প্রত্যেক চারি রাক্-য়া'ত অন্তে সাত ক্রমে তওয়াফ (কা'বা শরিফ প্রদক্ষিণ) করিতেন, কেবল শেষ চারি রাকয়া'তে তওয়াফ করিতেন না। মদিনাবাসি-গণের পক্ষে তওয়াফ করা সম্ভবপর ছিল না, কাজেই তাঁহারা শেষ চারি রাকয়া'ত ভিন্ন প্রত্যেক চারি রাকয়া'ত অন্তে চারি চারি রাক্-য়া'ত নফল পড়িতেন, এই কারণে বিশ রাকয়া'ত তারাবিহ্ ও ১৬ রাকয়া'ত নফল একুনে ৩৬ রাকয়া'ত নামাজ হইল।

মৌলবি আব্বাছ আলী সাহেব মাছায়েলে-জরুরিয়ার ১০৭ পৃষ্ঠায় এব্‌নে হাব্বান ও এবনে খোজায়মা হইতে যে আট রাকয়াত তারা-বিহ্ নামাজের হাদিছ আনিয়াছেন, মৌলানা শাহ্ আবদুল আজিজ (কদঃ) ছাহেবের উপরোক্ত ফাতাওয়া অনুযায়ী উহা ছহিহ্ নহে। দ্বিতীয় এই যে, উহা তাহাজ্জদ নামাজের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তারাবিহ নামাজের ব্যবস্থা নহে। তৃতীয় এই যে, যদি স্বীকার করা যায় যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) আট রাকয়াত তারা-বিহ্ পড়িতেন এবং সাহাবাগণ এক মতে বিশ রাকয়াত তারাবিহ্

পড়িতেন, তাহা হইলেও আমরা মজহাবাবলম্বিগণ বিশ রাক্য়াত তারাবিহ্ পড়িয়া জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) তরিকা ও ছাহাবাগণের তরিকা উভয়টী অবলম্বন করিয়াছি। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ফেরকার হাদিছে বলিয়াছেন,—

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ *

"ঐ ফেরকা বেহেশ্তী হইবেন—যাহারা আমার ও আমার ছাহাবাদের তরিকা অবলম্বন করিবেন।" মোহাম্মদিগণ ত্রিশ রাত্রে তারাবিহ্ পড়িয়া ও বিশ রাক্য়াত তারাবিহ্ না পড়িয়া ছাহাবাদের কতক তরিকা মান্য করিলেন, ও কতক তরিকা অমান্য করিয়া বেহেশ্তী ফেরকা হইতে বাহির হইয়া গেলেন কিনা? ইহাই বিচার সাপেক্ষ। চতুর্থ এই যে, যদি মোহাম্মদিগণ স্বীকার করেন যে, ছাহাবাগণ জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কোন হাদিছের সংবাদ পাইয়া বিশ রাক্য়াত তারাবিহ্ পড়িয়াছিলেন, তবে তাঁহারা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) ছুন্নত ত্যাগ করিতেছেন। আর যদি বলেন যে, ছাহাবাগণ কেয়াছি মতে বিশ রাক্য়াত তারাবিহ্ পড়িতেন, তবে মোহাম্মদিদিগকে কেয়াছ শরিয়তের একটী দলিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মৃতদের পক্ষে জীবিতদের ছওয়াব রেছানি ফলদায়ক ও জায়েজ হইবার দলীল।

মেশ্কাত, ৬ পৃষ্ঠা :—

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ،

حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلعم و وضع في قبره

وسوي عليه سبح رسول الله صلعم فسبحنا طويلا ثم كبر

فكبرنا فقيل يا رسول الله لم سبحت ثم كبرت قال لقد

تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه

رواه احمد *

"হজরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন,—

আমরা (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) সঙ্গে হজরত ছায়া'দ বেনে মোয়া'জের নিকট তাঁহার মৃত্যুকালে গমন করিয়াছিলাম। যে সময় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) তাঁহার জানাজা পড়িলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার গোরে রাখা হইল এবং তাহার উপর মৃত্তিকা সমান করা হইল তখন তিনি তছ্‌বিহ পড়িতে লাগিলেন এবং আমরাও অনেক ক্ষণ তছ্‌বিহ পড়িতে লাগিলাম। তৎপরে তিনি তকবির পড়িতে লাগিলেন এবং আমরাও তকবির পড়িতে লাগিলাম। ইহাতে কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়ারাছুলাল্লাহ, কি জন্য তছবিহ,—তৎপরে তকবির পড়িলেন? (তদুত্তরে) হজরত বলিলেন, এই সৎ ব্যক্তির উপর তাহার গোর সঙ্কুচিত হইয়াছিল, এমন কি (আমার তছবিহ্ ও তক্‌বির পড়ায়) খোদাতায়ালা উহা প্রসারিত করিয়াছেন। (এমাম) আহমদ উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

পাঠক, এই হাদিছে প্রমাণিত হইল যে, জীবিতদের তছবিহ্ ও কলেমা পড়ায় মৃতদের উপকার হইতে পারে।

ছহিহ্ মোছলেম, ১১৩ পৃষ্ঠা :—

كلما كان ليلتها من رسول الله صلعم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد *

"(হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন), (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) যে কোন সময় আমার গৃহে রাত্রি যাপন করিতেন, শেষ রাত্রে 'বকি' নামক গোরস্থানে গমন করিয়া বলিতেন, ইয়া আল্লাহ, 'বকিগর কাদের' গোরবাসিদিগকে মাফ কর।"

মেশকাত, ৩২ পৃষ্ঠা :—

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلعم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله رواه مسلم *

এমাম মোছলেম বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"(হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, জনাব (হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মানুষের যে সময় মৃত্যু হয়, তাহার সমস্ত কার্য্য তখন শেষ হইয়া যায়, কেবল তিনটী কার্য্য (স্থায়ী থাকে)—কোন স্থায়ী দান (ছদকা জারিয়া), কোন এলম যাহার দ্বারা অন্য লোক ফলবান হয়, কিম্বা কোন সৎ পুত্র যে তাহার জন্য দোয়া করে।"

মেশকাত, ২০৫।২০৬ পৃষ্ঠা :—

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلعم ان الله عزوجل

لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ انِّي

لِي هٰذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ رَوَاهُ احْمَدُ ٭

এমাম আহ্মদ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় খোদাতায়ালা বেহেশ্তের মধ্যে নেককার লোককে উচ্চপদ দান করিবেন। ইহাতে তিনি বলিবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি এই উচ্চপদ কোথা হইতে পাইলাম? তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিবেন, তোমার পুত্র তোমার গোনাহ্ মার্জ্জনার জন্য দোয়া করিয়াছিল; (সেই হেতু তুমি এই উচ্চপদ পাইয়াছ)।"

মেশকাতের ২০৬ পৃষ্ঠায় বয়হকি হইতে বর্ণিত আছে,—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ

اِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ

اَخٍ اَوْ صَدِيقٍ فَاِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُدْخِلُ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ

اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَاِنَّ هَدِيَّةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ٭

(হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলেন, (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মৃত ব্যক্তি গোরের মধ্যে (বিশাল সমুদ্র গর্ভে) নিমজ্জিত উদ্ধারপ্রার্থী ব্যক্তির ন্যায় পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুর দোয়ার অপেক্ষা করে। যদি তাহার নিকট (তাঁহাদের) দোয়া পৌঁছে, তবে উহা তাহার পক্ষে জগৎ ও জগতের সমস্ত বস্তু হইতে বেশী প্রীতিজনক হয়। নিশ্চয় খোদাতায়ালা জমিবাসী (অর্থাৎ জীবিত) লোকদের দোয়ার জন্য গোরবাসিদের প্রতি পর্ব্বত তুল্য (রহমত) নাজেল করেন, নিশ্চয় জীবিত লোক সকল মৃতদের জন্য গোনাহ্ মার্জ্জনার দোয়া করিলে, তাহাদের নিকট উহা উপঢৌকন (তোহফা) স্বরূপ পৌঁছিয়া থাকে। বয়হকি উহা রেওয়াএত করিয়াছেন। উপরোক্ত কয়েকটী হাদিসে প্রমাণিত হইল যে, জীবিতদের দোয়ায় মৃতদের উপকার হইয়া থাকে।

মেশ্কাত, ১৬৯ পৃষ্ঠা :—

عن سعد بن عبادة قال يا رسول الله ان ام سعد ماتت فاي الصدقة افضل قال الماء فحفر بئرا و قال هذه لام سعد ●

●(হজরত) ছায়া'দ, (জনাব হজরত) রছুল করিম (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমার মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, এক্ষণে কোন্ বস্তুর দান (ছদকা) বেশী ফলদায়ক হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, পানি। সেই হেতু (হজরত) ছায়াদ (রাঃ) একটী কূপ খনন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা আমার মাতার জন্য (ছদকা করিলাম)"। এমাম আবু দাউদ ও নাছায়ী এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মেশ্কাতের ১৭২ পৃষ্ঠায় ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেম হইতে

বর্ণিত হইয়াছে ;—

عن عايشة قالت ان رجلا قال للنبي صلعم ان امي

افتتلت نفسها و اظنها لو تكلمت تصدقت فهل اجر ان

تصدقت عنها قال نعم *

হজরত আএশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"নিশ্চয় এক ব্যক্তি (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, অবশ্য আমার মাতা অকস্মাৎ মৃত্যু-প্রাপ্ত হইয়াছেন ; বোধ করি, যদি তিনি কথা বলিতে পারিতেন, তবে কিছু দান করিয়া যাইতেন। এক্ষণে যদি আমি তাঁহার পক্ষ হইতে কিছু দান করি, তবে তিনি ফল পাইবেন কি ? (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিলেন, অবশ্য ফল পাইবেন।" উপরোক্ত হাদিছদ্বয় হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, জীবিত লোক মৃতদের উপকারার্থে 'লিল্লাহ তায়ালার' বা কোন প্রকার দান (খয়রাত) করিলে, মৃত ব্যক্তিগণ তাহার ফল পাইয়া থাকেন।

মেশ্‌কাত, ১২৮ পৃষ্ঠা :—

عن جابر قال ذبح النبي صلعم يوم الذبح كبشين (الى)

اللهم هذا عني و عمن لم يضح من امتي *

(আবুদাউদ, তেরমজি, আহমদ, এবনে মাজা ও দারমি (হজরত) জাবেরের (রাঃ) ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন, "(জনাব) নবি করিম (ছাঃ) কোরবানীর দিবসে দুইটী ছাগ কোরবানী করিয়া বলিয়াছিলেন,

যে খোদাতায়ালা, ইহা আমার পক্ষ হইতে এবং আমার উক্ত উম্মতের পক্ষ হইতে যাহারা কোরবানী না করিয়াছেন।"

এই হাদিসে প্রমাণিত হইতেছে যে, জীবিত লোক মৃতদের পক্ষ হইতে কোরবানী করিলে, মৃত ব্যক্তিরা তাহার ফল পাইয়া থাকেন।

মেশ্কাত, ১৪১ পৃষ্ঠা :—

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم اِقْرَؤُا سُورَةَ يٰس عَلٰى مَوْتَاكُمْ ●

(আবুদাউদ, আহ্মদ ও এবনে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন), "(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা মৃতদিগের উপর ছুরা ইয়াছিন পাঠ কর।"

মেশ্কাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা :—

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَاَسْرِعُوا بِهِ اِلٰى قَبْرِهٖ وَلْيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهٖ فَاتِحَةَ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ●

এমাম বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন, (হজরত) এব্নে ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে সময় তোমাদের মধ্যে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তোমরা তাহাকে দফন করিতে বিলম্ব করিও না, (বরং) সত্বর তাহাকে কবরের দিকে লইয়া (দফন) কর এবং তাহার শিরোদেশের নিকট ছুরা বাকারের প্রথম কয়েক আয়ত ও পদদেশের নিকট উক্ত ছুরার শেষ কয়েক আয়ত পাঠ কর।"

মোরকুৎনি ;—

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشَرَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ ٭

"(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি গোরস্থানে পৌঁছিয়া ১১ বার ছুরা এখলাছ পাঠ করতঃ উহার ছওয়াব (ফল) মৃতদের জন্য দান করিলে, মৃতেরা সকলেই সমান ফল পাইবেন।"

মিসরি ছাপা ছহিহ, বোখারী, ১ম খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা :—

عن ابن عباس قال مر النبي صلعم بقبرين فقال انهما ليعذبان و مايعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول و اما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت قال لعله يخفف عنهما مالم ييبسا ٭

"(হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) দুইটি কবরের নিকট গমন করিয়া বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় গোরবাসী এই দুইটী লোক শাস্তি ভোগ করিতেছে, কিন্তু এরূপ গোনাহ করার জন্য শাস্তি ভোগ করিতেছে যে, উহা ত্যাগ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। উহাদের মধ্যে এক জন প্রস্রাব হইতে পরিচ্ছন্ন থাকিত না। দ্বিতীয় লোকটী চোগলখুরি (পরছিদ্রান্বেষণ) করিয়া বেড়াইত। তৎপরে তিনি বৃক্ষের একটী

তাজা (কাঁচা) শাখা লইয়া দুই অংশে ভাঙ্গিয়া এক একটী এক এক কবরে স্থাপন করিলেন; ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রছুলাল্লাহ, আপনি কি জন্য এইরূপ করিলেন? তিনি তদুত্তরে বলিলেন, বোধ হয়, ঐ শাখা দুইটা যতক্ষণ শুকাইয়া না যায়, ততক্ষণ তাহাদের শাস্তি কম হইতে থাকিবে।"

এমাম জালালুদ্দীন ছিউতি 'শরহোছ-ছুদুরে'র ২১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

قال القرطبى استدل بعض علمائنا على نفع الميت بالقرأة عند القبر بحديث العسيب الذي شقه النبي صلعم باثنين و غرسه و قال لعله يخفف عنهما مالم ييبسا قال الخطابي هذا عند أهل العلم محمول على ان الاشياء ما دامت على خلقتها او خضرتها وطراوتها فانها تسبح حتى تجف رطوبتها او تحول خضرتها او تقطع عن اصلها قال غير الخطابي فاذا خفف عنهما بتسبيح الجريد فكيف بقرأة المؤمن القرآن ٭

(এমাম) কোরতুবি লিখিয়াছেন, কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, কবরের নিকট কোরান পড়িলে যে মৃত ব্যক্তির উপকার হইয়া থাকে, উপরোক্ত হাদিছই ইহার দলীল। (এমাম খাত্তাবি) বলিয়াছেন, বিদ্বানগণের মতে উপরোক্ত হাদিছের মর্ম্ম এই যে, যাবতীয় বস্তু যতক্ষণ প্রাকৃতিক অবস্থায় তাজা থাকে এবং শুষ্ক হইয়া না যায় বা কাটিয়া ফেলা না হয়, ততক্ষণ তছবিহ পড়িতে থাকে। অন্যান্য আলেম বলিয়াছেন, যখন বৃক্ষের শাখার তছবিহ পাঠে উক্ত মৃত দুইটীর শাস্তির (আজাবের) লাঘব হইল, তখন ইমানদারের কোরাণ পাঠে (মৃতদের শাস্তির লাঘব কেন হইবে না?)"

উক্ত কেতাব, ২১০ পৃষ্ঠা;—

এমাম খাল্লাল বর্ণনা করিয়াছেন, যে সময় কোন আনছার (মদিনাবাসী) সাহাবা পরলোক প্রাপ্ত হইতেন, আনছার ছাহাবাগণ তাঁহার কবরের নিকট পৌঁছিয়া তাঁহার উপকারার্থে কোরাণ পাঠ করিতেন। এমাম আবুল কাছেম বর্ণনা করিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গোরস্থানে গিয়া ছুরা ফাতেহা, ছুরা এখ্‌লাছ ও ছুরা তাকাছোর পড়িয়া উহার ছওয়াব গোরবাসী ইমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্ম দান করে, তাঁহারা খোদার নিকট উক্ত ব্যক্তির জন্ম শাফায়া'ত করেন। এমাম আবদুল আজিজ বর্ণনা করিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে গমন করিয়া ছুরা ইয়াছিন পাঠ করে, খোদাতায়ালা উক্ত গোরস্থানের মৃতদের শাস্তি লাঘব করেন এবং তাহারা সকলেই সমান নেকী পাইয়া থাকেন। এমাম কাজি আবুবকর বর্ণনা করিয়াছেন, হাম্মাদ মক্কি বলিয়াছেন, আমি এক রাত্রে মক্কা শরিফের গোরস্থানের নিকট পৌঁছিয়া মস্তককে একটী কবরের উপর রাখিয়া নিদ্রিত হইলাম, তৎপরে গোরবাসিদিগকে দলে দলে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেয়ামত কি উপস্থিত হইয়াছে? তাঁহারা বলিলেন, এখনও হয় নাই, কিন্তু আমাদের ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে একজন ছুরা এখ্‌লাছ পড়িয়া উহার ছওয়াব আমাদিগকে দান করিয়াছেন, সেই হেতু আমরা অদ্য এক বৎসর হইতে উহার নেকী অংশ করিয়া লইতেছি।

উক্ত কেতাব, ২০৯ পৃষ্ঠা ;—

"এমাম কোরতবি বলিয়াছেন, শেখ এজ্জদ্দিন ফৎওয়া দিতেন যে, জীবিতদের কোরাণ পাঠের ছওয়াব মৃতেরা পাইয়া থাকে না, তাঁহার কোন শিষ্য তাঁহার মৃত্যুর পর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বলিতেন যে, মৃতেরা জীবিতদের কোরাণ পাঠের ছওয়াব পাইয়া থাকে না, কিন্তু এখন আপনি কিরূপ দেখিতেছেন? তদুত্তরে

তিনি বলিলেন, আমি পৃথিবীতে ঐরূপ ফৎওয়া দিতাম বটে, কিন্তু এক্ষণে উক্ত মত ত্যাগ করিয়াছি, কেননা দেখিতেছি যে, খোদাতায়া'লার অনুগ্রহে জীবিতদের কোরাণ পাঠের ছওয়াব মৃতেরা পাইয়া থাকেন।"

মোহাম্মদিদের প্রধান নেতা মৌলবি ছিদ্দিক হাছান ছাহেব 'মেছকোল-খেতামে'র দ্বিতীয় খণ্ডে (২৯৪ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন ;—

و جماعتي از اهل سنت و حنفيه بآن رفته اند که میرسد انسان را گردانیدن ثواب عمل خود برای غیر صلوة یا صوم یا حج یا صدقه یا قرات قرآن یا ذکر و هرچه از انواع قرب باشد - در سبل گفته هذا القول هو الارجح دليلا *

"একদল সুন্নি বিদ্বান ও হানাফিগণ বলেন, মানুষ নিজের নামাজ, রোজা, হজ্জ, ছদকা, কোরাণ পাঠ, জেকের ও অন্যান্য নেকির ছওয়াব অপরকে দান করিতে পারেন। ছোবল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, উপরোক্ত মতই দলীল সঙ্গত।"

পাঠক, উপরোক্ত দলীল সমূহে প্রমাণিত হইল যে, মৃতদের উপকারার্থে কোল খানি ও কলেমা খানি জায়েজ আছে এবং উহাতে মৃতেরা ফল পাইয়া থাকেন, কিন্তু মুন্সী ছেরাজদ্দিন সাহেব ছেরাজোল ইস্‌লামের ৬১।৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কোল খানি ও কলেমা খানি বেদয়াত কার্য্য এবং উহাতে মৃতেরা কিছুই ছওয়াব পাইতে পারে না। মুন্সী সাহেব এস্থলে হাদিছ শরিফ ও তাঁহাদের নেতাদের মত ত্যাগ করিয়াছেন।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কাফনের মস্‌লা।

এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, পুরুষের কাফন তিন বস্ত্রে দেওয়া সুন্নত—দুইটা চাদর (লেফাফা ও ইজার) ও একটা পিরহান।

ছহিহ্ বোখারী ও মোছলেম ;—

عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم كُفِّنَ فِىْ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ سَحُوْلِيَةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَّلَا عِمَامَةٌ ◦

"(হজরত) উম্মোল-মো'মেনিন আএশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) কে তিন খণ্ড কার্পাস বস্ত্রে কাফন দেওয়া হইয়াছিল, উক্ত বস্ত্রগুলি ইমন প্রদেশের ছহল নামক স্থানের নির্ম্মিত ছিল এবং উক্ত কাফনের মধ্যে পিরাহন বা পাগড়ী ছিল না।"

ছহিহ্ আবু দাউদ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা :—

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم فِىْ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ بَحْرَانِيَّةٍ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ وَقَمِيْصُهُ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ ◦

(হজরত) এবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ)কে তিন খণ্ড 'বাহরাএন' দেশের বস্ত্রে কাফন দেওয়া হইয়াছিল, দুইটা চাদর (লেফাফা ও ইজার) ও একটা

পিরাহান' যাহাতে তিনি মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত দুইখানা কাপড়কে 'হোল্লা' বলা হয়।"

এমাম নাবাবি ও আল্লামা জয়লয়ি লিখিয়াছেন ;—

قال ابو عبيد الحلة ازار و رداء ولا تكون الحلة الا من ثوبين *

"আবু ওবাএদ বলিয়াছেন, উপরোক্ত হোল্লা শব্দের অর্থ ইজার ও চাদর, দুইটী কাপড়কে হোল্লা বলা হইয়া থাকে।"

আরববাসিগণ দুই খণ্ড কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকেন, মূলে উহা দুইটী চাদর, কিন্তু এক খণ্ডকে চাদর (লেফাফা), অপর খণ্ডকে ইজার নামে আখ্যাত করেন।

পাঠক, হজরত আএশার (রাঃ) হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবিয়ের (ছাঃ) কাফনে তিন খণ্ড কাপড় ছিল, উহাতে পিরাহান ছিল না। আর হজরত এবনে আব্বাসের (রাঃ) হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার কাফনে পিরাহন ছিল। এরূপ বিপরীত ভাব দেখিয়া এমাম নাবাবি বলিয়াছেন, এই হাদিছটীর একজন রাবি এজিদ বেনে আবি জিয়াদ জইফ্, এবং ইহা হজরত আএশার (রাঃ) হাদিসের বিরোধী, কাজেই হাদিছটী ছহিহ্ নহে।

আল্লামা জয়লয়ি 'নাছবোর-রায়া'র ২০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قال الشيخ يزيد بن ابي زياد معدود في اهل الصدق . قال ابو الحسن هو جيد الحديث و ذكر مسلم في مقدمة كتابه صنفا فقال فيهم ان الستر و الصدق و تعاطي العلم يشملهم عطاء بن السائب و يزيد ابن ابي زياد *

"শেখ তকিউদ্দিন বলিয়াছেন, এজিদ বেনে আবি জিয়াদ সত্যবাদী দলের অন্তর্গত ছিলেন। (এমাম) আবু হাছরা বলিয়াছেন, এজিদ হাদিসের বিশ্বাসভাজন আলেম ছিলেন। (এমাম) মোছ-

নেস নিজ কেতাবের উপক্রমনিকায় এক শ্রেনীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সত্যবাদী, নির্দ্দোষ ও বিদ্বান ছিলেন। আতা বেনে ছাএব ও এজিদ বেনে আবিজিয়াদ এই দলভুক্ত। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, হজরত এবনে আব্বাছের (রাঃ) হাদিছটীও ছহিহ্।

এব্নে আদি 'কামেল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

قَالَ كُفِّنَ النَّبِيُّ صلعم فِي ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ قَمِيْصٍ وَ اِزَارٍ وَ لِفَافَةٍ ٭

(হজরত) জাবের বেনে ছোমরা বলেন, জনাব (হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) কাফনে তিন খণ্ড বস্ত্র ছিল,—পিরহান, ইজার ও লেফাফা।

এমাম মোহাম্মদ 'কেতাবুল আছারে' লিখিয়াছেন ;—

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم كُفِّنَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَةٍ

وَ قَمِيْصٍ وَ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ اِزَارٌ وَ رِدَاءٌ ٭

এমাম এবরাহিম নখ্য়ী বলিয়াছেন,—

"(জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) কাফন ইমন দেশের হোল্লা ও একটী পিরাহান ছিল, হোল্লা ইজার ও লেফাফা এই দুইটা কাপড়।"

এই হাদিছটী মোরছাল ; কিন্তু ছহিহ্ আবু দাউদ ও এব্নে আদির মোছ্নাদ হাদিছের সহায়তায় নিশ্চয় ছহিহ্ হইবে।

মছনদে আবদুর রাজ্জাক ;—

عَنِ الْحَسَنِ كُفِّنَ النَّبِيُّ صلعم فِي ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ قَمِيْصٍ وَ اِزَارٍ

وَ لِفَافَةٍ ٭

(এমাম) হাছান বাছারি বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) কাফন তিন বস্ত্রে দেওয়া হইয়াছিল, পিরহাণ, লেফাফা ও ইজার (দুই চাদর)।

আল্লামা বাহরুল্ উলুম 'আরকান-আরবায়ার' ২৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و لعل المراد بالقميص المنفي التي يلبسه الاحياء و هو التي فيه دخريص و كم و نحوه لا مطلق القميص و الا فالثوب الثالث ماهو فلا يعارض حديث ابراهيم المرسل لانه محمول على القميص التي لا كم فيه ولا دخريص *

সার অর্থ ;—

হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব নবি করিমের (ছাঃ) কাফনে পিরাহান ছিল না, ইহার অর্থ এই যে, জীবিত লোকের ন্যায় আস্তিনধারী পিরাহান ছিল না। (হজরত) এবনে আব্বাছ, জাবের, এবরাহিম নাখ্য়ি ও হাছান বাছারি বলিয়াছেন যে, তাঁহার কাফনে পিরাহান ছিল ; ইহার অর্থ এই যে, তাঁহাকে বিনা আস্তিনের পিরাহন দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, হজরত আএশা (রাঃ) ও এব্নে আব্বাছের (রাঃ) হাদিছদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ ভাব রহিল না।

ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেম ;—

عن جابر قال اتى رسول الله صلعم عبد الله بن ابي بعد ما ادخل حفرته فامربه فاخرج فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه و البسه قميصه *

"(হজরত) জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ্ বেনে ওবাইকে কবরের মধ্যে দফন করা হইয়াছিল, এমতাবস্থায় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গোর হইতে উঠাইবার হুকুম করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে দুই জানুর উপর বসাইয়া তাঁহার গাত্রে থুথু দিলেন এবং তাঁহাকে আপন পিরাহন পরিধান করাইয়াছিলেন।"

এই হাদিছে কাফনে পিরাহান দেওয়া ছুন্নত সাব্যস্ত হইল। পাঠক, উপরোক্ত হাদিস সমুহের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হজরত আয়েশার (রাঃ) মতে তিন চাদর জনাব নবি করিমের কাফনে দেওয়া হইয়াছিল। আর হজরত এবনে আব্বাস, জাবের প্রভৃতির মতে দুই চাদর ও এক পিরহন তাঁহার কাফনে দেওয়া হইয়াছিল। সেই হেতু এমাম তেরমজি ছহিহ্ তেরমেজির ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ اِنْ شِئْتَ

فِي قَمِيْصٍ وَلِفَافَتَيْنِ وَاِنْ شِئْتَ فِي ثَلٰثِ لَفَائِفَ ۞

"(এমাম) ছুফইয়ান ছওরি বলিয়াছেন,—"পুরুষ লোকের কাফন তিন কাপড়ে দেওয়া যাইবে,—যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে তিন খণ্ড চাদরে কাফন দিতে পার, আর যদি ইচ্ছা কর, তবে দুইটা চাদর ও একটী পিরাহনে কাফন দিতে পার।"

পাঠক, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কাফনে জীবিত লোকের ন্যায় তহবন্দ ছিল না। ইহার প্রমাণ কোন ছহিহ্ হাদিছে নাই, কিন্তু মৌলবী আব্বাস আলী সাহেব মছায়েলে জরুরিয়ার ১৪৪ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পুরুষ লোকের

কাফনে জীবিত লোকের ন্যায় তহবন্দ দিতে হইবে, কিন্তু ছহিহ্ বোখারীতে এইরূপ হাদিছ নাই। আশা করি, তিনি ছহিহ বোখারি হইতে ইহার প্রমাণ দর্শাইয়া তাঁহার অনুগত লোকদিগকে বাধিত করিবেন। নচেৎ তাঁহার জাল করা সকলেই জানিতে পারিবেন।

এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের কাফন পাঁচ খণ্ড বস্ত্রে দেওয়া ছুন্নত; দুইটী চাদর (লেফাফা ও ইজার) একটী পিরাহন, একটী মুইবন্দ ও একটী ছিনাবন্দ;

ছহিহ্ আবু দাউদ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা:—

ان ليلى بنت قانف قالت كنت فيمن غسل ام كلثوم ابنة

رسول الله صلعم فكان اول ما اعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار

ثم الملحفة ثم ادرجت بعد في الثوب الاخر *

"নিশ্চয় কাএফের কন্যা লায়লা বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) কন্যা উম্মে কুলছুমকে যাহারা গোসল দিয়াছিলেন, আমিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) আমাদিগকে প্রথমে ইজার, তৎপরে পিরাহান, তৎপরে মুইবন্দ, তৎপরে লেফাফা দিয়াছিলেন, তৎপরে আর এক কাপড়ে পরিবেষ্টিত করা হইয়াছিল।" পাঠক ইজার ও লেফাফা দুই খণ্ড চাদর এবং পরিবেষ্টিত কাপড় খণ্ড ছিনাবন্দ ছিল।

সহিহ্ বোখারী (মিসরি ছাপা), ১৪০ পৃষ্ঠা:—

قالت فلما فرغنا القى الينا حقوه فقال اشعرنها اياه (الى)

وزعم ان الاشعار الففنها فيه وكذلك كان ابن سيرين يامر بالمرأة ان تشعر ولا تؤزر *

"(হজরত) উম্মে আতিয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা যে সময় (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) কন্যার গোসল দেওয়া সমাধা করিলাম, তিনি আমাদের নিকট তাঁহার ইজারটী সমর্পণ করিয়া বলিলেন, ইহা তাঁহার নীচের চাদর করিয়া দাও। (এমাম) আইউব ধারনা করিয়াছেন, তিনি ইজারটী লেফাফারূপে পরিণত করিতে বলিয়াছিলেন। এইরূপ (এমাম) এব্নে ছিরিন স্ত্রীলোকের জন্য ইজারকে নীচের চাদর রূপে পরিণত করিতে বলিতেন ও জীবিত লোকের তহবন্দের ন্যায় ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতেন।"

ছহিহ নাছায়ী, ২৬৭ পৃষ্ঠা :—

قال قلت ما قوله اشعرنها اياه اتؤزر به قال لا اراه الا ان يقول الففنها فيه *

আইউব বলেন, আমি (এবনে ছিরিনকে) বলিলাম, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) তাঁহার কন্যার কাফনে আপন ইজার দিয়া উহা নীচের চাদর করিতে বলিয়াছিলেন, উহা কি তহবন্দ ভাবে ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন ? তদুত্তরে এব্নে ছিরিন বলিলেন, আমার বিশ্বাস, উহা লেফাফা করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন।

আরকান-আরবায়া, ২৮৯ পৃষ্ঠা :—

ليس في الحديث ما يدل على كون الازار من الحقو بل يجوز ان يكون حقا رسول الله صلعم كبيرا من قرن ابنته الى القدم *

"উক্ত হাদিসে বুঝা যায় না যে, (জনাব হজরত নবি করিমের)

ইজার জীবিত লোকের তহবন্দের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছিল, বরং বিশেষ সত্ত্ব যে, তাঁহার ইজারটী তাঁহার কন্যার মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা ছিল। কাজেই উহা লেফাফা রূপে পরিণত হইয়াছিল।" পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, ছহিহ্ আবু দাউদ ও বোখারীতে যে ইজারের কথা আছে, উহাও একটী চাদর ছিল। মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব মাছায়েলে-জরুরিয়ার ১৪৪ পৃষ্ঠায় স্ত্রীলোকের কাফনের সম্বন্ধে যে আবু দাউদের হাদিসের অনুবাদ করিয়াছেন, উহাতে তিনি পিরাহানের কথা উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু উক্ত হাদিসে পিরাহানের কথা বর্ণিত আছে। আর তিনি লিখিয়াছেন যে, এক খণ্ড কাপড়ে দুই জানু ও পাছা আবৃত করিবে, ইহাত উক্ত হাদিছে নাই। অবশ্য ছহিহ বোখারীতে হাছান-বাছারি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক খণ্ড কাপড়ে দুই জানু ও পাছা আবৃত করিতে হইবে, কিন্তু ইহা কোন হাদিস নহে, ছাহাবাদের মত নহে, বরং একজন তাবিয়ির মত। আরও আল্লামা আয়নি লিখিয়াছেন, الظاهر انه غير صحيح "এই কথাটীর কোন ছনদ নাই, অতএব উহাও ছহিহ্ নহে।" মূল কথা এই যে, এইরূপ একখণ্ড কাপড় দিবার প্রমাণ কোনই ছহিহ হাদিসে নাই।

তৎপরে উক্ত হাদিসে খেমার শব্দ বর্ণিত আছে, যাহা দ্বারা মস্তকের কেশ, কর্ণ ইত্যাদি আবৃত করা হয়, উহাকে খেমার বলে; সাধারণতঃ আমরা এস্থলে উহাকে মুইবন্দ বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকি। উক্ত মৌলবি সাহেব এই খেমারের কথা উল্লেখ করেন নাই, কেবল খেরকার কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু খেরকার অর্থ প্রকাশ করেন নাই; অতএব উক্ত মৌলবি সাহেব হাদিস অনুবাদ করিতে ভ্রম করিয়াছেন বা স্বেচ্ছায় এক রূপ হাদিসের অন্য প্রকার ভাল অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

হেদায়া কেতাবে আছে ;—

والازار من القرن الى القدم و اللفافة كذلك و القميص من اصل العنق *

"ইজার মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা ; ঐরূপ লেফাফা আপাদ মস্তক লম্বা, পিরাহান গ্রীবাদেশ হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা।" হানাফিদের সমস্ত কেতাবে এইরূপ বর্ণিত আছে।

জানাজা নামাজে চারি তকবির পড়িবার ও পাঁচ তকবির মনছুখ হইবার দলীল।

মিছরি ছাপা সহিহ্ বোখারি, ১ম খণ্ড ১৪৭ পৃষ্ঠা :—

التكبير على الجنازة اربعا- عن ابي هريرة رض ان رسول الله صلعم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه و خرج بهم الى المصلى فصف بهم و كبر عليه اربع تكبيرات *

"জানাজা নামাজে চারি বার তকবির পড়িতে হইবে। (হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় যে দিবস নাজাশি (আবিসিনিয়ার হাবশী বাদশাহ) মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) উহা অবগত হইয়া ছাহাবাগণের সঙ্গে নামাজগাহের দিকে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত সারি বাঁধিয়া তাঁহার উপর চারি বার তকবির পড়িয়াছিলেন।"

আয়নায়ে-আরবায়া, ২৯০ পৃষ্ঠা :—

واما كون الصلوة اربع تكبيرات فلا نعقاد الاجماع زمن امير المؤمنين عمر رض وكبر رسول الله صلعم اربع تكبيرات في آخر صلوة صلاها *

"(জনাব হজরত) নবি করিম (সাঃ) শেষ জানাজা নামাজে চারি বার তকবির পড়িয়াছিলেন এবং হজরত ওমারের (রাঃ) খেলাফত কালে চারি তকবিরের উপর সাহাবাদের এজমা (একমত) হইয়া গিয়াছে, ইহা জানাজা নামাজে কেবল চারি তকবির পড়ার প্রমাণ।"

মোহাম্মদি মৌলবি ছাহেবের প্রশ্ন :—

মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব 'মাছায়েলে জরুরিয়ার' ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, জানাজা নামাজে পাঁচ তকবির পড়া জায়েজ আছে।

হানাফিদের উত্তর ;—

সহিহ মোসলেমের টীকা, ৩১৩ পৃষ্ঠা :—

هذا الحديث عند العلماء منسوخ دل الاجماع على نسخه وقد سبق ان ابن عبد البر وغيره نقلوا الاجماع انه لايكبر اليوم الا اربعا *

এমাম নাবাবি বলিয়াছেন, আলেমগণের মতে উক্ত হাদিসটী মনছুখ হইয়াছে; চারি তকবিরের প্রতি আলেমগণের এজমা হইয়াছে, ইহাতেই উহার মনছুখ হওয়া প্রমাণিত হয়। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, (এমাম) এবনে আবদুল বার প্রভৃতি বিদ্বানগণ উপস্থিত সময়ে (জানাজা নামাজে) চারি তকবিরের বেশী পড়িবে না, ইহার প্রতি এজমার উল্লেখ করিয়াছেন।

সহিহ মোসলেমের টীকা, ৩০৯ পৃষ্ঠা :—

قال القاضي اختلف الاثار في ذلك فجاء من رواية ابن ابي خثيمة ان النبي صلعم كان يكبر اربعا و خمسا و ستا وسبعا و ثمانيا حتى مات النجاشي فكبر عليه اربعا و ثبت على ذلك حتى توفي صلعم و اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات الى تسع (الى) قال ابن عبد البر و انعقد الاجماع بعد ذلك على اربع و اجمع الفقهاء و اهل الفتوى بالامصار على اربع على ماجاء في الاحاديث الصحاح و ما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت اليه ●

কাজি বলিয়াছেন, জানাজার তকবিরের সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার হাদিস বর্ণিত হইয়াছে ; এবনে আবি খেছায়মার হাদিসে আছে যে, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (সাঃ) চারি, পাঁচ, ছয়, সাত ও আট তকবির পর্য্যন্ত পড়িতেন, তৎপরে বাদশাহ নাজাশির মৃত্যুর পর তিনি চারি বার তকবির পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার এন্তেকাল অবধি এই অবস্থা ছিল। সাহাবাগণও তিন হইতে নয় তকবিরে মতভেদ করিয়াছিলেন। (এমাম) এবনে আবদুল বার বলিয়াছেন, তৎপরে চারি তকবিরের প্রতি এজমা হইয়া গিয়াছে। ফকিহ ও ফৎওয়া-দাতা আলেমগণ শহর সমূহে সহিহ্ সহিহ্ হাদিস অনুসারে চারি তকবিরের উপর এজমা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অন্য মত এজমার খেলাফ ও অগ্রাহ্য।"

এমাম মোহাম্মদ, 'কেতাবোল আছারের' ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

عن ابراهيم ان الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسا وستا و اربعا حتى قبض النبي صلعم ثم كبروا بعد ذلك في ولاية ابي بكر الصديق حتى قبض ابوبكر ثم ولي عمر بن الخطاب رض ففعلوا ذلك في ولايته فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب رض قال انكم

معشر اصحاب محمد صلعم متى ما تختلفون يختلف من بعد كم و الناس حديث عهد بالجاهلية فاجمعوا على شيء يجتمع عليه من بعد كم فاجتمع رأى اصحاب محمد صلعم ان ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي صلعم حتى قبض فياخذون به و يرفضون به ما سوى ذلك فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلعم اربعا ●

"(এমাম) এবরাহিম বলিয়াছেন, সাহাবাগণ (জনাব হজরত) নবি করিমের (সাঃ) এন্তেকাল পর্য্যন্ত জানাজাতে চারি, পাঁচ, ছয় তকবির পড়িতেন। তৎপরে তাঁহারা হজরতের এন্তেকালের পরে (হজরত) আবুবকরের (রাঃ) খেলাফত পর্য্যন্ত ঐরূপ তকবির পড়িতেন। তৎপরে (হজরত) ওমার খলিফা পদে নিযুক্ত হইলে তাঁহারা তাঁহার খেলাফত কালে ঐরূপ করিতেন, যে সময় (হজরত) ওমার (রাঃ) তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে দেখিলেন, সেই সময় তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আপনারা (হজরত) নবি করিমের (সাঃ) সাহাবা (সহচর); যদি আপনারা বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য করেন, তবে আপনাদের পরবর্ত্তী লোকও বিভিন্ন মতাবলম্বী হইবেন, বিশেষতঃ লোক নূতন ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছেন (কাজেই তাঁহাদের পক্ষে ভিন্ন মত অনিষ্টকর হইতে পারে)। অতএব আপনারা জানাজার তকবির সম্বন্ধে একমত হউন, তাহা হইলে আপনাদের পরবর্ত্তী লোকও একমত হইবেন। সকলেই একমতে বলিলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (সাঃ) শেষ জানাজায় কয় তকবির পড়িয়া এন্তেকাল করিয়াছিলেন, অনুসন্ধান করিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে এবং অবশিষ্ট গুলি ত্যাগ করিতে হইবে। তৎপরে সাহাবাগণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, তিনি শেষ জানাজায় চারিবার তকবির পড়িয়াছিলেন।"

মছনদে-আহমদ :—

عن ابي وائل قال جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة فقال بعضهم كبر النبي صلعم سبعا و قال بعضهم خمسا و قال بعضهم اربعا فجمع عمر على اربع *

"(হজরত) আবুওয়াএল বলিয়াছেন, (হজরত) ওমার (রাঃ) সাহাবাগণকে সমবেত করিয়া জানাজার তকবির সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) সাতবার তকবির পড়িয়া ছিলেন, আর কোন কোন সাহাবা বলিলেন, চারি বার তকবির পড়িয়া ছিলেন, তৎপরে হজরত ওমার (রাঃ) তাহাদিগকে চারি তকবিরের উপর একত্রিত করিলেন।

পাঠক, সাহাবাদের এজমা অনুযায়ী জানাজায় চারি তকবির পড়া জায়েজ হইবে এবং পাঁচ তকবির পড়া জায়েজ হইবে না।

জানাজা নামাজে দোয়া পড়িবার ও সুরা ফাতেহা না পড়িবার দলীল।

—:•:—

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم يَقُوْلُ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ *

(হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন আমি (জনাব হজরত) নবি করিম (সাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি,—"যে সময় তোমরা মৃতের উপর জানাজা নামাজ পাঠ কর, সে সময় বিশুদ্ধভাবে তাহার জন্য দোওয়া কর।

এই হাদিসে জানাজা নামাজে দোয়া পড়া সাব্যস্ত হইল।

ছহিহ তেরমেজি, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৩ পৃষ্ঠা ,—

اذا صلي احدكم فليبدأ بتحميد الله و الثناء عليه ثم ليصل على النبي صلعم ثم ليدع بعد ماشاء هذا حديث حسن صحيح *

(জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছেন,) যে সময় তোমাদের মধ্যে কেহ নামাজ পড়া শেষ করে, তাহার পক্ষে প্রথমে খোদাতায়ালার প্রশংসা ও ছানা পাঠ করা ও তৎপরে (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) দরুদ পাঠ করা এবং শেষে যেরূপ ইচ্ছা হয়, দোয়া করা কর্ত্তব্য। এমাম তেরমেজি বলিয়াছেন, এই হাদিসটী হাছান ও ছহিহ্।"

এই হাদিসে প্রমাণিত হইল যে, খোদাতায়ালার সুখ্যাতি ও ছানা ও জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) দরুদ ব্যতীত দোয়া কবুল হয় না ; সেই হেতু এমাম আজম (রাঃ) বলিয়াছেন, জানাজার প্রথম তকবির পড়িয়া ছানা, দ্বিতীয় তকবির পড়িয়া দরুদ ও তৃতীয় তকবির পড়িয়া দোওয়া পড়িতে হইবে এবং চতুর্থ তকবির পড়িয়া ছালাম পাঠ করিবে।

মোয়াত্তায় মালেক, ৭৯ পৃষ্ঠা.:—

انّهٗ سَأَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ كَيْــفَ تُصَلِّيْ عَلَى الْجَنَــازَةِ فَقَــالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَا لَعَمْــرُ اللّٰهِ اُخْبِــرُكَ اَتَّبِعُهَا مِنْ اَهْلِهَــا فَاِذَا وُضِعَتْ كَبَّــرْتُ وَحَمِدْتُ اللّٰهَ وَصَلَّيْتُ عَلٰى نَبِيِّــهٖ ثُمَّ اَقُوْلُ اَللّٰهُــمَّ (الخ) *

আবু ছয়ীদ (রাঃ) (হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন, আপনি জানাজার উপর নামাজ কিরূপে পড়িয়া থাকেন, তদুত্তরে তিনি শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে অবগত করাইতেছি যে, আমি জানাজার অলিগণের সঙ্গে গমন করি, তৎপরে জানাজা জমির উপর রাখা হইলে তকবির পড়ি, খোদার প্রশংসা করি, তাঁহার নবি (ছাঃ) এর উপর দরুদ পড়ি, তৎপরে দোয়া পড়ি।" এমাম আজম এই হাদিস অনুযায়ী প্রথম তকবির পড়িয়া প্রশংসা-সূচক 'ছানা', দ্বিতীয় তকবির পড়িয়া দরুদ ও তৃতীয় তকবির পড়িয়া দোওয়া পড়িতে বলিয়াছেন।

মোয়াত্তায় মালেক, ৭৯ পৃষ্ঠা :—

ان عبد الله بن عمر كان لايقرأ في الصلوة على الجنـــازة ‌•

নিশ্চয় (হজরত) আবদুল্লাহ এবনে ওমার (রাঃ) জানাজা নামাজে কোরাণ পড়িতেন না।"

আয়নি চতুর্থ খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা :—

قال ابن بطال و ممن كان لايقرأ في الصلاة على الجنازة و ينكر عمر بن الخطاب و علي بن ابي طالب و ابن عمر و ابو هريرة و من التابعين عطاء و طاؤس و سعيد بن المسيب و ابن سيرين و سعيد بن جبير و الشعبي و الحكم و قال ابن المنذر و به قال مجاهد و حماد و الثوري و قال مالك قرأة الفاتحة ليست معمولا بها في بلدنا في صلاة الجنازة •

(এমাম) এবনে বাত্তাল বলিয়াছেন, "(হজরত) ওমার, আলি, এবনে ওমার ও আবু হোরায়রা (রাঃ) জানাজা নামাজে কোরাণ পড়িতেন না এবং অন্যকে পড়িতে নিষেধ করিতেন। তাবিয়িদের মধ্যে আতা, তাউছ, ছয়ীদ বেনে মোছাইয়েব, এবনে ছিরিন, ছয়ীদ

বেনে ওোবাএর, শায়াবি ও হাকাম, জানাজায় কোরাণ পড়িতেন না ও অন্যকে পড়িতে নিষেধ করিতেন। এবনে মোঞ্জের বলেন, এমাম মোজাহেদ, হাম্মাদ ও ছুফ্ইয়ান ছওরি এই মত অবলম্বন করিতেন। (এমাম) মালেক বলিয়াছেন, মদিনা শরিফে জানাজায় ছুরা ফাতেহা পড়িবার নিয়ম নাই।"

মোহাম্মদী মৌলবী ছাহেবের প্রশ্ন।

মৌলবী আব্বছ আলী ছাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ার ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, জানাজা নামাজে ছুরা ফাতেহা বা অন্য ছুরা চুপে বা উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে হইবে।

হানাফিদের উত্তর ঃ—

ছহিহ মোসলেম, তেরমজি ও নাছায়ী গ্রন্থে (হজরত) আওফ বেনে মালেক (রাঃ) হইতে, ছহিহ তেরমেজি ও নাছায়ী গ্রন্থে (হজরত) এবরাহিম আশ্হালের (রাঃ) পিতা হইতে, ছহিহ আবু দাউদ ও তেরমেজি গ্রন্থে (হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে এবং আবু দাউদে (হজরত) অছেলা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, (হজরত) নবি করিম (ছাঃ) জানাজা নামাজে দোয়া পড়িতেন।

ছহিহ আবু দাউদ ও এবনে মাজাতে (হজরত) আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) জানাজা নামাজে দোয়া পড়িতে বলিয়াছেন।

কবরোল কবির ২৮২ পৃষ্ঠা :—

لم تثبت القــراة عن النبي صلعــم •

"(জানাজা নামাজে) ছুরা ফাতেহা বা অন্য কোন ছুরা পড়া (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) কোন ছহিহ হাদিসে সাব্যস্ত হয় নাই।"

ছহিহ তেরমেজি, আবু দাউদ ও এবনে মাজাতে যে এবনে আব্বাছের (রাঃ) ছনদে (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) জানাজায় ছুরা ফাতেহা পড়িবার কথা আছে, ইহার কোন ছহিহ ছনদ নাই ; এমাম তেরমেজি এই হাদিসকে জইফ বলিয়াছেন। এবনে মাজাতে ওম্মে শরিক হইতে জানাজায় সুরা ফাতেহা পড়িতে (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) হুকুম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, উক্ত হাদিছটীও জইফ, কেননা তকবির গ্রন্থে উক্ত হাদিছের তিন জন রাবি,—আবু আছেম, হাম্মাদ ও শাহরকে দোষাম্বিত বা ভ্রমকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

বুলগোল-মারামে (হজরত) জাবেরের হাদিসে (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) জানাজায় প্রথম তকবির পরে ছুরা ফাতেহা পড়িবার কথা আছে, কিন্তু উক্ত হাদিসটীও জইফ। মুলকথা এই যে, (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) কোনও ছহিহ হাদিসে জানাজায় ছুরা ফাতেহা পড়িবার কোনই প্রমাণ নাই।

অবশ্য হজরত এবনে আব্বাছ জানাজায় ছুরা ফাতেহা পড়িতেন ও উহাকে ছুন্নত বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন তকবির পড়িয়া উহা পড়িতেন, ইহার কোন ছহিহ প্রমাণ নাই। আবু ওমামার হাদিসে প্রথম তকবির অন্তে উহা পড়িবার কথা আছে, কিন্তু এমাম জাহাবি ও আল্লামা জয়নদ্দিন উহাকে মোরছাল বলিয়াছেন। মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের নিকট এইরূপ হাদিস ছহিহ নহে ; তাহা হইলে তাহারা উক্ত হাদিছটী কিরূপে গ্রহণ করিবেন ? দ্বিতীয় এই যে, ছহিহ

বোখারিতে আছে যে, (হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) জানাজার ছুরা ফাতেহা পড়িয়াছিলেন, কিন্তু চুপে চুপে পড়িয়াছিলেন, কিম্বা উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়াছিলেন; ইহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ নাই। ছহিহ নাছায়ীতে এবনে আব্বাছের (রাঃ) ছনদে বর্ণিত আছে যে, উচ্চৈঃ-স্বরে ছুরা ফাতেহা পড়া ছুন্নত। আরও উক্ত কেতাবে আছে যে, আবু ওমামা ও জোহাক বলিয়াছেন, চুপে চুপে ছুরা ফাতেহা পড়া ছুন্নত। ছহিহ বোখারিতে এবনে আব্বাছ হইতে বর্ণিত আছে যে কেবল ছুরা ফাতেহা পড়া ছুন্নত, কিন্তু ছহিহ নাছায়ীতে উক্ত ছাহাবা হইতে বর্ণিত আছে যে, ছুরা ফাতেহার সহিত অন্য একটী ছুরা পড়া ও ছুন্নত। এইরূপ বিভিন্ন ভাবের হাদিছগুলির কোন্‌টী ছহিহ ও কোন্‌টী বাতিল হইবে?

তৃতীয়, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) হাদিসে ছুরা ফাতেহা পড়িবার কথা নাই। হজরত এবনে আব্বাছের (রাঃ) ছুরা ফাতেহা পড়া মোহাম্মদিদের পক্ষে দলীল হইতে পারে না, কেন না তাঁহারা ছাহাবাদের মত গ্রহণ করেন না। চতুর্থ, ছুন্নত শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ ঘটিয়াছে। আকরোল আমানির ১১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:—

و بالجملة لعورف اطلاق السنة فى الصدر الاول على الطريقة المسلوكة فى الدين سواء كان فعل النبي صلعم او فعل واحد من الصحابة فلا يكون قول الصحابي من السنة كذا دالا على الرفع

ছাহাবাদের সময়ে দীন ইস্‌লামের প্রচলিত নিয়মকে ছুন্নত বলা হইত, যেরূপ (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) কার্য্যকে ছুন্নত বলা হইত। ঐরূপ ছাহাবার কার্য্যকেও ছুন্নত বলা হইত। অতএব কোন ছাহাবা কোন কার্য্যকে ছুন্নত বলিলেই উহা (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) এর ছুন্নত হওয়া বুঝা যায় না।

পাঠক, উপরোক্ত হাদিছে যে জানাজার ছুরা ফাতেহা পড়া ছুন্নত বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য্য এই যে, উহা এবনে আব্বাছের (রাঃ) মতে উত্তম নিয়ম ; যদি উহা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) ছুন্নত হইত, তবে হজরত ওমার, আলী, আবু হোরায়রা ও এবনে ওমার (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবাগণ উহা পড়িতে নিষেধ করিতেন না। মোহাম্মদিদের নেতা মৌলবী ছিদ্দিক হাছান সাহেব রওজা নদিয়ার ৫৯।৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ছাহাবাদের অনুমান ও মত দলিল হইতে পারে না। এক্ষেত্রে জানাজায় ছুরা ফাতেহা পাঠ সুন্নত হওয়া হজরত এবনে আব্বাছের (রাঃ) অনুমান ও মত হওয়ায় কিরূপে উহা তাঁহাদের পক্ষে দলিল হইবে ?

পাঠক, এক্ষণে অবশ্যই বুঝিতে পারিলেন যে, হানাফীদের মত দলিল-সঙ্গত এবং মোহাম্মদিদিগের মতের প্রমাণ কোন সহিহ্ হাদিসে নাই ; সুতরাং উহা ভিত্তিহীন।

এমামের জানাজা নামাজে মৃত ব্যক্তির বক্ষঃস্থলের নিকট দাঁড়াইবার দলীল।

—:০:—

ফৎহোল কদির ২৮৫ ;—

و روى احمد ان ابا غالب قال صليت خلف انس على

جنازة فقام حيال صدره ٭

"(এমাম) আহ্মদ (আপন 'মছনদে') বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় আবু গালেব বলিয়াছেন, আমি (হজরত) আনাছের (রাঃ)

পশ্চাতে একটী পুরুষের জানাজা পড়িতেছিলাম, তিনি উক্ত ব্যক্তির বক্ষঃদেশের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন।"

ছহিহ্ বোখারি ও মোসলেম ;—

عن سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلعم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها ●

"(হজরত) ছোমরা বেনে জোন্দোব (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) পশ্চাতে 'নেফাছে' মৃত্যুপ্রাপ্ত একটী স্ত্রীলোকের জানাজা পড়িতেছিলাম, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) উহার মধ্যদেশের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন।"

ফৎহোল কদির, ২৮৫ পৃষ্ঠা ;—

لا ينافي كونه الصدر بل الصدر وسط الاعضاء اذ فوقه يداه ورأسه وتحته بطنه وفخذاه ●

মধ্যদেশের হাদিস বক্ষঃদেশের হাদিসের বিপরীত নহে, বরং বক্ষঃ শরীরের মধ্য দেশ, কেননা বুকের উপরিভাগে দুই খানি হাত ও মস্তক আছে এবং নিম্নভাগে উদর ও দুই খানি পা আছে।

পাঠক, উপরোক্ত দুইটী হাদিসে প্রমাণিত হইল যে, এমাম জানাজায় পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের বক্ষঃদেশের নিকটে দাঁড়াইবে।

কেরমানি লিখিয়াছেন :—

ليس في الحديث ذكر الرجل فايراده في الترجمة اما للاشعار بانه لم يجد حديثا بشرطه و اما لقياس الرجل على المرأة ●

সার মর্ম্ম :—এমাম বোখারি প্রথমে বলিয়াছেন, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জানাজায় কোন স্থানে দাঁড়াইতে হইবে, তৎপরে তিনি

কেবল স্ত্রীলোকের মধ্যদেশের (বক্ষঃস্থলের) সন্নিকটে দাঁড়াইবার হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রকাশ করিতেছেন যে, তাঁহাদের মতে পুরুষের সম্বন্ধে কোন সহিহ্ হাদিস নাই এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কেয়াছ করিয়া পুরুষেরও বক্ষঃদেশের সন্নিকটে দাঁড়াইতে হইবে।

মোহাম্মদী মৌলবী সাহেবের প্রশ্ন।

মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ার ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, সহিহ্ তেরমেজি ও এবনে মাজার লিখিত আছে যে, এমাম জানাজায় পুরুষের মস্তকের সন্নিকটস্থ হইয়া দাঁড়াইবে।

হানাফিদের উত্তর।

উপরোক্ত হাদিসে স্ত্রীলোকের নিতম্বের (পাছার) নিকট দাঁড়াইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ছহিহ বোখারি ও মোসলেমের হাদিসে মধ্যদেশের (বুকের) সন্নিকটে দাঁড়াইবার ব্যবস্থা আছে, আর এই হাদিছে পুরুষ লোকের মস্তকের সন্নিকটে দাঁড়াইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু মছনদে আহ্‌মদে বুকের নিকট দাঁড়াইবার ব্যবস্থা আছে, কাজেই উক্ত হাদিসটী জইফ, না হয়, ইহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ হইবে।

উক্ত আবুদাউদে আছে:—

قال ابو غالب فسالت عن صنيع انس في قيامه على المراة
عند عجيزتها فحدثوني انه انما كان لانه لم تكن النعوش فكان
يقوم حيال عجيزتها يستـــرها من القـــوم ●

"আবু গালেব বলিয়াছেন, হজরত আনাছ (রাঃ) জানাজার স্ত্রীলোকের নিতম্বের সন্নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তদুত্তরে শ্রোতাগণ বলিলেন, স্ত্রীলোকটীকে বিনা পালঙ্কে আনয়ন করা হইয়াছিল, সেই হেতু সাধারণ লোক হইতে পরদা করিবার জন্ম তাঁহার নিতম্বের সন্নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন।"

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, স্ত্রীলোকের বুকের নিকটে দাঁড়ান ছুন্নত ছিল, সেই হেতু আবু গালেব এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় উক্ত প্রকার উত্তর পাইয়াছিলেন।

আরও হজরত আনাছ (রাঃ) পুরুষের বুকের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু লাশটী কাফনে আবৃত থাকায় রাবি ঠিক করিতে না পারিয়া মস্তক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেই হেতু মছনদে আহমদে বুকের সন্নিকটে দাঁড়াইবার কথা আছে।

قال الخطابي قال احمد يقوم من الرجل بحذاء صدره و قال ابو على الطبري من الشافعية يقوم الرجل عند صدره و اختاره امام الحرمين و الغزالي و قطع به السرخسي قال الصيدلاني و هو اختيار المشائخ ●

(এমাম) খাত্তাবি বলেন, (এমাম) আহমদ, শাফেয়ি ও আবুআলী তিবরী বলেন, জানাজায় পুরুষের বুকের নিকট দাঁড়াইতে হইবে। এমামোল হারামাএন ও গাজালি উহা মনোনীত করিয়াছেন, ছারাখছি উহার উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। এমাম ছয়েদলানি বলেন, ইহাই শাফিয়ি এমামদিগের মনোনীত মত।"

আল্লামা আয়নি লিখিয়াছেন, কোন কোন এমাম বলেন, এমাম বোখারি প্রশ্নোক্ত হাদিসের জইফ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

মছজিদে জানাজা নামাজ পড়া মকরূহ্ হইবার দলীল।

ছহিহ্ বোখারি ও মোসলেম,—

عن ابي هريرة ان النبي صلعم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم

وكبر اربع تكبيرات •

(হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ), যে দিবস হাবশী বাদশাহ নাজাশি মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই দিবসই সাহাবাগণকে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত নামাজগাহের দিকে গমন করিয়া সারি বাঁধিয়া চারিবার তকবির পড়িয়াছিলেন।"

আয়নি, চতুর্থ খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা :—

فيه دليل على انه لا يصلى على الجنازة في المسجد لان النبي صلعم اخبر بموته في المسجد ثم خرج بالمسلمين الى المصلى وهو مذهب ابي حنيفة انه لا يصلي على ميت في مسجد جماعة وبه قال مالك وابن ابي ذئب •

উপরোক্ত হাদিসে প্রমাণিত হইল যে, মসজিদে জানাজা নামাজ পড়িতে নাই, কেননা (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) নাজাশির মৃত্যু-সংবাদ মছজিদে পাইয়াছিলেন, তৎপরে মুসলমানদিগকে সঙ্গে লইয়া নামাজগাহের দিকে (জানাজা পড়িতে) গমন

করিয়াছিলেন ; (অতএব যদি মসজিদে জানাজা পড়ায় কোন দোষ না থাকিত, তবে তিনি মসজেদ ত্যাগ করিয়া বাহিরে জানাজা পড়িতে যাইতেন না।) ইহাই এমাম আজম, মালেক ও এবনে আবি জেয়েবের মজহাব।

ছহিহ আবু দাউদ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা :—

عن ابي هريرة قال رسول الله صلعم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ●

"(হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজেদে জানাজা পড়ে, তাহার কোন ফল হইবে না।"

এবনে মাজা আপন কেতাবের ১১০ পৃষ্ঠায় ও এমাম তাহাবি 'মায়ানিয়োল-আছারে'র ২৮৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটী বর্ণনা করিয়াছেন।

এবনে আবি শায়বা আপন মছনদে লিখিয়াছেন ;—

من صلى على جنازة في المسجد فلا صلوة له ●

"(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে জানাজা পড়ে, তাহার নামাজ হইবে না।"

এবনে আবি জেয়েব এই হাদিছটি ছালেহ হইতে শুনিয়াছেন, তিনি হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে শুনিয়াছেন এবং তিনি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে শুনিয়াছেন।

পাঠক, এই হাদিসের মর্ম্মানুসারে মসজিদে জানাজা নামাজ পড়া নিষেধ হইয়াছে, সেই হেতু এমাম আজম (রাঃ) মসজেদে বিনা আপত্তিতে জানাজা পড়া মকরুহ বলিয়াছেন।

আবু দাউদ তায়ালছি বর্ণনা করিয়াছেন,—

قال ادركت رجالا ممن ادرك النبي صلعم و ابابكر اذا جاؤا فلم يجدوا الا ان يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا *

রাবি বলিয়াছেন, আমি অনেক ছাহাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তাঁহারা জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ও হজরত আবুবকরের (রাঃ) সহচর ছিলেন, যদি তাহারা জানাজা পড়িতে মসজিদ ভিন্ন অন্য স্থান না পাইতেন, তবে তাহারা জানাজা না পড়িয়া ফিরিয়া যাইতেন।

মোহাম্মদিদের প্রথম প্রশ্ন।

হজরত আবু হোরায়রার (রাঃ) হাদিসের একজন রাবি ছালেহ ছিলেন, এমাম শো'বা, আহমদ ও হাব্বান প্রভৃতি বিদ্বানগণ তাঁহাকে জইফ বলিয়াছেন, কাজেই এই হাদিসটী ছহিহ নহে।

হানাফিদের উত্তর॥

তকরিবোৎ তহজিব, ১৭৫ পৃষ্ঠা :—

صالح صدوق اختلط بآخره قال ابن عدي لا بأس برواية القدماء منه كابن ابي ذئب و ابن جريج *

এমাম এবনে হাজার বলিয়াছেন,—

(এমাম) ছালেহ মহা সত্যবাদী, কিন্তু শেষ জীবনে তাহার বুদ্ধি শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। এবনে আদি বলিয়াছেন, (এমাম) এবনে

জেয়ের ও এবনে জোরাএর প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ ছালেহের প্রথম জীবনে তাঁহার নিকট হাদিস শুনিয়াছিলেন, ইহা ছহিহ হইবে।

তায়াকিবোৎ তকরিব, উক্ত পৃষ্ঠা :—

صالح - قال ابن معين ثقة ثبت حجة لكنه خرف قبل ان يموت فسمع جماعة كمالك و قبله ابن ابي ذئب نص عليه يحيى و ابن المديني و الجوزجاني و ثقه غير واحد ●

(এমাম) এবনে ময়ীন বলিয়াছেন, ছালেহ শ্রেষ্ঠতম বিশ্বাসভাজন এমাম ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বিবেকশক্তি নষ্ট হইয়াছিল, (এমাম) মালেক ও একদল বিদ্বান সেই সময় তাঁহার হাদিস শুনিয়াছিলেন। (এমাম) এহিয়া, আলি মদিনি ও জওজজানি প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার জ্ঞানশক্তি নষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে এবনে আবি জেয়েব তাঁহার হাদিস শুনিয়াছিলেন। একাধিক এমাম তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন।

আয়নি, ৪র্থ খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা :—

الاول أن ابادأود روي بهذا الحديث و سكت عنه فهذا دليل رضاه به و انه صحيح عنده - الثاني ان يحيى بن معين الذي هو فيصل في هذا الباب قال صالح ثقه الا انه اختلط قبل موته فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة و ممن سمع منه قبل الاختلاط ابن ابي ذئب - الثالث قال ابن عبدالبر منهم من يقبل عن صالح مارواه عنه ابن ابي ذئب خاصة ●

*প্রথম কথা এই যে, (এমাম) আবু দাউদ এই হাদিছ বর্ণনা করিয়া কোনই কথা বলেন নাই, ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে এই হাদিসটী তাঁহার মতে ছহিহ এবং তিনি উহার উপর রাজি ছিলেন।

দ্বিতীয় এই যে, যে (এমাম) এছিয়া রাবিদের অবস্থা সম্বন্ধে মীমাংসাকারী (শীর্ষ স্থানীয়) ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, ছালেহ বিশ্বাস ভাজন ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বুদ্ধিশক্তি নষ্ট হইয়াছিল। যে ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞান শক্তি নষ্ট হইবার পূর্ব্বে তাঁহার হাদিছ শুনিয়াছেন, উহা বিশ্বাসযোগ্য ও দলিল হইবে। এব্নে আবি জেয়েব তাঁহার স্মৃতি নষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট হাদিছ শুনিয়াছিলেন।

তৃতীয়, এমাম এব্নে আবদুল বার বলিয়াছেন, কতক এমাম বলেন, এব্নে আবি জেয়েব যে হাদিছ ছালেহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কেবল তাহাই গ্রহনীয় হইবে।

আয়নি, ৪র্থ খণ্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা :—

واما صالح فان العجلي قال صالح ثقة و عن ابن معين انه قال صالح ثقة حجة قيل له ان مالكا ترك السماع منه قال انما ادركه مالك بعد ما كبر و خرف ـ

"(এমাম) আজালি, ছালেহ্কে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন। (এমাম) এহইয়া মঈন, ছালেহ্কে বিশ্বাস ভাজন প্রামাণ্য এমাম বলিয়া প্রকাশ করায়, কেহ তাঁহাকে বলিলেন, নিশ্চয় এমাম মালেক তাঁহার হাদিছ শ্রবণ করা ত্যাগ করিয়াছিলেন; তদুত্তরে (এমাম) এহইয়া মঈন বলেন, বৃদ্ধাবস্থায় জ্ঞান শূন্য হওয়ার পরে (এমাম) মালেক তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন।"

এব্নোল কাইয়েম 'জাদোল মায়াদ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

قلت صالح ثقة في نفسه كما قال عباس عن ابن معين و قال ابن ابي مريم ثقة قلت له ان مالكا تركه فقال ان مالكا ادركه بعد ان خرف قال علي بن المديني هو ثقة الا انه خرف و كبر فسمع منه الثوري بعد ان خرف و سماع ابن ابي ذويب عنه قبل ذلك

و هذا الحديث حسن فانه من رواية ابن ابي ذويب عنه و سماعه منه قديم قبل اختلاطه فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط ●

"আমি বলি, ছালেহ প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস ভাজন লোক, যেরূপ আব্বাছ এব্নে আবি মারইয়াম এহইয়া হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন। তিনি এহইয়াকে বলিলেন নিশ্চয় (এমাম) মালেক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, বুদ্ধি লোপ পাইবার পরে (এমাম) মালেক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, (সেই হেতু তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন।) (এমাম) আলি মদিনি বলিয়াছেন, ছালেহ, বিশ্বাসী লোক, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছিল, (এমাম) ছুফিয়ান এই অবস্থায় তাঁহার হাদিছ শুনিয়াছিলেন। এব্নে আবি জেয়েব তাঁহার বুদ্ধি লোপ পাইবার অগ্রে তাঁহার নিকট হাদিছ শুনিয়াছিলেন। (এব্নোল-কাইয়েম বলেন,) মছজিদে জানাজা নামাজ নিষিদ্ধ হইবার হাদিসটী হাছান (এক প্রকার ছহিহ্), কেন-না ইহা এবনে আবি জেয়েবের রেওয়াএত আর এবনে আবি জেয়েব এই হাদিসটী ছালেহের বুদ্ধিশক্তি নষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে তাহার নিকট শুনিয়াছিলেন, কাজেই এই বুদ্ধি লোপ, তাহার পূর্ব্বের হাদিস বাতীল করার কারণ হইতে পারে না।"

এব্নে হোমাম এমাম নাছায়ী হইতে উপরোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। ছালেহের শেষ জীবনে যেরূপ বুদ্ধিশক্তি লোপ পাইয়াছিল, তকরিব গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের ২৯ জন রাবি এইরূপ শেষ জীবনে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। যদি উক্ত রাবিদের বর্ণিত হাদিছগুলি সহিহ্ হয়, তবে ছালেহ্ বর্ণিত আবু দাউদ, এব্নে মাজা ও তাহাবির হাদিস ও সহিহ্ হইবে।

উপরোক্ত প্রমাণ সমুহে উক্ত হাদিছের সহিহ্ হওয়া প্রমাণিত হইল।

মোহাম্মদীদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ;—

মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব মাছায়েলে-জরুরিয়ার ১৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে; মছজিদে জানাজা নামাজ পড়া হাদিস হইতে সাব্যস্ত হইয়াছে।

হানীফিদের উত্তর ;—

ছহিহ, মোসলেমের ৩১২।৩১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, যে সময় হজরত ছায়াদ বেনে আব্বাছ (রাঃ) মৃত্যু-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (হজরত) আএশা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, তোমরা উক্ত লাশকে মসজিদের মধ্যে দাখিল কর, আমি তাঁহার জানাজা পড়িব, এতচ্ছ্রবণে ছাহাবাগণ তাঁহার প্রতিবাদ করিলেন, ইহাতে হজরত আয়েশা (রাঃ) শপথ স্মরণ করিয়া বলিলেন, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বয়জার দুই পুত্র ছাহল ও ছোহায়লের জানাজা মসজিদে পড়িয়াছিলেন। আরও এক হাদিছে বর্ণিত আছে, ছাহাবাগণ হজরত আএশার (রাঃ) এইরূপ কথা শুনিয়া তাহার নিন্দাবাদ করিয়া বলিলেন, জানাজার লাশ মসজিদে দাখিল করিবার নিয়ম ছিল না।

আয়নি, ৪র্থ খণ্ড, ২৩।২৪ পৃষ্ঠা :—

قال الطحاوي ان الروايات لما اختلفت عن رسول الله صلعم في هذا الباب يحتاج الى الكشف ليعلم المتاخر منها فيجعل ناسخا لما تقدم فحديث عايشة اخبار عن فعل رسول الله

صلعم في الاباحة التي لم يتقدمها شـــي و حديث ابي هريرة اخبـــار عن نهـــى رسول الله صلعم لتقـــدمه الاباحة فصار ناسخا لحديث عايشة و انكار الصحابة عليها مما يؤكد ذلـك - كذلـك حديث عايشـــة لا يخلـــو عن كلام لان جماعة من الحفاظ مثل الدار قطني وغيره عابوا على مسلم على تخريجه اياه مسندا لان الصحيح انه مرسل كما رواه مالك و الماجشون عن ابي النضر عن عايشة مرسلا و المرسل ليس بحجة عندهم و قد اول بعض اصحابنا حديث عايشة بانه صلعم انما صلي في المسجد بعذر مطر وقيل بعذر الاعتكاف و على كل تقدير الصلاة على الجنازة خارج المسجد اولى و افضل انتهى مختصرا ۔

"(এমাম) তাহাবী বলিয়াছেন, যখন এসম্বন্ধে (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে। তখন তৎসমস্তের শেষটা জানিতে পরীক্ষা করা জরুরি, তাহা হইলে শেষটা প্রথম ব্যবস্থার মনছুখকারী স্থির করা যাইতে পারে। হজরত আএশার হাদিসে নবি (ছাঃ) এর কার্য্যে মসজিদে জানাজা পড়া মোবাহ হওয়া প্রতিপন্ন হয় যাহার পূর্ব্বে অন্য ব্যবস্থা হইয়াছিল না। (হজরত) আবুহোরাএরার হাদিসে (হজরত) রাছুল (ছাঃ) কর্ত্তৃক পূর্ব্ব মোবাহ কার্য্যের নিষিদ্ধ হওয়া প্রকাশিত হয়, কাজেই ইহা (হজরত) আএশার হাদিসের মনছুখকারী হইবে। ছাহাবাগণের তাঁহার প্রতি এনকার করাও উক্ত মত সমর্থন করে। এইরূপ আএশার হাদিসটী দোষশূন্য নহে, কেননা দারকুৎনি প্রভৃতির ন্যায় একদল হাফেজে-হাদিস উক্ত হাদিসটীকে 'মোছনাদ' রূপে রেওয়াএত করায় জন্য (এমাম) মোসলেমের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, কেননা উহার 'মোরছাল' হওয়া ছহিহ, যেরূপ মালেক ওমাজেশুন

আবুল্লাজার হইতে, তিনি আএশা হইতে উহা মোরছাল রেওয়াএত করিয়াছেন। আর তাহাদের মতে মোরছাল দলীল নহে। আমাদের কোন স্বমতাবলম্বী আএশার হাদিসের এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন যে, নবি (ছাঃ) বর্ষার আপত্তিতে মসজিদে জানাজা পড়িয়াছিলেন। কেহ কেহ 'এ'তেকাফের ওজোরের' কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যেক অবস্থায় মসজিদের বাহিরে জানাজা পড়া উত্তম ও সমধিক ফলদায়ক।"

মোয়াত্তায় মালেকে বর্ণিত আছে যে, হজরত ওমারের (রাঃ) জানাজা মসজিদে পড়া হইয়াছিল।

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ ;—

قال محمد لا يصلى على جنازة فى المسجد و كذلك بلغنا عن ابي هريرة و موضع الجنازة بالمدينة خارج المسجد و هوالموضع الذي كان النبي صلعم يصلى على الجنازة فيه ●

(এমাম) মোহাম্মদ উক্ত হাদিস বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, আমি হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে মছজিদে জানাজা নিষিদ্ধ হইবার একটী হাদিছ পাইয়াছি। মদিনা শরিফে জানাজা পড়িবার একটী পৃথক স্থান ছিল, স্বয়ং (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) তথায় জানাজা পড়িতেন।"

এমাম কাছেম বেনে কতলুবাগা লিখিয়াছেন, কোনও আপত্তি বা বিশেষ কারণ বশতঃ হজরত ওমারের (রাঃ) জানাজা মছজিদে পড়া হইয়াছিল।

অনুপস্থিত লাশের জানাজা পড়া নিষিদ্ধ হইবার দলীল।

—•—

ছহিহ্ বোখারি (মিছরি ছাপা), ৫৮ পৃষ্ঠা :—

عن ابي هريرة ان رجلا اسود او امراة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلعم عنه فقالوا مات قال افلا كنتم اذنتموني به دلوني على قبره او قال على قبرها فاتى قبره فصلى عليها ٭

(হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় একটী হাব্‌শী পুরুষ বা স্ত্রীলোক মসজিদের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিত, সেই লোকটীর মৃত্যু হইলে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) তাহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন, সে লোকটীর মৃত্যু হইয়াছে। (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিলেন, তোমরা কি জন্য আমাকে সংবাদ প্রদান কর নাই ? তাহার কবরের নিকট আমাকে লইয়া চল। তৎপরে তিনি তাহার কবরের নিকট পৌঁছিয়া তাহার জানাজা পড়িলেন।" এই হাদিছে প্রমাণিত হইল যে, অনুপস্থিত লাশের উপর জানাজা পড়া জায়েজ নহে, নচেৎ জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) উপরোক্ত ব্যক্তির কবরের নিকট গমন করিতেন না, বরং সংবাদ স্থলে অনুপস্থিত ভাবে জানাজা পড়িতেন।

মোহাম্মদী মৌলবী সাহেবের প্রশ্ন।

মৌলবী আব্বাছ আলি ছাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ার ১৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বোখারি ও মোসলেমে বর্ণিত হইয়াছে যে, হাব্‌শী বাদশাহ্‌ নাজ্জাশী আপন দেশে মরিয়াছিলেন, জনাব (হজরত) নবি করিম (ছাঃ) মদিনা শরিফে তাঁহার জানাজা পড়িয়াছিলেন; তাহা হইলে অনুপস্থিত লাশের উপর জানাজা পড়া জায়েজ হইবে।

হানাফীদের উত্তর।

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ :—

الا يرى انه صلى على النجاشي بالمدينة وقد مات بالحبشة فصلوة رسول الله صلعم بركة وطهور فليست كغيرها من الصلوات وهو قول ابي حنيفة •

(এমাম) মোহাম্মদ বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) হাব্‌শায় (হাবেশে) মৃত্যুপ্রাপ্ত নাজ্জাশির জানাজা মদিনা শরিফে পড়িয়াছিলেন, হজরত (ছাঃ) এর নামাজ বরকত ও গোনাহ মাফের কারণ ছিল, কাজেই অন্য লোকের নামাজের তুল্য নহে, ইহা আবু হানিফার মত।

আয়নি, ৪র্থ খণ্ড, ১৩২।১৩৩ পৃষ্ঠা :—

وقد ذهب بعض العلماء الى كراهة الصلاة على الميت الغائب وزعموا ان النبي صلعم كان مخصوصا بهذالفعل اذ كان حكم المشاهد للنبي صلعم لما روى في بعض الاخبار انه قد سويت له الارض حتى يبصر مكانه - (الى) •

و رد ما يدل على ذلك فروي ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن الحصين ان النبي صلعم قال ان اخاكم النجاشي توفي فقوموا صلوا عليه فقام رسول الله صلعم و صفوا خلفه فكبر اربعا وهم لا يظنون الا ان جنازته بين يديه و لابي عوانة من طريق ابان وغيره عن يحيى فصلينا خلفه و نحن لا نرى الا ان الجنازة قدامنا و ذكر الواحدي في اسبابه عن ابن عباس قال كشف للنبي صلعم عن سرير النجاشي حتى رأه و صلى عليه و يدل على ذلك ان النبي صلعم لم يصل على غائب غيره و قد مات من الصحابة خلق كثير و هم غائبون عنه و سمع بهم فلم يصل عليهم الا غائبا واحدا ورد انه طويت له الارض حتى حضره و هو معاوية المزني الخ ٭

কতক সংখ্যক আলেম বলিয়াছেন, অনুপস্থিত মৃতের জানাজা পড়া মকরুহ, এবং তাঁহারা ধারণা করিয়াছেন যে, নাজাশির জানাজা পড়া জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) খাস্ কাজ ছিল, কেননা নাজাশির লাস তাঁহার সম্মুখে ছিল, যেমন কোন কোন হাদিছে বর্ণিত আছে যে, জমি তাঁহার জন্য সমতল বা সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল, এমন কি তিনি লাসের স্থান দেখিতে ছিলেন।

(এমাম) এবনে হাব্বান, ছহিহ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, (হজরত) এমরান বেনে হোছাএন বলেন, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বর্ণনা করিয়াছিলেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাশি মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা তাঁহার জানাজা পড়িতে দণ্ডায়মান হও, তৎপরে (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) দাঁড়াইলেন এবং সাহাবাগণ তাঁহার পশ্চাতে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনি চারি বার তকবির

পড়িলেন, কিন্তু ছাহাবাগণ ইহাই ধারণা করিলেন যে, নিশ্চয় নাজাশির লাস (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) সম্মুখে ছিল। (এমাম) জাবি ওয়ানা, আবান প্রভৃতি বিদ্বানদের ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন, এহইয়া বলিয়াছেন, আমরা (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) পশ্চাতে (নাজাশির) জানাজা পড়িয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই ছিল যে, নাজাশির লাস আমাদের সম্মুখে আছে।

এমাম ওয়াহিদী 'আছবাবে' বর্ণনা করিয়াছেন যে, (হজরত) এবনো আব্বাছ (রাজিঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) সম্মুখে নাজাশির জানাজার তক্তা (কাষ্ঠ ফলক) প্রকাশ করা হইয়াছিল; এমন কি তিনি উহা নিজ চক্ষে দেখিয়া তাঁহার জানাজা পড়িয়াছিলেন। বহু সংখ্যক সাহাবা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) অনুপস্থিতে মৃত্যু পাইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের জানাজা পড়েন নাই, কেবল মোয়াবিয়া মোজানী তাঁহার অনুপস্থিতে মৃত্যু পাইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার জানাজা পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ইহাও হাদিসে আছে যে, জমি তাঁহার জন্য সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল, এমন কি তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণিত হয়, যে, নাজাসির জানাজা পড়া খাস্ জনাব হজরত নবি (ছাঃ) করিমের ব্যবস্থা ছিল।

আয়নি, ৪র্থ খণ্ড ২৫ পৃষ্ঠা :—

و وقع في كلام ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشي فقال بدليل اطباق الامة على ترك العمل بهذا الحديث قال و لم اجد للحد من العلماء اجازة الصلوة على الغائب الا ما ذكرہ ابن زيد عن عبد العزيز بن ابي سلمة - و قال ابن عبدالبر اكثر اهل العلم يقولون ان ذلك مخصوص به *

"এবনে বাত্তাল বলিয়াছেন, নাজ্জাশির জানাজা পড়া জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) জন্য খাস্ হুকুম ছিল; ইহার প্রমাণ এই যে, (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) উম্মত এই হাদিস অনুযায়ী কাজ করা ত্যাগ করিয়াছেন। কোনই আলেম অনুপস্থিত মৃতের জানাজা পড়া জায়েজ বলে না; এবনে অয়েস বলেন, কেবল আবদুল আজিজ বেনে আবি ছাল্‌মা উহা জায়েজ বলেন। (এমাম) এবনে আবদুল বার বলিয়াছেন, অধিকাংশ মোজতাহেদ বিদ্বান্‌গণ বলেন, নাজ্জাশির জানাজা পড়া (হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) পক্ষে খাস হুকুম ছিল।"

মূলকথা এই যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) অনুপস্থিত লাশের জানাজা পড়েন নাই। যদিও তিনি বিদেশে মৃতুপ্রাপ্ত নাজাশি ও মায়াবিয়ার জানাজা পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) সম্মুখে আনীত হইয়াছিলেন; তাহা হইলে জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) অনুপস্থিত লাশের জানাজা পড়া সাব্যস্ত হয় না। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, অনুপস্থিত লাশের জানাজা পড়া জায়েজ না হওয়া দলীল সঙ্গত মত।

জানাজা নামাজে একবার মাত্র দুই হাত উঠাইবার দলীল।

ছহিহ তেরমেজি, ১২৭ পৃষ্ঠা:—

عن ابي هريرة ان رسول الله صلعم كبر على جنازة

فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ اَوَّلِ تَكْبِيْـــرَةٍ ●

"(হজরত) আবু হোরায়রা (রা:) বলিয়াছেন, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছা:) একটী জানাজায় তকবির পড়িয়া প্রথম তকবিরে দুই হাত উঠাইয়াছিলেন। এমাম তেরমেজি এই হাদিসকে 'গরিব' বলিয়াছেন, (উহাও এক প্রকার ছহিহ)।

আয়নি ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা :—

وزاد الدارقطني ثم لا يعود و عن ابن عباس عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير و في المبسوط ان ابن عمر و عليا رض قالا لاترفع يديه فيها الا عند تكبيرة الاحرام و حكاه ابن حزم عن ابن مسعود و ابن عمر ثم قال لم يأت بالرفع فيما عدا الاولى نص ولا اجماع و حكى في المصنف عن الاشعي و الحسن ابن صالح ان الرفع في الاولى فقط و حكي ابن المنذر الاجماع على الرفع في اول تكبيرة ●

"(এমাম) দারকুৎনি, হজরত আবু হোরায়রার (রাজ:) ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (জনাব হজরত নবি করিম (ছা:) জানাজার প্রথম তকবিরে দুই হাত উঠাইতেন) এবং তৎপরে অন্য তকবিরে হাত উঠাইতেন না।"

(এমাম) দারকুৎনি, (হজরত) এব্নে আব্বাছের (রা:) ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছা:) জানাজার কেবল প্রথম তকবিরে দুই হাত উঠাইতেন। এই হাদিসের একজন রাবির নাম হাজ্জাজ বেনে নছির। (এমাম দারকুৎনি এই হাদিসের প্রতি কোনও রূপ দোষারোপ করেন নাই।) মবছুত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, (হজরত) এবনে ওমার (রা:) ও (হজরত) আলি (রা:) বলিয়াছেন, (জানাজা নামাজে) কেবল তকবির তহরিমা কালে দুই

হাত উঠাইতে হইবে। এব্‌নে হাজ্‌ম, (হজরত) এবনে মছউদ (রাঃ) ও এবনে ওমার (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জানাজায় কেবল প্রথম তক্‌বিরে দুই হাত উঠাইতে হইবে। তৎপরে এবনে হাজ্‌ম বলিয়াছেন, প্রথম তকবির ভিন্ন অন্য তকবিরে দুই হাত উঠাইবার দলীল হাদিস কিম্বা এজমাতে নাই।

'মোছান্নাফ' গ্রন্থে (এমাম) নখয়ী ও হাছান বেনে ছালেহ হইতে বর্ণিত আছে যে, জানাজার কেবল প্রথম তকবিরে দুই হাত উঠাইতে হইবে।

(এমাম) এব্‌নে মোন্‌জার বর্ণনা করিয়াছেন যে, জানাজা নামাজে প্রথম তক্‌বিরে দুই হাত উঠাইবার প্রতি বিদ্বানগণের এজমা হইয়াছে।

মোহাম্মদী মৌলবির প্রশ্ন।

মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব মাসায়েলে জরুরিয়ার ১৪৮।১৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, জানাজার প্রত্যেক তক্‌বিরে দুই হাত উঠাইতে হইবে, ইহার প্রমাণ সহিহ বোখারি ও বয়হকিতে আছে।

হানাফিদের উত্তর :—

আয়নি, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা :—

قلت قوله و يرفع يديه مطلق يتناول الرفع في اولى التكبيرات و يتناول الرفع في جميعها و عدم تقييد البخاري ذلك يدل على ان الذي رواه في كتاب رفع اليدين غير مرض عنده لو كان رضي به لكان ذكره في الصحيح او قيد قوله و يرفع يديه بلفظ في التكبيرات كلها على ان قد ذكرنا عن قريب ان ابن حزم حكي عن ابن عمر انه لم يرفع الا في الاولى و قال لم يأت فيهما عدا الاولى نص و لا اجماع ●

অর মর্ম্ম ;—(এমাম) বোখারি 'রফয়োল-ইয়াদাএন' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, হজরত এব্‌নে ওমার (রাজিঃ) জানাজার প্রত্যেক তক্‌বিরে দুই হাত উঠাইতে বলিয়াছেন, কিন্তু উক্ত এমাম বোখারি সহিহ বোখারিতে লিখিয়াছেন যে, হজরত এবনে ওমার (রাঃ) জানাজা নামাজে দুই হাত উঠাইতেন ; এস্থলে তিনি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেন নাই যে, কেবল প্রথম তক্‌বিরে দুই হাত উঠাইতে হইবে, কিম্বা প্রত্যেক তক্‌বিরে দুই হাত উঠাইতে হইবে ; ইহাতে প্রমাণিত হই-তেছে যে, রফয়োল-ইদাএন পুস্তকের উল্লিখিত প্রত্যেক তক্‌বিরে দুই হাত উঠান এমাম বোখারির মনোনীত মত নহে, নচেৎ তিনি উহা সহিহ্‌ বোখারিতে বর্ণনা করিতেন। দ্বিতীয়, ইতিপূর্ব্বে এবনে হাজ্‌ম হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত এবনে ওমার (রাঃ) জানাজার কেবল প্রথম তক্‌বিরে দুই হাত উঠাইতেন ; (তাহা হইলে হজরত এবনে ওমারের (রাঃ) কথাও দলীল হইতে পারে না।) এবনে হাজ্‌ম আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, জানাজার প্রথম তক্‌বির ভিন্ন অন্য তক্‌বিরে দুই হাত উঠাইবার দলীল কোন সহিহ্‌ হাদিস বা এজমাতে নাই।"

তৃতীয়, যদিও হজরত এব্‌নে ওমার (রাঃ) প্রত্যেক তক্‌বিরে দুই হাত উঠাইয়া থাকেন, তথাচ উহা মোহাম্মদিদিগের পক্ষে দলীল হইতে পারে না ; কেননা তাঁহারা সাহাবার কার্য্যকে দলীল বলিয়া স্বীকার করেন না। পাঠক, মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব লিখিয়া-ছেন যে, সহিহ্‌ বোখারিতে জানাজার প্রত্যেক তক্‌বিরে দুই হাত উঠাইবার দলীল আছে, কিন্তু আপনারা দেখিলেন ত যে, উহাতে এইরূপ কোনই হাদিস নাই, কেবল হজরত এব্‌নে ওমারের (রাঃ) মত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও প্রত্যেক তক্‌বিরে দুই হাত উঠান সাব্যস্ত হয় না। আরও তিনি লিখিয়াছেন যে, বয়হকিতে ইহার দলীল আছে, কিন্তু উক্ত কেতাবে এমন কোন দলীল থাকিলে, এব্‌নে

হাজম বলিতেন না যে, প্রত্যেক তকবিরে দুই হাত উঠাইবার প্রমাণ কোন হাদিসে নাই; অবশ্য দারকুৎনিতে এবনে ওমারের (রাঃ) মত বর্ণিত আছে। মূলকথা এই যে, জানাজার প্রত্যেক তকবিরে দুই হাত উঠাইবার দলীল কোন ছহিহ হাদিসে নাই।

তায়াম্মমে দুইবার মাটিতে হাত মারিবার (মর্দ্দন করিবার) ও হাতের দুই কনুই অবধি মোছেহ (মর্দ্দন) করিবার দলীল।

আয়নি, ২য় খণ্ড, ৫৩৫ ও ৫৪০ পৃষ্ঠা :—

فقال ابو جهيم اقبل النبي صلعم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه النبي صلعم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه و يديه ثم رد عليه السلام رواه البخاري الخ ●

"ছহিহ বোখারিতে বর্ণিত আছে, হজরত আবু জোহায়েম (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) 'জোমাল' নামক কূপের দিক হইতে আগমন করিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছালাম জানাইল, (কিন্তু হুজুর উহার উত্তর না দিয়া) একটী প্রাচীরের নিকট গমন করিলেন; তৎপরে তিনি চেহরা (বদন মণ্ডল) ও দুই হাত মোছেহ করিলেন, অবশেষে উক্ত ব্যক্তির ছালামের উত্তর দিলেন।

ছহিহ্ আবুদাউদে হজরত এব্নে ওমার (রাঃ) হইতে এই মর্ম্মের একটী হাদিছ বর্ণিত আছে।

এব্নে মাজা, হাকাম ও ছাল্মা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা হজরত আবদুল্লাহ্ বেনে আবি আওফার (রাঃ) নিকট তায়াম্মমের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) হজরত আম্মার (রাঃ) কে এইরূপ করিতে হুকুম করিয়া ছিলেন, তৎপরে তিনি দুই হাত জমির উপর মারিয়া (ঘর্ষণ করিয়া) উহা পরিষ্কার করিলেন এবং মুখমণ্ডল মোছেহ্ করিলেন। এমাম হাকাম বলিয়াছেন, তৎপরে তিনি দুই হাত মোছেহ্ করিলেন। এমাম ছাল্মা বলিয়াছেন, তৎপরে তিনি দুই হাত কনুই অবধি মোছেহ্ করিলেন।

আবুদাউদ ও এব্নে মাজা, হজরত আম্মার (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে সময় ছাহাবাগণ (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) সহিত তায়াম্মম করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁহাদিগকে হুকুম করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা হাতের তালু মাটিতে মারিলেন, কিন্তু মাটীর কোন অংশ হাতে লইলেন না ; তৎপরে তাঁহারা একবার চেহ্রা মোছেহ্ করিলেন, পুনরায় মাটিতে হাতের তালু মারিয়া হাত মোছেহ্ করিলেন।

(এমাম) আবুদাউদ বলিয়াছেন, এইরূপ এব্নে ইস্হাক ও ইউনোছ, (হজরত) এব্নে আব্বাছ (রাঃ) হইতে দুই বার মাটিতে হাত মারিবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। (এমাম) মোয়াম্মার দুইবার মাটিতে হাত মারিবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। (এমাম) শাবী কনুই অবধি হাত মোছেহ্ হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। (হজরত) আবদুর রহমান বেনে আব্জা বলিয়াছেন, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) (তায়াম্মমে) দুই হাতের কনুই অবধি মোছেহ্ করিতে বলিয়াছেন।

(এমাম) বয়হকি ছহি ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) হজরত আম্মার (রাঃ) কে দুই কনুই অবধি মোছেহ্ করিতে বলিয়াছিলেন।

এমাম নাবাবী ছহিহ্ মোছলেমের টীকার ১৬০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

فمذهبنا و مذهب الاكثرين انه لا بد من ضربتين ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المرفقين و ممن قال بهذا من العلماء على بن ابي طالب و عبد الله بن عمر و الحسن البصري و الشعبي و سالم بن عبد الله بن عمرو سفين الثوري و مالك و ابوحليفة و اصحاب الراي و آخرون رضى الله عنهم اجمعين *

"আমাদের ও অধিকাংশ বিদ্বানের মজহাবে দুইবার হাতমারা জরুরি, মুখমণ্ডল (মাছাহ করার) জন্য একবার হাত মারা ও কনুই সমেত দুই হাত (মোছাহ করার) জন্য দ্বিতীয় বার হাত মারা। আলেমগণের মধ্যে আলি বেনে আবিতালেব, আবদুল্লাহ বেনে ওমার হাছান বাসারি, শাবি, ছালেম বেনে আবদুল্লাহ বেনে ওমার, ছুফইয়ান ছওরি, মালেক, আবু হানিফা, আহলোরায় ও অন্যান্য এমামগণ (রাঃ) উপরোক্ত মতাবলম্বন করিয়াছেন।"

মোহাম্মদিদিগের প্রশ্ন।

মাচায়েলে জরুরিয়ার ২২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে ছহিহ বোখারি ও মোসলেমে হজরত আম্মার হইতে জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) একটী হাদিছ বর্ণিত আছে যে, তায়াম্মমে কেবল একবার মাটিতে হাত মারিয়া চেহ্রা ও দুই হাতের কব্জা পর্য্যন্ত মাছহ্ করিতে হইবে। হাতের কনুই পর্য্যন্ত মোছেহ্ করিবার কোন ছহি হাদিছ নাই।

হানিফিদের উত্তর ;—

—০—

আয়নি, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা :—

و اجابوا عن هذا المراد ههنا صورة الضرب للتعليم و ليس المراد جميع ما يحصل به التيمم و قد اوجب الله غسل اليدين الى المرفقين فى الوضوء ثم قال فى التيمم فامسحوا بوجوهكم و ايديكم و الظاهر ان اليد المطلقة ههنا هى المقيدة فى الوضوء من اول الاية فلا يترك هذا الصريح الا بدلالة صريح ٭

"আলেমগণ বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) উপরোক্ত হাদিছে হজরত আম্মার (রাঃ) কে মাটিতে হাত মর্দ্দন করিবার ভাবটী শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে তায়াম্মমের সমস্ত ব্যবস্থা বর্ণনা করেন নাই। (সেই হেতু) তায়াম্মমে নিয়ত করিবার কথাও উক্ত হজরত আম্মারের হাদিসে বর্ণিত হয় নাই। মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব মাছায়েল জরুরিয়ার ২২ পৃষ্ঠায় তায়াম্মমে নিয়তের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত আম্মারের হাদিসে তায়াম্মামের সমস্ত ব্যবস্থা উল্লিখিত হয় নাই।) খোদাতায়ালা কোরাণ শরিফে ওজুতে দুই হাত কনুই পর্য্যন্ত ধৌত করা ফরজ করিয়াছেন; তৎপরে তায়াম্মমের আয়তে বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের চেহ্‌রা ও দুই হাত মোছেহ কর। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ওজুর আয়তের প্রথমাংশে হাতের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে তায়াম্মোমে হাতের সেই পরিমাণ হইবে। এইরূপ স্পষ্ট হুকুম স্পষ্ট দলীল ব্যতীত পরিত্যক্ত হইতে পারে না।"

আয়নি, ২য় খণ্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা :—

قال الطحاوي وغيره ان حديث عمار لايصلح حجة في كون التيمم الى الكفين و الكوعين او المرفقين او المنكبين او الابطين كما ذهبت الى كل واحد طائفة من اهل العلم و ذلك لاضطرا به كما قد رأيت فلذلك قال الترمذي و قد ضعف بعض اهل العلم حديث عمار في التيمم للوجه و الكفين لما روي عنه حديث المناكب و الاباط ٭

(এমাম) তাহাবি প্রভৃতি বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, তায়াম্মমে হাতের কব্জা, কনুই, স্কন্ধ কিম্বা বোগল অবধি মোছেহ্ করা সম্বন্ধে আম্মারের হাদিস দলীল হইতে পারে না, যেরূপ এক এক প্রকার মত প্রত্যেক দল বিদ্বানগণ (হজরত আম্মারের হাদিস হইতে) গ্রহণ করিয়াছেন; কেননা যেরূপ তুমি দেখিলে, উক্ত হাদিসটী ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হওয়ায় 'মোজতারেব' হইয়াছে। সেই হেতু এমাম তেরমেজি বলিয়াছেন, কতক সংখ্যক এমাম তায়াম্মোম চেহ্রা ও দুই হাতের কব্জা অবধি মোছেহ্ করিবার সম্বন্ধে (হজরত আম্মারের হাদিসটী জইফ্ বলিয়াছেন; কেননা উক্ত ছাহাবা হইতে তায়াম্মমে স্কন্ধ ও বোগল পর্য্যন্ত মোছেহ করিবার হাদিসও বর্ণিত হইয়াছে।"

আয়নি, ঐ খণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা :—

و لما كانت لعمار في هذا الباب احاديث مختلفة مضطربة و ذهب كل واحد من المذكورين الى حديث كان الرجوع في ذلك الى ظاهر الكتاب و يدل على ضربتين ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المرفقين قياسا على الوضوء و اتباعا بما روي في

ذلك من الاحاديث تدل على الضربتين احداهما للوجه و الاخرى لليدين الى المرفقين - منها حديث الاسلع بن شريك التميمي خادم النبي صلعم ذكرناه فيما مضى عن قريب و فيه ضربتان رواه الطحاوي و الطبراني و الدار قطني و البيهقي و منها حديث ابن عمر رواه الدار قطني مرفوعا من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلعم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المرفقين و منها حديث جابر رض رواه الدار قطني من حديث ابي الزبير عن جابر عن النبي صلعم قال التيمم ضربة للوجه و ضربة للذراعين الى المرفقين و اخرجه البيهقي ايضاً و الحاكم ايضاً من حديث اسحق الحربي وقال هذا اسناد صحيح و قال الذهبي ايضاً اسناده صحيح ولا يلتفت الى قول من يمنع صحته ●

"যখন এ সম্বন্ধে আছারের ভিন্ন ভিন্ন শৃঙ্খলা বিহীন (মোজতাবের) হাদিস (উল্লিখিত) আছে এবং উল্লিখিত বিদ্বানগণের প্রত্যেকে এক এক হাদিসের দিকে গিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে কোরআন শরিফের স্পষ্ট মর্ম্মে রুজু করিতে হইবে, ওজুর নজিরে কোর-আন শরিফের স্পষ্ট ভাবে একবার মুখমণ্ডল (মাছাহ করার) জন্য এবং দ্বিতীয়বার কনুই সমেত দুই হাত (মাছাহ করার) জন্য এই দুইবার হাত মারা সপ্রমাণ হয়, ইহাতে এই সংক্রান্ত অন্যান্য হাদিসগুলির অনুসরণ করা হইবে যে সমস্তে দুইবার হাত মারা সাব্যস্ত হয়—একবার মুখমণ্ডলের জন্য এবং দ্বিতীয়বার কনুই সমেত দুই হাতের জন্য।"

(এমাম) তাহাবি, তেবরাণি, দারকুৎনি ও বয়হকি (হজরত) নবি (ছাঃ) এর খাদেম আছলা বেনে শরিক তামিমি হইতে (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) দুই বার মাটির উপর হাত মারিবার

হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। (এমাম) দারকুৎনি, (হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, তায়াম্মম করিতে জমির উপর দুই বার হাত মারিতে হইবে, আর একবার মাটিতে হাত মারিয়া চেহ্‌রা মোছেহ্‌ করিতে হইবে, আর একবার মাটিতে হাত মারিয়া দুই হাত কনুই অবধি মোছেহ্‌ করিতে হইবে। (এমাম) দারকুৎনি, (হজরত) জাবের হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, তায়াম্মমে প্রথম বার মাটিতে হাত মারিয়া চেহ্‌রা মোছেহ্‌ করিতে হইবে এবং দ্বিতীয় বার মাটিতে হাত মারিয়া দুই হাত কনুই পর্য্যন্ত মোছেহ্‌ করিতে হইবে।

(এমাম) বয়হকি ও হাকেম, ইস্‌হাক হারাবির সনদে উক্ত হাদিসটী বর্ণনা করিয়াছেন। (এমাম) হাকেম বলিয়াছেন, এই ছনদটী সহিহ। (এমাম জাহাবি বলিয়াছেন, এই ছনদটী সহিহ, যিনি এই হাদিসটী সহিহ্‌ বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহার কথাই অগ্রাহ্য।

প্রস্তর, বালুকা ইত্যাদি জমি (ভূ-পৃষ্ঠ) জাতীয় বস্তু সকলের উপর তায়াম্মম করা জায়েজ হইবার দলীল।

—০—

প্রথম প্রমাণ, কোরআন ;—

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ۝

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, তোমরা পাক ভূ-পৃষ্ঠের উপর তায়াম্মম কর।"

পাঠক, উক্ত আয়তে আরবি 'ছইদ' শব্দের উল্লেখ আছে-ইহার অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

আয়নি, ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা :—

قال الاصمعي الصعيد الارض و حكاه ابن العربي و كذلك قاله الخليل و ثعلب و قال الزجاج في المعاني الصعيد وجه الارض ترابا كان اوصخرا لاتراب عليه قال تعالى صعيدا زلقا فاعلمك ان الصعيد يكون زلقا و لاتبالي اكان في الموضع تراب ام لم يكن لان الصعيد ليس اسما للتراب انما هو وجه الارض *

"আছমায়ী, এবনোল-আরাবি, খলিল ও ছায়ালেব বলিয়াছেন, 'ছইদ' শব্দের অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। জাজ্জাজ, 'মায়ানিতে' বলিয়াছেন, ছইদ শব্দের অর্থ ভূপৃষ্ঠ; মৃত্তিকা হউক বা মৃত্তিকামশূন্য প্রস্তর হউক; কেননা খোদাতায়ালা (কোরাণ শরিফে) হড়্কান স্থানকেও (যে স্থানে পদস্খলিত হয়) ছইদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে তিনি তোমাকে অবগত করাইয়াছেন যে, ছইদ হড়কান স্থানে হইবে। এজন্য তুমি চিন্তা করিওনা যে, উক্ত স্থানে মৃত্তিকা আছে কিনা? কেননা ছইদের অর্থ মৃত্তিকার নাম নহে, বরং ভূপৃষ্ঠকে ছইদ বলা হয়।" এইরূপ তফছির কবির, আবু ছউদ বয়জবি, মাদারেক, কাশ্শাফ ও আহ্মদিতে 'ছইদ শব্দের অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ লিখিত আছে।

পাঠক, যদিও কেহ কেহ উক্ত শব্দের অর্থ কেবল মৃত্তিকা লিখিয়াছেন, তথাচ উহা অধিকাংশ আভিধানিক পণ্ডিতের মতের বিরুদ্ধ হওয়ায় গ্রহণীয় হইতে পারে না; অতএব কোরাণ শরিফের

উক্ত আয়ত হইতে সাব্যস্ত হইল যে, প্রস্তর, বালুকা ইত্যাদির উপর তায়াম্মোম করা জায়েজ হইবে।

২য় প্রমাণ, সহিহ্ বোখারি :—

وجعلت لي الارض مسجدا و طهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلوة فليصل *

(জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন), "জমি তোমাদের জন্য মসজিদ ও পাককারী করা হইয়াছে। আমার যে কোন উম্মত নামাজের অক্ত পাইবে, (তায়াম্মম করিয়া) নামাজ পড়িবে।"

আয়নি, ২য় খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা :—

الثالث في قوله فايما رجل ادركته الصلوة فليصل يعني يتيمم و يصلي دليل على انه لا يشترط التراب اذا تدركه الصلوة في موضع من الارض لاتراب عليه بل رمل اوجص اوغيرهما و قال النوري احتج به مالك و ابو حنيفة في جواز التيمم بجميع اجزاء الارض *

"উপরোক্ত হাদিস হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, (যে বস্তুর উপর তায়াম্মম করিতে হইবে,) উহার মৃত্তিকা হওয়া শর্ত্ত নহে; কেননা (কখন) এমন জমিতে নামাজের অক্ত উপস্থিত হইতে পারে, যে স্থানে বালুকা, চুণা ইত্যাদি ভিন্ন মৃত্তিকা না থাকে, (মৃত্তিকা তায়াম্মমের শর্ত্ত হইলে, বালুকাময় স্থানে নামাজের অক্ত উপস্থিত হইলে, তায়াম্মম করা ও নামাজ পড়া সম্ভব হইবে না এবং উপরোক্ত হাদিসের মর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া যাইবে।) (এমাম) নাবাবি বলিয়াছেন, (এমাম) মালেক ও এমাম আবু হানিফা (রাঃ) জমি জাতীয় যাবতীয়

এই হাদিস হইতে পৃথক্ পৃথক্ পানি দ্বারা কুল্লী করা ও নাসিকায় পানি দেওয়া সাব্যস্ত হইল।

সহিহ্ আবুদাউদ, ১৯ পৃষ্ঠা :—

فرأيته يفصل بين المضمضة و الاستنشاق *

"রাবি বলেন, আমি (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) কে দেখিয়াছিলাম যে, তিনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কুল্লী করিতেন এবং নাসিকায় পানি দিতেন।"

ফৎহোল-কদির, ১০ পৃষ্ঠা :—

روي الطبراني ان رسول الله صلعم توضا فمضمض ثلثا و استنشق ثلثا ياخذ لكل واحدة ماء جديدا *

তেবরানী বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) অজু করিতে তিন বার কুল্লী করিয়াছিলেন এবং তিন বার নাসিকায় পানি দিয়াছিলেন, প্রত্যেক বারের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পানি লইয়াছিলেন।

মস্তক ও দুই কর্ণের মধ্যভাগ এক পানিতে মাছাহ করিবার দলীল।

ফৎহোল কদির, ১০।১১ পৃষ্ঠা :—

اخرج ابوداؤد و الترمذي و ابن ماجة عن ابي امامة قال توضا رسول الله صلعم و مسح براسه و قال الاذنان من الراس و اخرج ابن ماجة عن عبد الله بن زيد قال رسول الله

صلعم الاذنان من الراس و اخرج الدار قطني عن ابن عباس انه عم قال الاذنان من الراس - و اخرج ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم عن ابن عباس فمسح بها راسه و اذنيه و بوب عليه النسائي باب مسح الاذنين مع الراس و اما ما روى انه عم اخذ لاذنيه ماء جديدا فيجب حمله على انه لفناء البلة قبل الاستيعاب توفيقا بينه و بين ما ذكرنا و اذا انعدمت البلة لم يكن بدمن الاخذ كمالو انعدمت في بعض عضو واحد و لورجحنا ما روينا كان اكثر و اشهر فقد روى من حديث ابي امامة و ابن عباس و عبد الله بن زيد كما ذكرنا و ابي موسي الاشعري و ابي هريرة و انس و ابن عمر و عايشة رضي الله عنهم بطرق كثيرة انتهى ملخصا *

(এমাম) আবু-দাউদ, তেরমেজি ও এব্‌নে মাজা, (হজরত) আবু ওমামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) অজু করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি মস্তক মাছাহ্ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দুইটী কর্ণ মস্তকের অন্তর্গত (অর্থাৎ মস্তক মাছাহ্ করিয়া অবশিষ্ট পানি হইতে দুই কর্ণের মধ্য ভাগ মাছাহ করিতে হইবে, উহার জন্য পৃথক্ পানি লইতে হইবে না)। এইরূপ এব্‌নে মাজা, (হজরত) আবদুল্লাহ বেনে জয়েদের ছনদে; দারকুৎনি, (হজরত) এব্‌নে আব্বাছের ছনদে; এব্‌নে খোজায়মা, এব্‌নে হাব্বান ও হাকেম (হজরত) এব্‌নে আব্বাছের ছনদে (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) হইতে উপরোক্ত প্রকার হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম নাছায়ী দুইটী কর্ণ মস্তকের সহিত মাছাহ্ করিবার একটী অধ্যায় লিখিয়াছেন। আর যে হাদিসে আছে যে, হজরত (ছাঃ) দুই কর্ণ মাছাহ করিতে পৃথক্ পানি লইয়াছিলেন, হাদিছের

বিরোধ ভাব ভঞ্জন করিবার জন্য উহার এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) সম্পূর্ণ মস্তক মাছাহ্ করিতে গিয়া তাঁহার দুই হস্তে আর পানি ছিল না; (সেই হেতু তিনি পুনরায় পানি লইয়া কর্ণদ্বয় মাছাহ্ করিয়াছিলেন।) পানি শেষ হইয়া গেলে, অন্য পানি গ্রহণ করা জরুরি যেরূপ কোন অঙ্গের একাংশের জন্য পানি যথেষ্ট না হইলে নূতন পানি লওয়া জরুরি। এব্নে আব্বাছ, আবু ওমামা ও আবদুল্লাহ্ বেনে জয়েদের (রাঃ) বর্ণিত হাদিস সমূহে মস্তক ও কর্ণদ্বয়ের মধ্যভাগ এক পানিতে মাছাহ করিবার ব্যবস্থা আছে, এইরূপ (হজরত) আবু মুছা, আবু হোরায়রা, আনাছ, এবনে ওমার, আএশা ছিদ্দিকার (রাঃ) বহু ছনদে বর্ণিত হাদিসগুলিতে উপরোক্ত এক প্রকার ব্যবস্থা আছে; এক্ষেত্রে যদি আমরা প্রবল মত অনুসন্ধানে রত হই, তবে আমাদের রেওয়াএতগুলি সংখ্যায় অধিক ও সমধিক প্রসিদ্ধ।

মস্তক মাছাহ্ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কেবল পাগড়ী মাছাহ্ করিলে, ওজু জায়েজ না হইবার দলীল।

কোরআন, ছুরা মায়েদা ;—

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

(খোদা তায়ালা বলিয়াছেন,) "তোমরা (ওজুতে) তোমাদের মস্তক মাছাহ্ কর।" কোরআন শরিফের এই আদেশ অনুযায়ী

মস্তক মাছাহ্ করা ফরজ সাব্যস্ত হইতেছে; যদি কেবল পাগড়ী মাছাহ্ করিলে ওজু জায়েজ হইত, তবে কোরআন শরিফে মস্তক মাছাহ করিবার হুকুম থাকিত না।

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ, ৭০ পৃষ্ঠা :—

انه سئل عن العمامة فقال لا حتى يمس الشعر الماء ●

"নিশ্চয় (হজরত) জাবের (আঃ) কে পাগড়ীর উপর মাছাহ্ করার বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যতক্ষণ মস্তকের কেশে পানি না পৌঁছিতে পারে, ততক্ষণ (ওজু জায়েজ হইবে) না।" আরও উক্ত পৃষ্ঠা :—

قال رأيت صفية ابنة عبيد تتوضأ و تنزع خمارها ثم تمسح برأسها ●

"নাফে বলিয়াছেন, আমি ওবায়দের কন্যা ছফিয়াকে দেখিয়াছি যে, তিনি অজু করিতে মস্তকের আবরণ খুলিয়া রাখিয়া মস্তক মাছাহ করিয়াছিলেন।"

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ, ৬৯ পৃষ্ঠা :—

انه رأى اباه يمسح على الخفين على ظهورهما لا يمسح بطونهما قال ثم يرفع العمامة فيمسح برأسه ●

"নিশ্চয় (হজরত) ওরাওয়া তাঁহার পিতাকে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি দুইটী মোজার উপরিভাগ মাছাহ করিলেন, উহার নিম্নদেশ

মাছাহ্ করিলেন না। (হজরত) ওরওয়া বলিয়াছেন, তৎপরে: তিনি পাগ্ড়ী খুলিয়া মস্তক মাছাহ করিলেন।"

এমাম নাবাবী ছহিহ্ মোসলেমের টীকার ১৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,

ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيأ من الراس لم يجزه وذلك عندنا بلا خلاف وهو مذهب مالك وابي حنيفة واكثر العلماء رحمهم الله تعالى *

"যদি কেহ (ওজুতে) মস্তকের কোন অংশ মাছাহ্ না করিয়া কেবল পাগ্ড়ী মাছাহ্ করে, তবে (এমাম) শাফিয়ী, মালেক, আবু-হানিফা ও অধিকাংশ আলেমের মতে তাহার ওজু জায়েজ হইবে না। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের উপর রহমত করুন।

মোহাম্মদিদের প্রশ্ন।

মাছায়েলে জকরিয়ার ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, "ছহিহ বোখারির হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কেবল পাগ্ড়ীর উপর মাছাহ করিলেন।" এইরূপ ছহিহ্ মোসলেমেও বর্ণিত আছে।

হানাফিদিগের উত্তর।

—o—

ছহিহ্ মোসলেমের টীকা, ১৩৫ পৃষ্ঠা :—

واعلم ان هذا الاسناد الذي ذكره مسلم رح مما تكلم عليه الدار قطني في كتاب العلل *

"তুমি জানিয়া রাখ যে, (এমাম) দারকুৎনি 'এলাল' গ্রন্থে (এমাম) মোসলেমের (হজরত বেলাল বর্ণিত হাদিসের) এই সনদের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।" এমাম এব্‌নে বাত্তাল আম্‌র বর্ণিত ছহিহ্ বোখারির হাদিছের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

"এস্তেজকার" গ্রন্থে বর্ণিত আছে ;—

اختلفت فيه الآثار فروى عن النبي صلعم انه مسح على عمامته من حديث عمرو بن امية الضمري و بلال بن المغيرة بن شعبة و انس و كلها معلولة و الذين لم يروا المسح على العمامة و الخمار فعروة بن الزبير و القاسم ابن محمد و الشعبي و النخعي و حماد و هو قول مالك و الشافعي و ابي حنيفة و اصحابهم و الحجة ظاهر قوله تعالى و امسحوا برؤسكم و من مسح على العمامة لم يمسح براسه ٭

"(এমাম এবনে আবদুল বার বলিয়াছেন,) এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন হাদিস উল্লিখিত হইয়াছে, (হজরত) আমর বেনে ওমাইয়া জামারি, বেলাল বেনে মোগিরা বেনে শো'বা ও আনাছের ছনদে (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) পাগ্‌ড়ীতে মাছাহ্ করিবার যে হাদিছগুলি বর্ণিত হইয়াছে, উহার প্রত্যেকটীর মধ্যে গুপ্ত দোষ বর্ত্তমান আছে। (হজরত) ওরওয়া বেনে জোবাএর, কাছেম বেনে মোহাম্মদ, শায়াবী, নখয়ি ও হাম্মাদ (মস্তক মাছাহ্ করার পরিবর্ত্তে) পাগড়ী ও খেমারের (মস্তক আবরণের) উপর মাছাহ্ করা নাজায়েজ বলিতেন। ইহাই (এমাম) মালেক, (এমাম) শাফিয়ি, (এমাম) আবু হানিফা ও তাঁহাদের শিষ্যগণের মত। (উপরোক্ত মতের) দলীল কোরআন শরিফের এই আয়ত :—

"তোমরা তোমাদের মস্তক মাছাহ্ কর।" যে ব্যক্তি পাগ্ড়ী মাছাহ্ করিল, সে ব্যক্তি মস্তক মাছাহ্ করিল না, (কাজেই উহাতে ওজু জায়েজ হইবে না।)

قال الخطابي فرض الله المسح بالراس و الحديث في مسح العمامة محتمل للتاويل فلايترك المتيقن للمحتمـــل *

"(এমাম) খাত্তাবি বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তায়ালা (কোরআন শরিফে) মস্তক মাছাহ্ করা ফরজ করিয়াছেন; আর যে হাদিছে পাগড়ী মাছাহ্ করার কথা আছে, উহার অন্য প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে; কাজেই উক্ত অনিশ্চিত মর্ম্মের হাদিছের জন্য (কোরাণ শরিফের) নিশ্চিত হুকুম ত্যাগ করা যাইতে পারে না।

মোল্লা আলী কারী 'মেরকাত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

قال بعض الشراح من علمائنا يحتمل انه مسح بناصيته و سوى عمامته بيديه فحسب الراوي تسوية العمامة عند المسح مسحا *

"কোন হানাফি টীকাকার আলেম বলিয়াছেন যে, পাগ্ড়ী মাছাহ্ করিবার হাদিছের নিগুঢ় তত্ত্ব ইহা হইতে পারে যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) মস্তক মাছাহ করিয়া দুই হাত দ্বারা পাগ্ড়ী ঠিক করিতেছিলেন, ইহাতে রাবি মাছাহ করা কালে পাগ্ড়ী ঠিক করাকে মাছাহ করা ধারণা করিয়া লইয়াছে।"

জোহর ও এশার ওয়াক্ত কোন্ পর্য্যন্ত থাকিবে?

এমাম আজমের এক রেওয়ায়েত মতে সূর্য্য মধ্য আকাশ হইতে গড়িয়া গেলে, জোহরের অক্ত আরম্ভ হয় এবং আছ্লি ছায়া ভিন্ন প্রত্যেক বস্তুর সমান ছায়া হওয়া পর্য্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে,

তৎপরে আছরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। ঠিক দ্বি-প্রহরের সময়ের ছায়াকে ছায়া আছ্‌লি বলে। এমাম তাহাবি এই মতটী ফৎওয়া গ্রাহ্য বলিয়াছেন। গোরার, বোরহান ও ফয়েজ প্রণেতা উপরোক্ত রেওয়া-এতের উপর ফতওয়া দিয়াছেন। এমাম আজমের অন্য রেওয়াএতে ছায়া আছ্‌লি ভিন্ন প্রত্যেক বস্তুর দ্বিগুণ ছায়া হওয়া পর্য্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে। ফাতাওয়া-শামির প্রথম খণ্ডে (৩৭১ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, নেহায়া, বাদায়ে, মুহিত, ইয়ানাবি ও গেয়াছি গ্রন্থে শেষোক্ত মতটী ফতওয়া গ্রাহ্য বলা হইয়াছে। এমাম মহবুব, নাছাফি, ছদরোশ-শরিয়া, আল্লামা কাছেম, কেকহ্‌ গ্রন্থ লেখকগণ ও টীকাকারগণ এই মতটী মনোনীত মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব তাহাবি ও ফয়েজের মতটী গ্রহণীয় হইতে পারে না।

আয়নি, ২য় খণ্ড, ৫৩৫ পৃষ্ঠা :—

قلنا الجواب من جهة ابي حنيفة الله صلعم امر بابراد الظهر بقوله ابردوا بالظهر يعني صلوها اذا سكنت شدة الحر و اشتداد الحر في ديارهم يكون في وقت صيرورة ظل كل شيء مثله ولا يفتر الحر الا بعد المثلين ٭

"(এমাম) আজমের (ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের) দলিল এই,— জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) জোহরের নামাজ সূর্য্যের কঠিন উত্তাপ শীতল হইলে, পড়িতে হুকুম করিয়াছেন, আরব দেশে প্রত্যেক বস্তুর সমান ছায়া হইলে সূর্য্যের উত্তাপ শীতল হইয়া থাকে।" (ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেক বস্তুর দ্বিগুণ ছায়া হওয়া পর্য্যন্ত জোহরের ওক্ত থাকে)।

(২) ছহিহ্‌ বোখারি :—

انه سمع رسول الله صلعم يقول انما بقاؤكم فيما سلف من الامم قبلكم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس اوتي

اهل التـــوراة فعملـــوا بهـــا حتـــى اذا انتصـــف النهـــار عجزوا فاعطوا قيراطا قيـــراطا ثم اوتي اهل الا نجيـــل الا نجيل فعملو الى صلاة العصر ثم عجـــزوا فاعطوا قيراطا ثم اوتيفـــا القرآن فعملنـــا الى غروب الشمش فاعطينا قيراطين قيراطين فقال اهل الكتابيـــن اي ربنـــا اعطيـــت هؤلاء قيـــراطين قيـــراطيـــن و اعطينـــا قيراطا قيراطا و نحن اكثر عملا قال الله تعالى هل ظلمتكـــم من اجركم من شيئ قالوا لا قال فهو فضـــل اوتيـــه من اشاء *

রাবি বলেন, আমি, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, আছর হইতে সূর্য্য অস্তমিত হইতে যতটুকু সময় হইয়া থাকে, প্রাচীন উম্মতদের হিসাবে তোমাদের (মুসলমানদের) জগতে থাকিবার সময় ততটুকু হইবে। তওরাতধারিগণকে (য়িহুদি-গণকে) তওরাত গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা তদনুযায়ী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া গেলে, তাঁহাদিগকে এক এক 'কিরাত' (১) বেতন দেওয়া হইল। ইঞ্জিলধারিগণকে (খ্রীষ্টানগণকে) ইঞ্জিল কেতাব দেওয়া হইল, তাঁহারা আছর পর্য্যন্ত তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া অক্ষম হইলে, তাঁহাদিগকে এক এক 'কিরাত' বেতন দেওয়া হইল। তৎপরে আমাদিগকে (মুসলমানদিগকে) কোরান শরিফ দেওয়া হইল, আমরা সূর্য্য অস্তমিত হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য করিলাম, তৎপরিবর্ত্তে আমাদিগকে দুই দুই কিরাত বেতন দেওয়া হইল। ইহাতে য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ বলিলেন, হে আমাদের প্রতি-পালক, ইহাদিগকে দুই দুই কিরাত দান করিলেন, আর আমাদিগকে এক এক কিরাত দান করিলেন, অথচ আমরা অধিক সময় কার্য্য করিয়াছি। তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিলেন, আমি কি তোমাদের বেতন সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিয়াছি?

তাঁহারা বলিলেন, না। খোদাতায়ালা বলিলেন, ইহা আমার অনু-গ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা করি, দান করিয়া থাকি।

আয়নি, ২য় খণ্ড, ৫৬২ পৃষ্ঠা :—

وفيه ما استدل به بعض اصحابنا على ان آخر وقت الظهر ممتد الى ان يصير ظل كل شي مثليه وذلك انه جعل لنا من الزمان من الدنيا في مقابلة من قبلنا من الامم بقدر ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس وهو يدل ان بينهما اقل من ربع النهار لانه لم يبق ربع الزمان *

কতক হানাফি বিদ্বান প্রত্যেক বস্তুর দ্বিগুণ ছায়া পর্য্যন্ত জোহরের শেষ ওয়াক্ত থাকা সম্বন্ধে উক্ত হাদিসটী দলীলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কেননা আছর হইতে সূর্য্য অস্তমিত হইতে যতটুকু সময় লাগে, প্রাচীন উম্মতের হিসাবে আমাদের (মুসলমানগণের) জগতে থাকা ততটুকু সময় স্থির করা হইয়াছে, ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, আছর ও মগরেব এতদুভয়ের মধ্যে দিবসের এক চতুর্থাংশ অপেক্ষা কম সময় হইবে, কেননা দুনিয়ার জামানার এক চতুর্থাংশ বাকী নাই। (ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, জোহরের শেষ ওয়াক্ত প্রত্যেক বস্তুর দ্বিগুণ ছায়া হওয়া পর্য্যন্ত বাকী থাকে।)

মোহাম্মদিদের প্রশ্ন।

মাসায়েলে-জরুরিয়া ইত্যাদি কেতাবে আছে, সহিহ্ আবু দাউদ ও তেরমেজিতে হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, (হজরত) জিব্‌রাইল (আঃ) প্রত্যেক বস্তুর সমান ছায়া হইলে, আছর পড়িয়াছিলেন; ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক বস্তুর সমান ছায়া হইলে জোহরের ওক্ত থাকে না।

হানাফিদের উত্তর।

উপরোক্ত হাদিসে আছে ;—

فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله - و صلى بي العصر حين كان ظله مثليه *

হজরত বলিয়াছেন ,—

"হজরত জিব্রাইল (আঃ) দ্বিতীয় দিবসে প্রত্যেক বস্তুর সমান ছায়া হইলে, আমার সহিত জোহর পড়িয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বস্তুর দ্বিগুণ ছায়া হইলে, আমার সহিত আছর পড়িয়াছিলেন।"

এই হাদিসে প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেক বস্তুর সমান ছায়া হইবার পরও জোহরের অক্ত থাকে।

ছহিহ্ মোসলেম, ২২৩ পৃষ্ঠা ;—

فلما كان اليوم الثاني امره فابرد بها فانعم ان يبردها *

"(হজরত বোরায়দা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন), (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) দ্বিতীয় দিবস তাঁহাকে (হজরত বেলাল (রাঃ) কে) জোহরের নামাজ সূর্য্যের উত্তাপ শীতল হইলে পড়িতে হুকুম করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বেশী শীতল হইলে জোহর পড়িয়াছিলেন।"

পাঠক, প্রত্যেক বস্তুর সমান ছায়া হইবার অনেক পরে সূর্য্যের উত্তাপ বেশী শীতল হয়, অতএব এই হজরত বোরায়দার (রাঃ) হাদিস হইতে প্রথমোক্ত এবনে আব্বাছের (রাঃ) হাদিস মনছুখ হইয়াছে।

ফৎহোল কদির, ১।১৮৭ পৃষ্ঠা ,—

غاية ما ظهر ان يقال ثبت بقاء وقت الظهر عند صيرورته مثلا نسخا لا مامة جبرئيل فيه في العصر بحديث الابراد و امامته في اليوم الثاني عند صيرورته مثليين يفيدانه وقته و لم ينسخ هذا

فيستمر ماعلم من بقاء وقت الظهر الى ان يدخل هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصر *

এতটুক কথা অতি প্রকাশ্য যে, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া সমান হওয়ার সময় জোহরের ওয়াক্ত বাকী থাকে, (হজরত) জিব্রাইল (আঃ) উক্ত সময়ে যে (প্রথম দিবস) আছরের এমামত করিয়াছিলেন, ইহা সূর্য্যের উত্তাপ শীতল হইলে, (জোহর পড়ার) হাদিস দ্বারা মনছুখ হইয়াছে। আর তিনি যে দ্বিতীয় দিবসে প্রত্যেক বস্তুর দ্বিগুণ ছায়া হওয়ার সময় আছরের এমামত করিয়াছিলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহা আছরের ওয়াক্ত, এই হুকুমটি মনছুখ হয় নাই, কাজেই আছরের নির্দ্দিষ্ট ওয়াক্ত উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত বাকী থাকে। এই স্বতঃসিদ্ধ মতটী বলবৎ থাকিবে।

ফৎহোল কদির, ১৮৮ পৃষ্ঠা,—

و ماخص كلام الطحاوي انه يظهر من مجموع الاحاديث ان آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر و ذلك ان ابن عباس رض و ابا موسى رض و الخدري رض رووا انه عليه الصلوة و السلام اخرها الى ثلث الليل و روى ابوهريرة و انس انه اخرها حين انتصف الليل و روي ابن عمر انه اخرها ذهب ثلث الليل و روت عايشة رض انه اعتم بها حتي ذهب عامة الليل و كلها في الصحيح قال فثبت ان الليل كلها وقت لها و لكنه علي اوقات ثلثة الى الثلث افضل و الى النصف دونه و ما بعده دونه ثم ساق بسنده الى نافع بن جبير قال كتب عمر رض الى ابى موسى الاشعري و صل العشاء اى الليل شئت ولا تغفلها و لمسلم قصة التعريس عن ابي قتادة ان النبي صلعم قال ليس فى النوم تفريط انما

التفريط ان تؤخر الصلوة حتى يدخل وقت الاخري فدل على بقاء وقت كل صلوة الى ان يدخل وقت الاخري و لنخرج الصبح بطلوع الفجر *

"(এমাম) তাহাবির কথার সার মর্ম্ম এই যে, সমস্ত প্রকার হাদিস হইতে প্রকাশিত হয় যে, ছোবেহ ছাদেক না হওয়া পর্য্যন্ত এশার অক্ত থাকে, কেননা (হজরত) এবনে আব্বাছ, আবু মুসা ও খুদ্‌রি (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া এশা পড়িয়াছিলেন। আর (হজরত) আবু হোরায়রা ও আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া এশা পড়িয়াছিলেন। আরও (হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া এশা পড়িয়াছিলেন। আরও (হজরত) আএশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) রাত্রির অধিকাংশ গত হইলে এশা পড়িয়াছিলেন। এই সমস্ত হাদিস সহিহ্ কেতাবে আছে। (এমাম) তাহাবি বলিয়াছেন, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, সমস্ত রাত্রি এশার ওয়াক্ত থাকে, কিন্তু রাত্রিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত এশা পড়িলে অধিক নেকী হইবে, অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িলে তদপেক্ষা কম নেকী হইবে এবং ইহার পর পড়িলে আরও কম নেকী হইবে। তৎপরে (এমাম) তাহাবি নিজ ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জোবাএরের পুত্র নাফে বলিয়াছেন, (হজরত) ওমার (রাঃ), (হজরত) আবু মুছা আশয়ারির (রাঃ) নিকট এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন, রাত্রির যে কোন অংশে ইচ্ছা কর, এশা পাঠ কর,

কিন্তু উহার কথা ভুলিও না। (এমাম) মোসলেম 'তায়া'রিছের' ঘটনা সম্বন্ধে (হজরত) আবু কাতাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিদ্রায় কোন ত্রুটী নাই, অবশ্য (এক ওয়াক্তের) নামাজ বিলম্ব করিয়া অন্য ওয়াক্তে পড়িলে দোষ হইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্ত অন্য ওয়াক্ত পর্য্যন্ত বাকী থাকে। ছোবেহ ছাদেক হইলে, ফজরের ওয়াক্ত হইবে।"

ছহিহ্ মোসলেমের টীকা নাবাবী, ২৩৯ পৃষ্ঠা ;—

انما التفريط على من لم يصل الصلوة حتى يجي وقت الصلوة الاخري - فى الحديث دليل على امتداد وقت كل صلوة من الخمس حتى يدخل وقت الاخرى و هذا مستمر على عمومه فى الصلوات كلها الا الصبح فانها لا تمتد الى الظهر يخرج وقتها بطلوع الشمس *

"[(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন], যে ব্যক্তি নামাজ পড়িল না, এমন কি অন্য নামাজের অক্ত উপস্থিত হইল, ইহাতে সে ব্যক্তি অপরাধী হইবে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি এরূপ বিলম্ব করিয়া নামাজ পড়ে যে, অন্য নামাজের অক্ত আসিয়া যায়, সে ব্যক্তি দোষী হইবে।) (এমাম) নাবাবি বলিয়াছেন, এই হাদিসে বুঝা যাইতেছে যে, পাঞ্জগানা প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্ত ঐ পর্য্যন্ত থাকে— যে পর্য্যন্ত অন্য নামাজের ওয়াক্ত না হয়, এই ব্যবস্থা সমস্ত নামাজের জন্য খাটিবে, কেবল ফজরের জন্য এই ব্যবস্থা নহে; উহার ওয়াক্ত জোহর পর্য্যন্ত থাকে না, (বরং) সূর্য্য উদয় হইলে, ফজরের অক্ত চলিয়া যায়।"

উক্ত টীকার ২২২ পৃষ্ঠা ;—

فاذا صليتم العصر فانه وقت الى ان تصفر الشمس فاذا صليتم العشاء فانه وقت الى نصف الليل و دليل الجمهور هذا الحديث قالوا و حديث جبرئيل عليه السلام لبيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الجواز و هكذا هو في العصر و المغرب و العشاء لبيان وقت الاختيار فقط لا لاستيعاب وقت الجواز للجمع بينه و بين الاحاديث الصحيحة في امتداد الوقت الى ان يدل وقت الصلوة الاخري الا الصبح ٭

"যখন তোমরা আছর পড়, (তখন মনে রাখিও যে,) সূর্য্য জরদ হওয়া পর্য্যন্ত (উহার) ওয়াক্ত, আর যখন তোমরা এশা পড়, (তখন মনে রাখিও যে,) অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত (উহার) ওয়াক্ত। অধিকাংশ এমামের মতের দলীল (উপরোল্লিখিত) হাদিস, আর তাঁহারা বলিয়াছেন যে, (হজরত) জিবরাইল (আঃ) এর হাদিসে উহার মোস্তাহাব ওয়াক্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার জায়েজ ওয়াক্তের শেষ সীমার কথা উল্লিখিত হয় নাই। এইরূপ আছর, মগরেব ও এশার মোস্তাহাব ওয়াক্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তের জায়েজ ওয়াক্তের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয় নাই। ফজর ব্যতীত (এক নামাজের) ওয়াক্ত যতক্ষণ অন্য নামাজের ওয়াক্ত উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ বাকী থাকে, এ সম্বন্ধে যে সহিহ হাদিসগুলি আছে, তৎসমস্তের ও উল্লিখিত হাদিসের বিরোধ ভঞ্জন জন্য (উক্ত প্রকার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে)।"

জোড়া জোড়া শব্দে একামত পড়িবার দলীল।

—— • ——

আয়নি, ২য় খণ্ড, ৬১৯ পৃষ্ঠা ;—

روى البيهقي عن عبد الله بن زيد و ابوعوانة في صحيحه عنه و لفظه اذن مثنى و اقام مثنى و حديث ابي محذورة عند الترمذي صحيحا علمه الاذان مثنى مثنى و الاقامة مثنى مثنى و حديث ابي جحيفة ان بلالا رض كان يؤذن مثنى مثنى و يقيم مثنى مثنى و روى الطحاوي عن عبيد ان سلمة بن الاكوع كان يثني الاذان و الاقامة و عن حماد كان ثوبان رض يؤذن مثنى مثنى و يقيم مثنى مثنى و عن مجاهد قال في الاقامة مرة مرة انما هو شيء احدثه الامراء و ان الاصل التثنية •

আরও ৬২৭ পৃষ্ঠা ;—

وَ كَذٰلِكَ مَا رَوَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهٖ وَ لَفْظُهُ فَعَلَّمَهُ الْاَذَانَ وَ الْاِقَامَةَ مَثْنٰى مَثْنٰى وَ كَذٰلِكَ رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهٖ •

(এমাম) বয়হকি ও আবুওয়ানা, (হজরত) আবদুল্লাহ্ বেনে জয়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি জোড়া জোড়া শব্দে আজান ও একামত দিয়াছিলেন। (এমাম) তেরমজি, হজরত আবু মহজুরা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) তাঁহাকে জোড়া জোড়া শব্দে আজান ও একামত শিক্ষা

দিয়াছিলেন। তিনি এই হাদিসকে সহিহ বলিয়াছেন। (হজরত) আবু হোজায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় (হজরত) বেলাল (রাঃ) জোড়া জোড়া শব্দে আজান ও একামত দিতেন। (এমাম) তাহাবি, ওদাএর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (হজরত) ছালমা বেনে আকওয়া (রাঃ) জোড়া জোড়া শব্দে আজান ও একামত দিতেন। আরও (এমাম) হাম্মাদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, (হজরত) সওবান (রাঃ) জোড়া জোড়া শব্দে আজান ও একামত দিতেন। (এমাম) মোজাহেদ বলিয়াছেন, মূলে জোড়া জোড়া শব্দে একামত দেওয়া হইত, কিন্তু আমিরগণ এক এক শব্দে একামত দেওয়ার নূতন প্রথা প্রচলন করিয়াছেন। (এমাম) এবনে খোজায়মা ও এবনো হাব্বান নিজ নিজ সহিহ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) জোড়া জোড়া শব্দে আজান ও একামত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

মোহাম্মদী মৌলবি সাহেবের প্রশ্ন;—

মাছায়েলে জরুরিয়ার ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ছহিহ্ আবু দাউদ ও তেরমেজিতে বর্ণিত আছে; একামতে সমস্ত শব্দ এক এক বার বলিতে হইবে, কেবল প্রথম তকবির ও 'কাদকামাতেছ্ ছালাহ্' দুই দুই বার বলিতে হইবে। সহিহ্ বোখারি ইত্যাদি হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, (হজরত) বেলাল (রাঃ) জোড়া জোড়া শব্দে আজান ও এক এক শব্দে একামত দিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

হানাফিদের উত্তর।

ফৎহোল কদির, ৯৫ পৃষ্ঠা,—

روى ابوداؤد عن معاذ قال الله اكبر الى آخر الاذان قال ثم امهل هنيئة ثم اقام فقال مثلها و روي ابن ابي شيبة عن عبد الرحمن بسند قال فى الامام رجاله رجال الصحيحين فاذن مثنى مثنى و اقام مثنى مثنى و لابن ماجة و الاقامة سبع عشر كلمة وللترمذي و الاقامة سبع عشر كلمة ولا يخفى ان ما رويناه فانه نص على العدد و على حكاية كلمات الاذان فانقطع الاحتمال بالكلية بخلاف امر ان يوتر الاقامة فان بعد كون الامر هو الشارع فالاقامة اسم لمجموع الذكر و تعليق الايتار بها نفسها لايراد على ظاهره و هو ان يقول الاقامة التي هي مجموع الذكر مرة لامرتين فلزم كونه اما ايتار الفاظها كما ذهب اليه او ايتار صوتها بان يحدر فيها كما هو المتوارث فيحمل على الثاني ليوافق ما رويناه من النص الغير المحتمل كيف و قد قال الطحاوي تواترت الاثار عن بلال انه كان يثني الاقامة حتى مات و عن ابراهيم النخعي كانت الاقامة مثل الاذان حتى كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة واحدة للسرعة اذا خرجوا يعني بني امية قال ابن الجوزي كان الاذان مثنى مثنى و الاقامة كذلك فلما قام بنوامية افردوا الاقامة *

(এমাম) আবু দাউদ, (হজরত) মায়াজের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (হজরত) আবদুল্লাহ, বেনে জয়েদ (রাঃ) জোড়া জোড়া শব্দে আজান দিয়া কিছুক্ষণ বিলম্ব করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং আজানের

ন্যায় (জোড়া জোড়া শব্দে) একামত পড়িলেন, কেবল 'কাদ্‌কামাতেছ্ ছালাহ্' বেশী বলিলেন)।

এব্‌নে আবি শায়বা, হজরত আবহুর রহমানের (রাঃ) ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি আজান ও একামত জোড়া জোড়া শব্দে দিয়াছিলেন। (শেখ তকিউদ্দিন) 'এমাম' গ্রন্থে উক্ত হাদিসের ছনদকে বোখারি ও মোসলেমের ছনদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এমাম তেরমেজি ও এব্‌নে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ১৭টী শব্দে একামত পড়িতে হইবে। [জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হজরত আবু মহজুরাকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন।]

ইহা স্পষ্ট যে, আমরা যে হাদিস রেওয়াএত করিয়াছি উহাতে আজানের শব্দগুলি সংখ্যা সহ স্পষ্টভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, কাজেই সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ দূরীভূত হইয়া গেল, পক্ষান্তরে (যে হাদিসে আছে যে,) একবার একামত দেওয়ার হুকুম করা হইয়াছে, (এই হুকুমকারী কে?) যদি হজরত (ছাঃ) হুকুমকারী হন, তবে বলি, সমস্ত শব্দকে একামত বলা হয়, একামত একবার দিতে হইবে, দুইবার দিতে হইবে না। উহার এই প্রকাশ্য মর্ম্ম উদ্দেশ্য স্থল নহে, এক্ষেত্রে এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করা জরুরি যে, একামতের শব্দগুলি এক একবার পড়িতে হইবে, যেরূপ প্রতিপক্ষগণের মত বা উহার জোড়া জোড়া শব্দকে এক আওয়াজে উচ্চারণ করিবে, যেরূপ চির প্রচলিত নিয়ম রহিয়াছে।

প্রথম মর্ম্ম গ্রহণ করিলে আজানের প্রথমে কেবল দুইবার 'আল্লাহো আক্‌বার', আজানের শেষে দুইবার 'লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং একামতের প্রথম কেবল একবার 'আল্লাহো আক্‌বার' বলা আবশ্যক হয়; কিন্তু সকলেই বলেন যে, আজানের প্রথমে চারিবার তকবির ও শেষে একবার 'লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়িতে হইবে, আর কেহই একামতের প্রথম এক তকবির পড়েন না; কাজেই

উক্ত মর্ম্ম গ্রহণ করা যাইতে পারে না।) দ্বিতীয় মর্ম্ম গ্রহণ করিলে নিশ্চিত মর্ম্মবাচক হাদিসের সহিত মিলিয়া যায়। (এমাম) তাহাবি বলিয়াছেন, বহু সংখ্যক হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত বেলাল (রাঃ) মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জোড়া জোড়া শব্দে একামত বলিতেন। (এমাম) এবরাহিম বলিয়াছেন, একামত, আজানের ন্যায় জোড়া জোড়া শব্দে বলা হইত, তৎপরে উমাইয়া বংশের বাদশাহগণ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ত্রস্তভাবে কার্য্য করিতে একামতকে এক এক শব্দে পড়িবার ব্যবস্থা করিলেন। এব্নে জওজি বলিয়াছেন, আজান ও একামত জোড়া জোড়া শব্দে বলা হইত; যে সময় উমাইয়া বংশীয় বাদশাহগণ রাজত্ব লাভ করিলেন, তখন তাঁহারা একামতের প্রত্যেক শব্দ এক এক বার বলিবার ব্যবস্থা করিলেন।"

বিনা 'তরজি' আজান দিবার দলীল।

আয়নি, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬২৪ পৃষ্ঠা :

الثالثة الترجيع في الاذان و هو ان يرجع و يرفع صوته بالشهادتين بعد ما خفض بهما (الى قوله) و حجة اصحابنا حديث عبد الله بن زيد من غير ترجيع فيه و كان حديث ابي محذورة لاجل التعليم فكرره فظن ابو محذورة انه ترجيع و انه في اصل الاذان و روى الطبراني عن ابي محذورة انه قال القى على رسول الله صلعم الاذان حرفا حرفا لم يذكر فيه ترجيعا و اذان بلال بحضرة رسول الله صلعم سفرا و حضرا و هو مؤذن

رسول الله صلعم با طباق اهل الاسلام الى ان توفي رسول الله صلعم و مؤذن ابي بكر الصديق الى ان توفي من غير ترجيع *

তৃতীয় আজানে তর্জি দেওয়ার মসলা ;—

(আজান দিতে) দুই দুই বার "আশহাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং "আশহাদো আন্না মোহাম্মাদার রছুলোল্লাহ" অল্প অল্প স্বরে পড়িয়া তৎপরে পুনরায় উক্ত শব্দদ্বয় দুই দুই বার উচ্চৈঃস্বরে পড়াকে 'তরজি' বলে। (হানাফি মজহাবে আজানের তরজি করা ছুন্নত নহে, কিন্তু মাছায়েলে-জরুরিয়ার ৪৬ পৃষ্ঠায় আজানে 'তরজি' করা ছুন্নত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং সহিহ মোসলেম ও আবু দাউদের আবু মহজুরার সনদে একটী হাদিস উহার প্রমাণার্থে পেশ করা হইয়াছে।) হানাফি এমামগণ বলেন, (আজানে তরজি করা ছুন্নত নহে।) কেননা হজরত আবদুল্লাহ বেনে জায়েদের (রাঃ) হাদিসে তরজির কোন কথা নাই। আবু মহজুরার হাদিস শিক্ষা দেওয়া উপলক্ষে হইয়াছিল, তিনি উহা দুইবার বলিয়াছিলেন, ইহাতে আবু মহজুরা উহা 'তরজি' ও মুল আজানের অংশ ধারণা করিলেন। অর্থাৎ (হজরত) আবু মহজুরার (রাঃ) হাদিসে যে তরজি করিবার কথা আছে, উহার নিগূঢ়তত্ব এই যে, যে সময় জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ছাহাবা আবু মহজুরা (রাঃ) কে আজানের শব্দগুলি উচ্চারণ করিতে বলিয়াছিলেন, সে সময় তিনি উক্ত শব্দ দুইটী অল্প অল্প স্বরে পড়িয়াছিলেন।—সেই হেতু হুজুর তাঁহাকে পুনরায় উক্ত শব্দ দুইটী উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে বলিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, উক্ত শব্দদ্বয় প্রথমে দুই দুই বার অল্প অল্প স্বরে এবং তৎপরে পুনরায় উভয় শব্দ দুই দুই বার উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে হইবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয় শব্দ কেবল দুই দুই বার পড়িতে

হইবে।) আরও তেবরানি গ্রন্থে সাহাবা হজরত আবু মহজুরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) তাঁহাকে এক এক অক্ষর করিয়া আজান শিক্ষা দিয়াছিলেন; তিনি তাহাতে 'তরজি' করিবার কোন কথা উল্লেখ করেন নাই।

"সমস্ত মুসলমান একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, (হজরত) বেলাল জনাব নবি (ছাঃ) এর মোয়াজ্জেন ছিলেন। হজরতের এন্তেকালের সময় পর্য্যন্ত তাঁহার সাক্ষাতে দেশ বিদেশে আজান দিতেন, আরও তিনি (হজরত) আবুবকর ছিদ্দিকের এন্তেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মোয়াজ্জেন ছিলেন; উক্ত আজানে 'তরজি' ছিল না।

কোস্তোলানি, ২য় খণ্ড, ৪ পৃষ্ঠা ;—

و ليس بسنة عند الحنفية للروايات المتفقة على ان لاترجيع في أذان بلال و عمرو بن ام مكتوم الى ان توفيا *

(হজরত) বেলাল (রাঃ] ও উম্মে মক্‌তুমের পুত্র আমর মৃত্যু পর্য্যন্ত আজানের 'তরজি' করেন নাই, এই সর্ব্ববাদী সম্মত রেওয়াএত-গুলির জন্য হানাফিদিগের মতে 'তরজি' সুন্নত নহে।"

ফৎহোল কদির, ৯৪।৯৫ পৃষ্ঠা ;—

روى الطبراني عن ابي محذورة يقول القي على رسول الله صلعم الاذان حرفا حرفا الله اكبر الله اكبر الخ و لم يذكر ترجيعا فيعارضها فيتساقطان و يبقى ما قدمنا من حديث ابن عمر و عبد الله بن زيد رض سالما من المعارض و يعارضها مع رواية ابن عمر رض ليترجح عدم الترجيع لان حديث عبد الله بن زيد بن عبدربه هو الاصل في الاذان و ليس فيه ترجيع *

"তেবরানি আবু মহজুরা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে এক এক অক্ষর করিয়া আজান

শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি 'তরজি' উল্লেখ করেন নাই, এই রেওয়াএত তাঁহার প্রথম রেওয়াএতের বিপরীত হইল, কাজেই উভয় রেওয়াএত গ্রহণের অযোগ্য হইবে। (হজরত) এবনো ওমার ও আবদুল্লাহ্ বেনে জায়েদের উল্লিখিত রেওয়াএতদ্বয় নির্বিবাদ অবস্থায় থাকিল, আবদুল্লাহ্ বেনে জায়েদ ও এবনে ওমারের রেওয়াএতদ্বয় প্রতিযোগীতায় দণ্ডায়মান হইলে, 'তরজি'বিহীন হাদিস প্রবল প্রতিপন্ন হইবে, কেননা আবদুল্লাহ্ বেনে জয়েদ বেনে আব্দে রাব্বিহ্'র হাদিসই আজান সম্বন্ধে মুল এবং উহাতে তরজি নাই।"

সমাপ্ত।